



শানসী প্রেস ১৪এ, রামতমু বমুর লেন, কলিক শ্রুণাতলচক্ত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুটি

পুনক্ষক্তি

বহদিন পূর্ব্বে যথন 'বিশুদাদা' লিখি, তথন লিখিয়াছিলাম, যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না, আবার চেষ্টা করিবে। তাহার পর 'অভাগী' লিখিবার সময় সেই চেষ্টা করিতে গিনাছিলাম,—পারি নাই। তথন বলিয়াছিলাম—বারবার তিনবার। এই আমার ভৃতীয় বা শেষ প্রয়াস;—জীবন-সায়াছে, অহস্থ শরীরে যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমার শাস্তি।—

·দারজিলিং) ১৯১৯ }

শ্রীজলধর সেন

বাঁহার মেহ-শীতল ছান্নায় বসিন্না, অন্নত্ত শ্রীরে **স্ট্^{হ্না}ানী** লিখিয়াছি,

বাঁহার অনুগ্রহে উইশানী জন-সমাজে প্রচারিত হইল,

সেই দরার সাগর বুর্জমানাধিপতি
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

সার্ বিজয়**চন্দ**্মহ্তাব্ বাহাহুর

কে, সি, এস, আই ; কে, সি, আই, ই,; আই, ও, এম, মহোদয়ের

করকমলে ক্রশানী উৎসর্গ করিয়া শাস্তি লাভ করিলাম।

শ্রীজলধর সেন

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি বিজ্ঞোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত!"

-- রবীক্রনাথ

निमानी

:5

"বড় ঝে। ও বড় বৌ।"

রাত্রি প্রায় বারটা। গ্রাম নিস্তর। এত রাত্রে গ্রামের লোক সকলেই নিজামগ্ন। বন্দ্যোপাধাায়দের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া হরেক্ষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকিতেছেন,—"বড় বৌ। ও বড় বৌ।"

সঙ্গী শীতল মাঝির হাতে একটা ক্যান্বিশের ব্যাগ। দে একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "বড় কর্ত্তা, ওঠেন; ছোট কর্ত্তা ডাক্তে-ছেন যে। এমন যুমও ত দেখি নাই। ও বড় কর্ত্তা!"

"কাকা না কি ?"

"হান মা, উঠে ছয়ার থোল।"

তাড়াতাড়ি একটী সতর বছরের মেয়ে ছয়ার খুলিয়া বাহির হইল, "কাকা, এত রাত্রে এলে! আমরা মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি আজ আর এলে না। ও মা, ওঠো, কাকা এসেছেন বে!"

মা উঠিবার আগেই মেয়েটীর পিতা রামক্রফ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গলা শুনিতে পাওয়া গেল; "হরি এলে! ছুর্গা তুর্গতি-নাশিনী না।" তাহার পরই বড় কর্ত্তা খড়ম পায়ে বাহির হইয়া বলিলেন, "এত রাত হোলো বে। লক্ষ্মী, তোমার মাকে ডেকে দেও। গিল্লীর কা'ল থেকে জর হয়েছে। এই একটু আগেই তোমার কথা বল্ছিলেন। তুদিনের মধ্যে ফিরে আস্বার কথা, পাঁচ দিন হয়ে গেল। উনি ত ভেবেই অস্থির।"

হরেক্ষ বলিলেন, "আরও তিন চার যায়গা খুরে এলান। কোথাও কোন স্থবিধা করতে পারলাম না।"

"দে কথা এখন থাক, কাল সকালে শুন্বো। লক্ষ্মী, বৌনাকে ডেকে তোল। তাড়াতাড়ি যা হয় রালা চড়িয়ে দিতে হবে ত! শীতল, বোদ্ বাবা! এখানেই ছটো প্রসাদ পেয়ে যা।"

শীতল বলিল, "বড় কর্ত্তা, এত রাতে আর পেসাদ পেয়ে কাজ নেই। সন্ধে বেলা আমরা বাউসমারীর বাজার থেকে চিড়ে মুড়কী নিয়ে রাতের কাজ শেষ করে এসেছি।"

বড় গিন্নী তথন বাহিরে মাদিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "শোন কথা, গুটো চিড়ে মুড়কী থেয়েই রাত কাটাতে হবে না কি ? বোদ শীতল, দেখতে দেখতে মাছের ঝোল ভাত হয়ে যাবে। আজ তিন দিন পথের দিক চেয়ে বদে আছি। কর্ত্তা স্থধুই রাগ করে বলেন, বোদে-বোদে কাজ নেই, অকারণ কপ্ত করতে কেন যাওয়া! যাত মালল্মী, তিনটে মাগুর মাছ জিয়োনো আছে, তাই কুটে দে গিয়ে। ঐ ছোটবৌ উঠেছে। যাত ছোটবৌ! গুটো উনন জেলে মাছের ঝোল ভাত নামিয়ে দে। ওরে শীতল, তোর ভাইপো নগা না সঙ্গে গিয়েছিল। সেই ছেলেমামুষটাকে

একলা নৌকোর রেথে এলি এই নিশি-রান্তিরে। যা যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয় ! তোর নৌকোর জিনিসপত্র চুরী করবার জন্তে আর এমন সময় কেউ আস্বে না। যা, শীগ্গির যা ! তাকে 'ডেকে নিয়ে আয় গে।"

*শীতল বলিল, "দেথ দেথি হাংনমা! রাত হুপুর হয়ে গেল!
এখন রাঁধ রে, থাও রে। রাত যে কাবার হয়ে যাবে! তাই ত
ছোট কর্তারে বলিছিলাম রাত্তিরে আর বাড়ীতে উঠে কাজ নেই।
নোকোতেই শুয়ে থাক। তা ত উনি শুন্লেন না। এখন থাক
বদে আর হুই ঘড়।"

লক্ষী বলিল, "শীতল-দা, অত দেরী হবে না, ছটো মাছের ঝোল ভাত, এই দেখতে দেখতে নেবে যাবে। তুমি যাও, নগেনকে নিয়ে এসো গে! আর জিনিসপত্র যা নৌকোয় আছে, ছই জনে নিয়ে এসো।" এই বলিয়া লক্ষী তাহার খুড়ীমার সাহায্যের জন্ত রাল্লাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বারান্দায় একথানি মাজুর পাতা ছিল; বড় কর্তা বসিয়া বলিলেন, "শীতল, বাবা, এক ছিলুম তামাক সাজ্ত। ঐ—এথানে সব মাছে।"

হরেক্ক মান্তরের পাশেই শানের উপর বসিয়া বলিল, "দেথ বড় বৌ, গেলাম ত নবীনগরের চাটুয্যেদের উদ্দেশে। আরে রাম, ছেলে নয় ত একেবারে আব্গারীর দোকান। আর চেহারা, বুঝলে বড় বৌ, একেবারে সংক্রান্তি ঠাকুর ! বাবা, অত গাঁজা-ভাং কি মান্ত্রের সয়!"

বড় বৌ হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, তোমার পছন্দ হোল না, তাই বল। পরের ছেলের নিন্দে কেন প"

হরেক্ষ বলিল, "নিন্দের কাজ করলেই নিন্দে করতে হয়। বামুনের ছেলে; নবীনগরের চাটুয্যেরা যেমন-তেমন ঘর নয়; নাম ' করলে লোকে চেনে। তাদের ছেলে কি না—আরে রাম রাম !"

বড় বৌ বলিলেন, "তার পর, আর কোথায় গেলে, তাই বল। চাটুযোদের কথা ঐথানেই থাক।"

হরেক্ষ বলিলেন, "মজা শোন না বড় বৌ! ঐ ত ছেলে, ছুটো বিয়ে হয়ে গেছে। বয়স আর কত—এই বাইশ তেইশ। বাড়ীর কর্তা নোহিনী চাটুয়ে বল্লেন, তাঁর কোন আপত্তি নেই, পাল্টী ঘর। তার পর বল্লেন, নগদ তিন হাজার টাকা দিতে হবে। ছেলের য়ে ছটো বিয়ে আগে দিয়েছেন, সেথানেও না কি ঐ রকমই পেয়েছেন। শোন দেখি কথা। ইচ্ছে হোল খুব দশ কথা ভানিয়ে দিই। একট—"

তাঁহাকে বাধা দিয়া বড় বৌ বলিলেন, "কিছু বল নাই ত ? এ তোমার অভায় ঠাকুরপো! তারা ছেলের বিয়ে দেবে, তুমি ছেলে কিন্বে। তাদের জিনিস, তারা যা ইচ্ছে তাই দর চাইবে, তুমি পার কিন্বে, না পার চুপ করে চলে আস্বে। কথা শোনাবে কেন ?"

হরেরুফ বলিলেন, "আকেলটা কি, বল দেখি বড় বৌ! বলে কি না তিন হাজার টাক।! টাকা যেন গাছের ফল, পেড়ে নিলেই হোল। তবুও ঐ ত ছেলে।"

व इ क छ। এ छ भ । इ निर्काहतन्त्र, (कान कथा हे ।

এখন বলিলেন, "হরি, তোমাকে ত এ সব কথা আমি আগেই বলেছিলাম। তুমিই ত শুন্লে না। এখন চক্ষ্-কর্ণের বিবাদ ত •ভেঙ্গে এলে। কৌলীল্য-মর্যাদা রক্ষা করতে হোলে, পাল্টী ঘর খুঁজভে হোলে, আমার লক্ষ্মীর ভাগ্যে ঐ রকম বরই মিল্বে, আর অত টাকাই দিতে হবে। তা ব'লে আর উপায় কি ! সেই জল্লই ত বলেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের অদৃষ্টে নাই ! তুমিই তা বোঝ না ভাই !"

হরেক্লফ দাদার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন. তার পর শোন বড় বৌ, নবীনগর থেকে ত যাত্রা করলাম। একবার মনে হোলো, যাক, আর কোথাও যাব না, বাড়ী ফিরেই যাই। তার পর ভেবে দেথ্লাম, এতদূরই যথন এসেছি, তথন আর একটু ঘুরে শতথালির সেই ছেলেটীরও সন্ধান নিয়ে যাই। শুনেছিলাম. গোপীগঞ্জ থেকে শতথালি এই ক্রোশ দেডেক হবে। গোপীগঞ্জের ঘাটে যেতেই ত একবেলা গেল। গোপীগঞ্জের বাজারে ফলার করে, একলাই চল্লাম শতথালি। দেড়ক্রোশ বই ত নয়। শীতলকে বলে গেলাম, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। নগা সঙ্গে যেতে চাইল, তাকেও সঙ্গে নিলাম না। তার পর সেই রৌদ্রের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে-করে ত চলতে লাগলাম। বাঁধা-রাস্তা ত নেই, মাঠ ভেঙ্গে পথ। আরে কিসের দেড় ক্রোশ—পথ আর শেষ হয় না। এদিকে বেলাও দেখি পড়ে যায়। বুঝালেন বড়দা, একেবারে পাকা পাঁচ ক্রোণ-এক রশিও কম নয়। আর পথ ত সেই সাঠ ভেম্বে, জ্মির আলের উপর দিয়ে। যাক, সেই সাড়ে বারটার

সময় বেরিয়ে চারটার পর শতথালি গিয়ে উপস্থিত। গ্রাম থুব বড়; অনেক ব্রাহ্মণের বাস; অন্ত জাতও আছে। গেলাম হরচন্দ্র চাটুযোর বাড়ী। চাটুযো মশাই বাড়ী ছিলেন না; নিকটেই কোন্ গ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। বাড়ীতে অন্ত যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পরিচয় নিয়ে খুব আদর-যত্ন করলেন; পাশের বাড়ীরই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেথানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল; বাবা না কি কয়েকবার তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন; তিনিও আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। নাম বল্লেন স্ববীকেশ গাঙ্গুলী। তিনি বেগের গাঙ্গুলী বড়দা!"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "শতথালির হৃষী গাঙ্গুলীকে আমিও চিনি। বেশ লোক।"

হরেক্ষ বলিলেন, "তিনিও আপনার কথা বল্লেন। যাক্
একজন পরিচিত লোক পেয়ে মনে একটু সাহস হোল। তাঁকে
সব কথা বল্লাম। তিনি খুব ভরসা দিলেন। হারু চাটুয়েয়
ছেলে ভাল, ফরিদপুরে এক উকিলের মুহুরী; পয়সা-কড়ি বেশ
উপার্জন করে। বয়স শুন্লাম সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। তিনটা
বিবাহ করেছিল, ছুটা মারা গিয়েছে, একটা বেচে আছে; সে
বাপের বাড়ীতেই থাকে, শশুরবাড়ী আসতে চায় না। সেই জয়
ছেলের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ইছ্ল। এই সব কথা শুনে
আনার ত ভালই বোধ হোলো, বুঝলে বড় বৌ। সয়য়র সময়
হরচক্র চাটুয়েয় মশাই বাড়ী এলেন। সয়য়ার পর কথাবার্তা
হ'ল। চাটুয়েয় মশাই বললেন য়ে, তাঁর ছেলে ত বিবাহ করতেই

রাজী নয়। অনেক বলা-কহায় তবে রাজী হয়েছে। তার পর বললেন যে, কুলীনের মেয়ে আর কয়টাই বা শ্বগুরের ঘর করতে ্পায়। আমার ভাইঝি যথন দেই তুর্লভ অধিকার পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তার যথন দে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা নেই. তথন দেনা-পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করতে হবে। कथा खरनरे आमात मूथ खकिरय राग । এर विरमय विरवहनां कि, জানবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বললেন, পাঁচটী হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই ছেলের বিবাহ দেবেন না। আমি অনেক কাকৃতি মিনতি কর্লাম: ব্রান্ধণের একেবারে ধনুকভাঙ্গা পণ। তথন আর কি করি. এত রাত্রে পাঁচ ক্রোশ পথ ত আর হাঁটতে পারব না। হুধী গাঙ্গুলী মহাশয় আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। চাটুয়ো মহাশন্ত তাঁর ওথানেই থাকবার জন্ম অনুরোধ করলেন; আমি তাতে সম্মত হ'লাম না। বাড়ীতে এসে গাঙ্গুলী মহাশয় বললেন 'শোন হরেক্লফ্ট. ও বাড়ীতে ব'সে ছেলেটী সম্বন্ধে যা বলেছি, তা মিথ্যে নয়: কিন্তু একটা কথা বলি নাই। এ ছেলের সঙ্গে তোমার ভাইঝির বিয়ে দিও না। আমার খুব সন্দেহ হয়েছে যে, ছেলেটার কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ওদের স্কুমুথে ত সে কথা বলা যায় না. তাই তোমাকে বাডীতে নিয়ে এলাম। তোমাদের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়—আত্মীয়তা বলুলেই হয়। জেনে-শুনে এমন কাজ করতে কি করে বলি। আর, তার পর থাঁই ত দেথ্লে —পাঁচ হাজার টাকা।'

তথনই ও ছেলের চিন্তা ছেড়ে দিলাম। রাত্রিটা কাটিয়ে ভোর

বেলায় যাত্রা করে, দশটার সময় নৌকায় এলাম। তার পর আর কি;—আর কোথাও গেলাম না—একেবারে বাড়ী চলে এলাম।"

বড় বৌ বলিলেন, "বেশ করেছ ঠাকুরপো। লক্ষীর অদৃষ্টে বিরে থাকে, হবে,—তুমি আর অমন করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িও না। এই আজ ছবছর কোথায় বা না গেলে বল দেখি। স্থধু কষ্টই সার হোলো।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তাই ভাল করে ওকে বোঝাও বড় গিরি! ও আমার সব কথা শুন্বে, স্থ্যু লক্ষ্মীর বিয়ের কথাই শুনবে না। তাই দেশ-বিদেশ খুরে মরছে। এখন দেখ্লে ত ভাই, যদি পাল্টী ঘর মেলে, ত ভাল ছেলে মেলে না। যদি বা ছটোই মেলে, তা হলে যে টাকার দাবী করে, তা আমাদের বেচলেও হয় না। আমি কি সব দিক্ না দেখে-শুনেই চুপ করে আছি। এখন ভূমিও ত দেখ্লে। তবে আর কি,—চুপ করে থাক।"

এই সময় শীতল ও নগা জিনিসপত্র লইয়া আসিল। হরেরুক্ষ বলিলেন, "বড় বৌ, সস্থা দেখ্লাম, তাই এক কলসী গুড় কিনে নিয়ে এলাম।"

বড় বৌ রহস্ত করিয়া বলিলেন, "যা হোক, মিষ্টি-মুথ করবার ব্যবস্থা ত করে এসেছ। দেখ ঠাকুরপো, তুমি আর অমন করে দেশ-বিদেশ করে বেড়িও না। একে তোমরা মহা কুলীন, পাল্টী ঘর মেলে না; তার পর লক্ষীকে যার-তার হাতেও দিতে পারবে না। তার পর আমাদের এই অবস্থা। আমরা অনেক পুণা, অনেক তপস্থা করেছিলাম, তাই তোমাদের ঘর করছি; নইলে কুলীনের শেষে কয়জন স্বামীর ঘর করতে পায়। লক্ষ্মীর অদৃ
 ভিই,
 তোমরা কি করবে বল। ও লক্ষ্মী, মা, তোদের কতদর।"

লক্ষা রানাঘর হইতেই বলিল, "আর দেরী নেই মা। শীতল-দাকে থান ছই পাতা কেটে আনতে বল।"

নগা বলিল, "পিসিমা, পাতা আমরা নৌকো থেকে নিয়ে এসেছি; রাভিরে কি গাছের গায়ে হাত দিতে আছে।"

হরেরুষ্ণ সহাহ্যবদনে বলিলেন, "লক্ষ্মী, জেলের ছেলের কাছে শাস্তরে ঠকে গেলি।"

লক্ষী বলিয়া উঠিল, "শাস্ত্রে আর ও-সব পাতা-কাটার পাঁতি নেই কাকা। ও সবই তোমাদের হাতে-গড়া।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "হাতে-গড়া যে, সে ঠিক কথা; কিন্তু ওর মানে আছে মা! শাস্ত্রই বল, আর দেশাচারই বল, অনেক চিস্তা করে, অনেক ভেবে তা দেশে প্রচলিত হয়েছে।"

বড় গিন্না বলিলেন, "এত রাত্রে আর শাস্ত্র-কথায় কাজ নেই, এখনই মেয়ে এসে তর্ক জুড়ে দেবে, রান্না-বাড়া বন্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী না, শাস্ত্র কা'ল হবে, এখন শীগ্ গির করে ভাত বেড়ে দে; তোর কাকার যে সারাদিন পেটে অন্ন পড়ে নাই।"

রায়াগরের বারান্দায় আলো দেখিয়া ও পিঁড়ি পাতিবার শব্দ শুনিয়া বড়গিয়ী বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছটো যা হয় মুখে দেও।" এই বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। হরেক্নঞ্চ বলিলেন, "বড় বৌ, তোমার জ্বর, তুমি আর যাচ্ছ কেন ? তুমি বোস।"

"দামান্ত একটু জ্বর, তার জন্ত কি হবে, চল।" এই

বলিয়া বড় বৌ রায়াখরের লৈকে ঘাইতে-যাইতে বলিলেন, "নীতল, বাবা, এইখানে একটু জলছড়া নিয়ে, পাতা নিয়ে বোস। লক্ষ্মী, বাইরে একটা আলো যে দিতে হবে।"

শীতল বলিল, "আর আলো লাগ্বে না, এমন চাঁদের আলো রয়েছে।"

"না, না, তা কি হয়।" এই বলিয়া বড় বৌ শয়নঘরে ফিরিয়া গেলেন এবং ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ ছিল, তাই আনিয়া দিলেন।

হরেক্ক রারাণরের বারানার আহার করিতে বসিলে ছোটবৌ বাহিরে শীতল ও নগার ভাত দিয়া গেলেন। বড়-বৌ বলিলেন, "শীতল, তাঁড়াতাড়িতে এত রাত্তিরে স্বধু মাছের ঝোল, আর ভাত। তোমাদের বড় কষ্ট হোলো। তা দেখ, কা'ল তোমরা এসে প্রসাদ পেয়ে বেও। তোমার মেয়েকেও সঙ্গে করে এন, বুঝলে।"

শীতল বলিল, "মা-ঠাকরুণ, আপনাদেরই ত থাচিও। এই ত বেশ থাওয়া হোলো, কা'ল আবার কেন গ"

"না, না, সে হবে না, কাল নিশ্চয়ই এস।"

নগা বলিল, "তা আদ্ব বৈ কি ! পিসিঠাকুরুণ, আর একটু ঝোল দেবে গো!"

লক্ষী থানিকটা ঝোল ও মাছ দিয়া গেল। হরেরুফ গর আরম্ভ করিতেই বড়কর্তা বলিলেন, "হরি, আর না, শোওগে, তোমার অবশিষ্ট গর কা'ল শোনা যাবে।"

গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। সারা গ্রামথানি থানাতলাস করিলেও কাহারও অন্তঃপুরে যথেই পরিমাণে কাঞ্চন মিলিত ना.— मकत्वरे गतीव। यारात्वत किक्षिप জिम्बा आह्य, তাহারা হুই বেলা হুই মুষ্টি থাইতে পার; আর যাহাদের সে সব কিছু নাই, তাহাদের কেমন করিয়া দিনপাত হয়, তাহা তাহারাই জানে: আর জানেন, যিনি তাহাদিগকে স্বষ্টি করিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। গ্রামে সাত আট ঘর ব্রাহ্মণ আছেন— সকলেই কুলীন; সকলেরই অবস্থা সমান। অল্ল ছ'দশজন বান্ধণ কায়ত্ত-সন্তান অল্লব্রিয়র লেখাপড়া শিখিয়া, কেহ বা বিদেশে চাকুরী করিতেছে: কেহ বা বাড়ীতে বসিয়া অন্ন-ধ্বংস করিতেছে: আর যাহা করিতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা বেশ জানেন। সহ-রের বাব্দিগের অবগতির জন্ম নিবেদন করিতেছি যে. এই মল্লসংখ্যক নিদ্নশ্ম। ব্ৰক পাড়ায় আড্ডা দেয়, অবৈতনিক যাত্রা ও থিয়েটারের দল করে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে; আর যাহা করে, তাহা শুনিয়া কাজ নাই।

এ-হেন কাঞ্চনপুর গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের বাস। তাঁহাদের কিছু জমাজমি আছে, পঁচিশ ত্রিশ ঘর যজমান আছে;

তাহাতেই এক রকম গ্রাসাচ্চাদন চলে। বড কর্ত্তা রামক্লফ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি আছে। কালে-ভদ্রে ব্যবস্থা-পাঁতি নিয়া কিঞ্চিং পাইমাও থাকেন। ছোট কর্তা হরেকুষ্ণ জমিজমা দেখেন, ঘরগৃহস্থালীর কাজকর্ম করেন। বাডীতে ছেলেপিলের মধ্যে বডকর্তার এক কন্সা লক্ষ্মী—বাপের আদরিণী, কাকার নয়নের মণি ও কাকীর ছায়াম্বরূপিনী, গৃহত্তের আনন্দ্রদায়িনী, পাড়া-প্রতিবেশীর চক্ষে সভাসতাই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী। এমন স্করপা, স্থশীলা মেয়ে কৌলীন্তে আট ঘাট-বাঁধা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দিন-ছনিয়ার মালিক বলিতে পারেন। অনেক পিতামাতা আদর করিয়া চক্ষুহীন স্ন্তানের প্রলোচন নামকরণ করিয়া থাকেন; অনেক মসীকৃষ্ণ পুরুষকে গোরাচাঁদ নামে অভিহিত হইতে দেখিয়াছি: কিন্তু বাঁহারা রামক্রম্ভ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের কভার লক্ষা নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই চকুমান ব্যক্তি.—লক্ষী প্রকৃতই লক্ষী; রূপেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী,--অদুষ্টে কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া, তাহা পুর্বেই বলিয়া রাখি-লাম। তাহা না হইলে এরূপ মেয়ে কি বাঞ্চালাদেশে রাটী-শ্রেণীর বরেণ্য কুলীন-গৃহে জন্মগ্রহণ করে ? তাহা না হইলে কি গরীব বান্ধালীর মেয়ে হইয়া, ফরিদপুর জেলার মধ্যে এই ক্ষুব্র কাঞ্চনপুর পল্লীতে কৌলীতোর বেড়া-জালের মধ্যে আটক পড়ে ৭ তাহা না হইলে এত সাধের মেয়েকে বিবাহ দিতে না পারিয়া পিতা, খুড়া গভীর মনঃকটে নিরাশ

হৃদয়ে ভবিতব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন?

মনে উঠিতেছে বছদিন পূর্বের একটা শোচনীয় দৃশ্য। তথন °এই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ লেথক কুড়ি-একুশ বৎসরের নবীন যুবক। এত দীর্ঘকালেও সে দুখের স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। দেই সময় ফরিদপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র গ্রামে একদিন একটা বিবাহ-সভায়-কথাটা ঠিক হইল না-কুমারী-বলিদান-সভায় তুর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত ছিলাম। একটা অশার্তিপর বৃদ্ধ বরের আসনে উপবিষ্ট। আমি ত তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিতে পারিতাম; এবং বিশিষ্ট নাড়ী-জ্ঞানসম্পন্ন কবিরাজ মহাশয়ও আমার ব্যবস্থার ক্রটী ধরিতে পারিতেন না ৮ সেই বুদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কুমারী নাম ঘুচাইবার জন্ম ৬০ বংসর হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম বর্ষ বয়স্কা দশটী কি এগারটী কুমারীকে সভাস্থ করা হইয়াছে। বাগ্যভাগু নাই, শছাধ্বনি নাই—কেবল রমন্ম-কণ্ঠের গভীর আর্ত্তনাদে পল্লীর গগন-পবন আকুল হইতেছিল! এখনও-এতকাল পরেও-যখনই সেই দুশ্রের কথা মনে হয়, তথনই সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সেই অস্থিচূর্ণকারী হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাই ! ভগবানকে প্রণাম করি. এখন এমন শোচনীয় কাণ্ডের কথা বড়-একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে একেবারেই এ কৌলীগু লোপ পায় নাই;—লোপ পাইলে বর্ত্তমান কাহিনী লিথিবার প্রয়োজন হইত না। এক কথা বলিতে বসিয়া আর এক কথা আসিয়া

পড়িয়াছে, — গল্প লিথিবার 'আর্ট' না জানার এই প্রধান দোষ! যাক, এখন বক্তব্য কাহিনীর অনুসরণ করা যাউক।

কাঞ্চনপুরে অনেকগুলি নিম্বর্মা যুবক ছিল। তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের কাহারও কাহারও কু-দৃ ि লক্ষীর উপর পতিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখীন হইতে পারে নাই। সকলেই বুঝিয়াছিল, এ মেয়ের শরীরে হস্তার্পণ করা, বা তাহাকে কোনপ্রকারে লুব্ধ করা অসাধ্য ব্যাপার। লন্মী গৃহকর্ম করিত; অবসর সময়ে হয় পিতার নিকট বসিয়া শাস্ত্রের কথা শুনিত, পিতার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিত; কথনও বা মা ও কাকীর সহিত গল্প করিত: বিশেষ আবশ্যক বাতীত কথনও বাড়ীর বাহির হইত না। বিবাহ সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিল। তাহার মনে কি হইত, তাহা ভগবানই জানেন : কিন্তু বাহিরে কোনপ্রকার চাঞ্চলা প্রকাশ করিত না। কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে যাহা অনেক সময়েই অপরি-হার্যা, তাহার জন্ম তঃথ করিয়া কি হইবে ? তাহাকে চির-জীবন কুমারী অবস্থাতেই যাপন করিতে হইবে, এ কণা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার জীবন যে পিতামাতার সেবাতেই অতিবাহন করিতে হইবে, বিধাতা যে তাহার অদৃষ্টে দাম্পতা-স্থভোগ লেথেন নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল,—গ্রামেও সে অনেক রমণীকে এই অনাদৃত জীবন অতি কপ্টে বহন করিতে দেখিয়াছে। বরঞ্চ তাহার সমশ্রেণীর

অন্তান্ত কুমারীর অপেক্ষা সে ভালই আছে। বাড়ীতে কেহই ত তাহাকে অনাদর করে না—সেই যে বাড়ীর একমাত্র সন্তান—পিতা ও পিতৃব্যের বড় আদরের আদরিণী! তাহাকে স্থথে রাথিবার জন্ত সকলেই সচেষ্ট। আর তাহার কুমারীজীবন ঘুচাইবার জন্ত পিতা, পিতৃব্য ত চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিয়া সে এই কুমারীজীবনই বরণ করিয়া লইয়াছিল।

মানুষ যাহা ভাবে, মানুষ নিজের জীবন যে পথে পরিচালিত করিবার জন্ম সলল করে, তাহা যদি সফল হইত,
তাহা হইলে পৃথিবীময় এত হাহাকার, এত আশা-ভঙ্গের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত না; এবং দীর্ঘাসে দিঙ্মগুল
পরিপূর্ণ হইত না; এত কাতর আবেদন শুনিতে হইত না।
আমরা মনে করি, ইহা করিব,—উহা করিব, কিন্তু অলক্ষেত্র
বিদয়া আমাদের ভাগ্য-বিধাতা আমাদের জন্ম যে পথ নির্দেশ
করিয়াছেন, তাহা হইতে এক পদও স্বেছ্রায় চলিবার যো নাই।
আমি স্থির করিলাম, উত্তর দিকে যাইব, কিন্তু কোন্ এক
অদ্শু শক্তিবলে আমার গতি পূর্ববাহিনী হইল। আমি মনে
করিলাম, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইব; কোথা হইতে নানা
জল্পাল, নানা উপদ্রব আসিয়া আমাকে ব্যতিবান্ত করিয়া
ফেলিল। কোন দিনই ত আমরা নিজের ইছ্রা-মত কার্য্য
করিতে পারি না। আমরা ভাবি এক, হইয়া বসে আর
এক। লক্ষীর জীবনেও তাহাই হইল। সে মনে করিল, দুর

হউক, বিবাহের চিন্তা আর সে করিবে না, স্থথের বাসনা ত্যাগ করিয়া পিতামাতার সেবা, সংসারের কাজকর্ম করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে। যাহার প্রতিবিধান তাহার সাধ্যায়ন্ত নয়, তাহার জন্ম হা হুতাশ করিয়া সে জীবন অশান্তিময়, ভারাক্রান্ত করিবে না; কিন্তু ভাগ্য-নিয়ন্তা তাহার জন্ম যে পথ স্থির করিয়া রাথিয়াছেন, তাহা সে কেমন করিয়া অতিক্রম করিবে পূ সেথানে ত তাহার দৃষ্টি চলে না; ভবিম্বতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাহার কথা ত কেহ তাহাকে বলিয়া দিতে পারে না;—এমন কেহ নাই, যিনি তাহাকে পূর্ব্বাহ্লে সাবধান করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে ত আর কথাই ছিল না। যে ভয়ানক বিপদ লক্ষ্মীকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহার সংবাদ কেহই তাহাকে দিতে পারে নাই,—মামুষের সে সাধ্য নাই।

প্রতিদিন যেমন রাত্রিতে গৃহকণ্ম শেষ করিয়া সকলে বিশ্রাম করেন, আজও তেমনি সকলে রাত্রি আটটার পরেই শ্যার গ্রহণ করিলেন। পল্লী অঞ্চলে সকাল সকালই সকলের বাড়ীরই কার্য্য শেষ হয়। রাত্রি ১০টার পরে অধিকাংশ পল্লীতেই জনমানবের সাড়া শব্দ থাকে না, সমস্ত গ্রামথানি নিদ্রার কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। শুধু জাগিয়া থাকে চোর, আর ক্রক্রিয়াসক্ত মানব-দেহধারী ইতর জীব।

সহরের বাড়ীঘর যেমন চারিদিকে আটকান থাকে, একটা কি হুইটী মাত্র প্রবেশ দার থাকে,—সেই দার বন্ধ করিয়া দিলেই বাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশলাভ তুঃসাধ্য হইয়া পড়ে,— পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বাড়ী তেমন আঁটাসাটা প্রায়ই থাকে না। গাঁহারা সম্পন্নব্যক্তি, তাঁহাদের বাড়ীঘর প্রাচীর-বেষ্টিত থাকে, এবং তাহাতে প্রবেশ করাও সহজসাধ্য নহে; কিন্তু গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে সদর অন্দর থাকিলেও এদিক ওদিক দিয়া অনায়াদেই বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। গরীব গৃহস্থেরা এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও তেমন অন্তভব করে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশম্দিগের বাড়ীও অনেকটা সেই রকম ছিল। বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ভিতরের প্রাঙ্গণে আসিতে হইলে একটা দ্বার অতিক্রম করিতে হইত; সেই দ্বার বন্ধ করিলেই যে অন্তঃপুর একেবারে আবন্ধ হইত,তাহা নহে; আনাচ-কানাচ দিয়া অনায়াদেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা যাইত।

ভিতর বাড়ীতে তিনথানি শয়নের ঘর। তাহার একথানিতে ছোট কর্ত্তা হরেকৃঞ্চ সন্ত্রীক থাকিতেন; আর একথানিতে এক পার্শ্বে বড় কর্ত্তা শয়ন পরিতেন, এবং দিতীয় বিছানায় লক্ষ্মী মায়ের কাছে থাকিত। অপর ঘর্রথানিতে কেহ শয়ন করিত না; জিনিষ-পত্র থাকিত। রাত্রিতে সেথানি চাবিবন্ধ থাকিত।

ইতিমধ্যে এক দিন রাত্রি যথন এগারটা কি বারটা, তথন লক্ষ্মী বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে গেল; বড় গিন্নীর তথন নিদ্রার ঘোর, তব্ও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মেয়ে বাহিরে গেল। সকলেই এমন ভাবে রাত্রিতে ছই একবার উঠিয়া থাকে।

প্রায় একযণ্টা পরে বড় গিন্নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকারের

মধ্যেই শ্যাপার্শ্বে হাত দিয়া দেখেন, লক্ষ্মী নাই। তিনি তথন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, লক্ষী অনেকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছে। দারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দার খোলা পডিয়া আছে। তিনি তথন শ্যাতাাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন: কোন কথাবার্তা না বলিয়া এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিলেন, ঘরের পশ্চাতে যাইয়াও দেখিলেন। বাজীর সংলগ্ন যে বাগান ছিল, সে দিকেও গেলেন: কিন্তু কোথাও ক্ষমীর সাডাশক পাইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে. লক্ষী হয় ত শৌচে গিয়াছে। পল্লীগ্রামে কাহারও বাডীতেই শৌচাগার বড়-একটা থাকে না: পুরুষেরা মাঠে যান, স্ত্রীলোকের বাড়ীর নিকটে বাগানে বা জঙ্গলে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষীর মা তাহাই মনে করিয়া বাগানের দিকে গিয়াছিলেন। জ্যোৎস্থ রাত্রি: চারিদিকই সমস্ত দেখা যাইতেছিল। তিনি যথন কোথাও লক্ষীর সাড়া পাইলেন না, তথন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাড়াতাড়ি গরের মধ্যে যাইয়া ডাকিলেন, "ওগো, একবার ওঠ ত ?"

এই অকস্মাৎ আহ্বানে বড় কর্তার বুম ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "কি ? ডাকছ কেন ?"

বড় গিন্ধী বলিলেন, "লক্ষ্মীকে যে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।" "সাঁা, বল কি ? লক্ষ্মী ? লক্ষ্মী কোথান গেল ? সে ত তোমার পাশেই শুয়ে ছিল।"

"আমার পাশেই গুয়ে ছিল। থানিকক্ষণ আগে দে উঠে

ত্মার খুলে বাহিরে গেল; এমন ত গিয়াই থাকে। আমার চোথের উপর ঘুম চেপে এসেছে, আমি একটু যেন সাড়া পেলাম, তারপরই ঘুমিয়ে গিয়েছি। এখন হঠাৎ জেগে দেখি, মেয়ে ত বিছানায় নেই। কতক্ষণ হোলো সে যে বাহিরে গেছে, তাও ত ঠিক বল্তে পারছি নে। তুমি ওঠ, একবার দেখ, মেয়ে কোথায় গেল।"

বড় কর্ত্তা এই কথা গুনিয়া এমন আড়প্ট হইয়া গেলেন যে, তথন কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; স্থধু বলিলেন, "তাই ত!"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তুমি আর এত রাত্রিতে কি করবে,কোথায় যাবে, কোথায় খোঁজ করবে। ঠাকুরপোকে ডেকে তুলি।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইতে উন্থত হইলে বড় কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ গিন্নি, চেঁচামেচি কোরো না; গোলমালে কাজ নেই। আস্তে আস্তে হরিকে ডেকে আন; তারপর পরামর্শ করা যাক্। তুমি সব দিক দেখেছ ত গিন্নি।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমি সব জান্বগা খুঁজে দেখে তারপর ত তোমাকে ডেকেছি।"

বড়কর্তা বলিলেন, "তা হলে আর দেরী কোরোনা; যাও হরিকে ডেকে আন। হা মা হর্গে, এ কি করলে মা।" বড় গিন্ধী হরেক্কফের ঘরের দাবার উঠিয়া ধীরে-ধীরে দ্বারে করাবাত করিলেন, কথা বলিবার বা ডাকিবার সাহস তাঁহার হইল না।

ভিতর হইতে হরেক্লফ বলিলেন, "কে ?"

বড় গিন্নী উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন সাড়াশন্ধ না পাইয়া হরেক্কঞ্চ নীরব হইলেন, মনে করিলেন তাঁহার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই আবার দ্বারে করাঘাতের শন্ধ হইল। হরেক্কঞ্চ তখন শ্যাত্যাগ করিয়া দ্বার খ্লিয়া দেখিলেন, বড় গিন্নী দ্বারের সন্মুখে দাড়াইয়া আছেন।

এত রাত্রিতে, এমন অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া হরেরুষ্ণ স্ভয়ে জিজ্ঞানা করিলেন, "বড় বৌ, তুমি এত রাত্রে ? কি—" তাঁহাকে আর কথা সমাপ্ত করিতে হইল না; বড় গিন্নী কাঁদিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, লক্ষ্মী?"

"লক্ষী! লক্ষীর কি অস্তথ করেছে ? তা, সেজন্তে তুমি এত ব্যস্ত হচ্চ কেন ? চল, দেখিগে কি অস্তথ হোলে। এই ত সন্ধার সময় সে বেশ ছিল, এরই মধ্যে কি হোলো।" বড় গিন্নী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুরপো, সর্বনাশ হয়েছে, লক্ষী ঘরে নেই।"

"লক্ষ্মী ঘরে নেই, তুমি কি বলছ বড় বৌ ? ঘরে নেই ত কোথায় গেল।"

"তা ত জানিনে ঠাকুরপো! একটু আগে হঠাৎ জেগে দেখি লক্ষ্মী আমার পাশে শুয়ে নেই; ঘরের ছয়ার খোলা পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে সব দিক খুঁজে দেখ্লাম, কোথাও তাকে পেলাম না। তাই তোমাকে ডাক্তে এসেছি। ঠাকুরপো, মেয়ে আমার কোথায় গেল ?"

হরেক্ষ বলিলেন, "দাদা উঠেছেন, তিনি শুনেছেন ?"
"তাঁকেই আগে ডেকেছি। তিনি তোমাকে ডাক্তে বললেন।"

হরেক্ষ বলিলেন, "চল, দাদার কাছে যাই। তুমি ত বাগানের দিক্টা ভাল করে দেখেছ বড় বৌ! পুকুরের থাটে গিয়েছিলে? মা আমার ত অভিমানে জলে ঝাঁপ দেয় নি।" এই বলিয়া তিনি যে ঘরে বড় কর্তা ছিলেন. সেই ঘরে গেলেন। দেখিলেন, তাঁহার দাদা মাথায় হাত দিয়া বদিয়া আছেন।

হরেক্ষ্ণকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "হরি, গুনেছ, লক্ষ্মীকে পাওয়া বাচ্ছে না।"

হরেক্ন সাহস দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না দাদা! বড় বৌ কি আর খুঁজতে পেরেছেন। লক্ষী হয় ৩ বাগানের দিকে গেছে, এথনই আসবে।" রামক্বঞ্চ বলিলেন, "না হরি, বড় গিল্পী যা বল্ছেন, তাতে মনে হর লক্ষ্মী একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা আগে ঘর থেকে বেরিয়েছে। এতক্ষণ সে বাইরে থাকবে কেন—আর এই রাত্রিতে।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "হয় ত পুকুরে গিয়েছে। আমি পুকুরের দিকটা আর বাগানটা ভাল করে দেখে আসি ।"

হরেক্ষ্ণ পুকুর বাগান প্রভৃতি স্থান অনুসন্ধান করিয়া দশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কৈ না, কোথাও ত লক্ষীকে দেখ্তে পেলাম না, কোন চিহ্নও ত পেলাম না। এথন কি করা যায় ?" হরেক্ষ্ণ হতাশভাবে ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

নীরব রজনী,—প্রকৃতি নীরব, গৃহের মধ্যে রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নীরবে শ্যায় উপবিষ্ট,—ধরাসনে তাঁহার স্লেহময়
কনিষ্ঠনাতা নীরব, দ্বারের পার্শ্বে বিসয়া লক্ষ্মীস্বরূপিনী বড় গিল্লী
নীরব,—তাঁহার পার্শ্বে করুণাময়ী ছোটবধ্ নীরব;—আকাশের
চক্রও নীরবে কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বাহিরে সকলেই নীরব;
কিন্তু এই নিশাথ সময়ে এই কয়টি মানবের হৃদয়ের মধ্যে বে
ভীবণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, তাহা যদি বাহির হইবার পথ পাইত,
তাহা হইলে গ্রামের গগন-পবন সেই আর্ত্তনাদে পূর্ণ ইইয়া যাইত।
যাহার জন্ম গভীর আর্ত্তনাদ—এই প্রাণ্যাতী হাহাকার, কোথায়
সে!

এই নীরব শোক-প্রবাচ হরেক্ষ্ণকে আকুল করিয়া তুলিল; তিনি অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না;— কাতরকঠে বলিলেন, "কি হবে দাদা?"

রামক্ষের হাদয় মথিত, পিষ্ট করিয়া শব্দ উঠিল, "কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ ভাই হরেক্নফ। আর কি হবে ? কাল স্কালে जानाजानि ट्रांत कांक्षनभूत्रत तामकृष्ठ वत्नाभाषात्रत क्या, ञ्दाकृष्ध वत्मााभाषाद्यत जाजूष्यूजी कुनजानिनी स्टेग्नाह्य। আত্মীয়ম্বজন, দশগ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে; কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হবে। আরও কি হবে, শুনবে ভাই 🗸 এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে দেশে বাস করা অসম্ভব হবে। তোমাদের হাত ধরে আমার এই সাত পুরুষের ভিটে ছেডে দেশান্তরে, —যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, আমাদের পরিচয় জানে না.—সেইখানে চলে যেতে হবে। তারপর উদরান্নের জন্ম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। আরও শুনবে ভাই।—তার পরে ভগ্নসদয়ে তুমি আমি নরকে চলে যাব: -- নরকেই যেতে হবে ভাই:--এমন কুলতাাগিনী মেয়ের যে জন্মদাতা, নরক ছাড়া তার অন্ত গতি নেই। তারপর ঐ হুটী হতভাগী বিধবা দ্বারে-গারে ভিক্ষা করে জীবনপাত করবে। এমনই করে বংশ লোপ হয়ে যাবে। আর কি হবে ?"

হরেরুঞ্জ আর সহ্ন করিতে পারিলেন না; তীব্র কঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, দাদা, তা হতেই পারে না। আপনাকে বল্ছি, মা আমার কুলত্যাগিনী হয় নাই। এ কথা প্রাণ থাক্তে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। সে হতেই পারে না। লক্ষ্মী কলত্যাগ করবে, লক্ষ্মী চলে যাবে, আমাদের কুলে কালী দেবে, এ হতেই পারে না। আপনি ভূল কর্ছেন দাদা ?"

"ভূল তা হলে ভেঙ্গে দাও ভাই! বল, সে ভট্টাচার্ঘ্য-দের পুকুরে ভূবে আত্মহত্যা করেছে; বল, তার মৃতদেহ পুকুরের জলে ভেসে উঠেছে। বল, সেই কথাই বল।"

"আমি তাই ভাবছি দাদা!"

"বেশ, তাই ভাব—তাই ভেবেই তোমার প্রান্ত মনকে প্রবোধ
দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভাই, কি ত্বঃথে লক্ষ্মী, আমার বড়
মেহের কন্সা লক্ষ্মী, তোমার আদরিণী লক্ষ্মী, মা-খুড়ীমার নয়নের
মণি লক্ষ্মী, কোন ত্বঃথে আত্মহত্যা করবে ?"

"কোন্ ছঃথে? কুলীনের মেয়ের জীবনই ত ছঃথের দাদা! লক্ষ্মী বাপমায়ের মেহ পেয়েছে, সংসারে তার থাওয়াপরার অভাব হয় নাই, কেন্ত এই কি নারীজীবনের সব। এরই জন্ত কি ভগবান তাকে স্বষ্টি করেছন। তার প্রাণ কি আর কিছুই চায় না দাদা? আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি পণ্ডিত। মেয়ের জীবনে কি আর সাধ-আহলাদ নেই ? আর কি কোন বাসনা নেই ?"

"আছে ভাই, আছে। সেই বাসনা পূর্ণ করবার জন্মই সে বাপ-মায়ের দিকে চেয়ে দেখ্লে না;—বংশ-গরিমার দিকে চাইল না। প্রবৃত্তি তাকে বে দিকে নিয়ে যেতে চাইল, সেইদিকে সে চলে গেল। না ভাই, বুথা কথা ভেবে মনকে প্রবোধ দিও না। তা হতে পারে না, তা হয় নাই, সে কথা ভেব না। মন দৃঢ় কর, লক্ষীর কথা ভূলে যাও ভাই। মনে কর আমার কেউ নেই। মা হুর্গতিনাশিনি, এ কি করলে মা ?"

"আপনি যাই বলুন দাদা, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পার ছ নে। লক্ষ্মী কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না—কিছ,তই না। আজ সতরো বছর তাকে দেখে আস্ছি, একদিন আধ দিন নয়---সতরো বছর তাকে কোলে করে মানুষ করেছি। সে এমন হতেই পারে না। আপনি ও-কথা মনেও স্থান দেবেন না। না, না, সে কিছুতেই সম্ভব নয়-কিছুতেই না। আপনারা চপ করে থাকুন। গোল্মাল করে লোক জানাজানি করবেন না। আমি একবার ভাল করে থঁজে দেথে আসি। সারারাত্রি খঁজে দেখ্ব--বন-জগল খুঁজে দেখব। তারপর যা হয় হবে; যে বোঝা বইতে হয় বইব। বড বৌ. লগ্ঠনটা জেলে দাও ত ? किंग ना वर्ष हो। नकी आभारमत एहरकु व्यक्त भारत ना। পুবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মী কুলত্যাগিনী হতে পারে না,—তোমার মত সতীমায়ের মেয়ে কিছুতেই কুপথে যেতে পারে না বড় বৌ । এ আমার স্থির বিশ্বাস। তোমরা কিছু ভেব না। 'আমার মন বল্ছে, কিছু একটা হুর্ঘটনা হয়েছে। আমি যাই, আর বিলম্ব করব না। রাতও বোধ হয় আর বেশী নেই। আমি যতক্ষণ কিরে না আসি, তোমরা কিছু কোৱো না।"

ছোটবৌ ইতিমধোই লঠন জালিয়া আনিয়াছিল। হরেক্বঞ্চ যথন বাহির হইবেন, তথন রামক্বঞ্চ বলিলেন, "ভাই হরি, কেন আর কপ্ত করবে ? বা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন অনর্থক পথে-পথে ঘূরে কি হবে ?" হরেক্নঞ্চ বলিলেন, "না দাদা, আমি একবার চারিদিকে সন্ধান না নিয়ে থাকতে পারছি নে।"

হরেক্বঞ্চ বাড়ীর বাহির হইলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া, তাঁহার চিস্তা হইল, এখন কোন্দিকে যাই। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, সব দিকই ত আছে। কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিব।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, পুকুরটা আর একবার ভাল করিয়া দেখা যাক্। তথন তিনি ভট্টাচার্যাদিগের পুকুরের দিকে গেলেন। লগুন ধরিয়া অনেকক্ষণ পুকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জলে সামান্ত একটু চাঞ্চলাও তিনি দেখিতে পাইলেন না; পুকুরের চারিপাশ বিশেষ মনোযোগের সহিত ঘুরিয়া দেখি-লেন; কোথাও পায়ের দাগ, ঘাসপাতার অপসারণের কোন চিছ্ই দেখিলেন না।

পুক্ষরিণীর তীর তাাগ করিয়া তিনি পুনরায় রাস্তার উঠিলেন।
একবার মনে হইল গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে বাগানগুলি আছে,
সেই দিকেই যান; পরক্ষণেই ভাবিলেন, দক্ষিণ দিকের মাঠটাই
একবার দেখিয়া আসি, তাহার পর বাগানের দিকে যাওয়া
যাইবে।

রাস্তার পার্শেই ভট্টাচার্যা মহাশয়দিগের বাড়ী। বাহিরের বরথানি একেবারে রাস্তার ধারে। হরেরুফ যথন সেই বাড়ীর সন্মথে আসিলেন, তথন সেই ঘরের বারান্দা হইতে শব্দ হইল, "কে যায় ?"

বৃদ্ধ মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বাহিরের ঘরেই থাকিতেন। এ স্বর তাঁহারই। হরেরুঞ্চ বলিলেন, "আজ্ঞা, আমি হরেরুঞ্চ, কাকা মশাই।"

"হরেক্ষণ, তা বাবা এত রাত্রে কোথায় যাচছ ? বাড়ীতে কি কারও অস্ত্রথ-বিস্লুখ হয়েছে।"

হরেরুঞ্চ মহা বিপদে পড়িলেন; বৃদ্ধের প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, সহসা ভাবিয়া পাইলেন না। মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই বলিলেন, "এই রাঙ্গা গাইটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়া গিয়েছে, কাকা মশাই! গোয়ালে শব্দ শুনে উঠে দেখি, রাঙ্গা গাইটা নেই। কার ক্ষেত্রের ধান থাবে, কে হয় ত খোয়াড়ে দেবে, না হয় বেঁধে রাখবে; তাই সেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আপনি এখনও জেগে কাকা মশাই।"

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আরে বাবা, আমার কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেঁন ? আমার কি রান্তিরে ঘুম আছে, উঠ-বস করেই রাত কাটে। এই একটু তন্ত্রার মত হয়েছিল, আর অমনি জেগে উঠেছি। তা যাও বাবা, দেখগে গরুটা কোথায় গেল। আজকালকার দিনে গরু পোষাও এক হালামা হয়েছে।"

হরেরুঞ্চ আর বাকাবায় না করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্রাম ছাড়িয়া একেবারে মাঠের রাস্তায় পড়িলেন। কোথাও জনমানবের সম্পর্ক নাই। এত রাত্রিতে মাঠে কে থাকিবে। হরেরুঞ্চ একবার মনে করিলেন, এ দিকে আর অগ্রসর হইয়া কি হইবে, গ্রামে ফিরিয়া বাগানের দিকেই যাই। আবার মনে করিলেন, এতদুরই যথন আসিয়াছি, আরও একটু আগাইয়া দেখি; এখনও ত রাত আছে। এই দিকেই আর একটু যাই।

একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু দূরে ছই তিনজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। হরেক্ষণ ইাকিলেন, "কে ওখানে ?"

তাঁহার ডাক শুনিয়াই লোক কয়েকটা মাঠের মধ্য দিয়া অপর দিকে দৌজিল। হরেক্ষের মনে সন্দেহ হইল। তিনি তথন, যেথানে লোক কয়েকটা দাঁড়াইয়ছিল, সেই অভিমুখে দৌজিলেন। অধিকদ্র যাইতে হইল না—একটু যাইয়াই দেখিলেন, কাহার দেহ মাঠের মধ্যে পজিয়া আছে। হরেক্ষ নিকটে যাইয়া দেখেন, লক্ষ্মী অচৈতভ্য অবস্থায় পজিয়া আছে।

তিনি তথন লক্ষীর পার্ষে বসিয়া তাহার নাকের নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিঃখাস বহিতেছে; নাড়া পরীক্ষা করিলেন —নাড়ীর গতি আছে। ডাকিলেন, "লক্ষী, মা আমার!"

উত্তর নাই,—ব্ঝিলেন, লক্ষী মূঞ্িতা। আর বিলম্ করা চলেনা।

হরেক্বঞ্চ তথন লণ্ঠনটা নিবাইরা সেথানে রাথিয়া দিলেন,—
আলো দেথিয়া পাছে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়;—আলো
লইয়া যাইবারও উপায় ছিল না। লক্ষ্মীর অচৈতন্ত দেহ
স্কন্ধের উপর ফেলিয়া হরেক্ষণ্ড গ্রামের দিকে দৌড়িলেন।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ীতে পৌছিয়া লক্ষীর অচেতন দেহ বারান্দায় শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এই নেও বড় বৌ, তোমার লক্ষী। শিগ্ণীর জল নিয়ে এস, বাতাদ কর। লক্ষী অচেতন হইয়াছে।"

সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টায় লক্ষ্মীর জ্ঞান সঞ্চার় করিলেন। লক্ষ্মী চারিদিক চাহিয়া একবার অতি ক্ষ্মীণস্বরে বলিল, "মা গো।" তাহার পরই পুনরায় অচৈতন্ত হইয়া পড়িল। পর্বদিন প্রাত্তংকালে লক্ষ্মী সংজ্ঞালাভ করিল; কিন্তু তথন তাহার ভয়ানক জর। হরেক্বঞ্চ রাত্রিতেই সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাত্রির ঘটনা যেন ঘৃণাক্ষরেও কাহারও কর্ণগোচর না হয়, তাহা হইলে লোক-নিন্দার ত সীমাই থাকিবে না—তাঁহাদিগকে একঘরে হইতে হইবে। লক্ষ্মীর জর হইয়াছে, এই কথাই প্রকাশ থাকিবে। লক্ষ্মীকেও যেন এই ব্যাপার সম্বন্ধে কথন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা না হয়, এ বিষয়েও তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন।

এক দিন চলিয়া গেল, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হইল না।
জর যে ভয়ানক, এই জরে যে লক্ষার জীবন শেষ হইতে
পারে, ছই ভাই-ই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ডাক্তার
ডাকিলেই রোগের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাকে বলিতে হইবে, নতুবা গে
ঔষধে কোন ফলই হইবে না। কিন্তু প্রকৃত কথা ত প্রকাশ
করা কিছুতেই হইতে পারে না; বড় কর্তা বলিলেন, "মেয়ে
বিনা-চিকিৎসায় মারা যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু এ কলঙ্কের
কাহিনী প্রকাশ করিয়া সমাজে হেয় ও পতিত হইতে আমি
পারিব না।"

নিজেরাই যাহা ভাল মনে করিলেন, এবং যাহা জানিতেন, সেই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদিন করাই স্থির হইল। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর জরের : কথা শুনিয়া দেণিতে আসিলেন, এবং ডাক্তার ডাকিবার জন্ত প্রামর্শ দিলেন।

ছই নিন গেল জর কমিল না। এ অবস্থায় বিনা এচিকিংসায় মেয়েকে এমন ভাবে ফেলিয়া রাথা অকর্ত্তব্য বলিয়া নকলেই মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষীর মা বলিলেন, "তিন দিন দেখা যাক্, যদি জর না ছাড়ে, তা হলে কাজেই ডাক্তার দেখাতে হবে।"

ভগবানের রূপায় তৃতীয় দিনে লক্ষীর জর অনেকটা কম হইল, কিন্তু পেটে অসহু বেদনা। টোট্কা উবধে বিশেষ কোন ফল হইল না; প্রতিবেশিনী একজন জলপড়া জানিতেন, তাহা আনা হইল বটে, কিন্তু লক্ষীকে খাওয়ান হইল না; কারণ যে কারণে পেটে এমন অসহু বেদনা হইয়াছে, এ জলপড়ায় তাহার কি হইবে ? এ দিকে প্রকৃত চিকিৎসার পথও একেবারে বন্ধ। লক্ষী ভয়ানক কন্তু, পাইতে লাগিল। বাড়ীর সকলে অনন্তোপায় হইয়া তাহার এই কন্তু এই যাতনা দেখিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মনে যাহা আসিল, সেই প্রকার শুশুষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লক্ষীর অদ্তে গুরুতর কন্তু, গভীর বেদনা লেখা আছে; সে এ যন্ত্রণায় মরিবে কেন ? ছই-তিনদিন কন্তু পাইবার পর তাহার যন্ত্রণার লাঘ্য হইল; জরও ছাড়িয়া গেল। কিন্তু শরীর এমন গুর্বল ও অবসন্ন যে,

সে উঠিয়া বসিতে পারে না। পাঁচ দিনের অস্থ তাহাকে একেবারে মৃতকল্প করিয়া ফেলিয়াছিল।

লক্ষীর শরীরের জর ছাডিলে কি হয়, মনের জর যে ছাড়ে না; স্বধু ছাড়ে না নহে--সে জর যে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যে কয়দিন্দ্রশেষ অজ্ঞান হইয়া ছিল, সে কয়দিন তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছিল; তাহার হৃদয়ের জালা ত সে বুঝিতে পারে নাই। এখন জ্ঞান-সঞ্চারের পর হইতে তাহার স্কুরে যে তুষানল জ্বলিয়া উঠিল, কিছুতেই ত তাহা নির্বাপিত হয় ন।; পৃথিবীতে এমন চিকিৎসক নাই—এমন কোন ঔষধ নাই. যাহাতে তাহার জালা দূর করিতে পারে। এক চিকিৎসক যম: কিন্তু সে ত আসিয়াও ফিরিয়া গেল, তাহাকে লইয়া গেল না: আরও কপ্ত ভোগের জন্ম তাহাকে রাখিয়া গেল। দে বিছানার পড়িয়া স্বধুই ভাবে, কি অপরাধে আমার এমন কঠোর শাস্তি হইল ? এ জীবনে এমন কি পাপ করিয়াছি, তাহার ফলে এই নরকভোগ আমার অদৃষ্টে লিখিত হইয়াছিল ? যাহারা আমাকে লইয়া গেল, তাহারা মারিয়া ফেলিল না কেন ? তাহা হইলে ত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।"

এক একবার ভাবে, কে তাহারা, যাহারা তাহার এ সর্বনাশ করিল ? সে ত কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। অন্ধকার রাত্রিতে চোরের মত আসিয়া তাহার জীবনের যাহা সার রত্ন, তাহাই চুরী করিল। কে তাহারা ? ওগো দয়াময়, একবার বিলিয়া দেও, কে তাহারা ? বিধাতা, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ে

করিয়া জন্ম দিলে যদি প্রভূ, তবে কুৎসিত করিলে না কেন ? রূপ দিলে কেন দ্যাময় ? এই রূপই যে আমার কাল হইল। আমার যদি রূপ না থাকিত, আমি যদি কুৎসিত হইতাম, তাহা হইলে ত 'কেহ আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, আমার সর্বনাশের জন্ম এমন ষড়যন্ত্র,করিত না, আমার নারীজন্ম এমন ক্রিটা করিয়া দিত না। আমি ত কিছুই চাহি নাই। আমি ত বিবাহের জন্ত কাতর হই নাই। তোমরা বিশ্বাস কর—ওগো তোগরা বিশ্বাস কর—আমি দেবতা দাক্ষী করিয়া বলিতেছি.—আমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা-পিতার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যৌবনের চাঞ্চল্য ত একটুও অনুভব করি নাই ;—আমি কোন দিন স্বপ্নেও সে কথা ভাবি নাই ;—আমার হৃদয়ে ত কোন বাসনা জাগে নাই ;—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, আমি কথন কোন দিন কাহারও দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহি নাই। গ্রামের কত যুবক-কাহার নাম করিব-কত পাষণ্ড আমার দিকে লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু এক দিনের জন্ম,-এক মুহুর্ত্তের জন্যও আমি ত কাহারও দিকে আরুষ্ট হই নাই। আমি বেশ ছিলাম—আমি ঘর-সংসার লইয়া নীরবে জীবন-পাত করিবার জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি ত কোন দিন যৌবনকে আমল দিই নাই ;—সংসারের কাজকর্ম্ম করিতাম, অবসর সময় রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া, বাবার সঙ্গে নানা কথার আলোচনা করিয়া, নানা উপদেশ গ্রহণ করিয়া বেশ সচ্ছন্দে সময় কাটাইতে-ছিলাম। আমার বিবাহ দিতে না পারিয়া বাবা কাকা মনে কত

কষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সে কথা একদিনের জন্মও আমার মনে হয় নাই; —একদিনের জন্তও আমি দীর্ঘনিঃশাস ত্যাগ করি নাই। তবে আমার উপর এ গুরু দণ্ড, এ কঠিন বজাঘাত কেন হইল ? কে বলিয়া দিবে, কোন্ পাপের এ শান্তি ? আকি কুরারী নহ এথন আৰু কুমারী বলিয়া ত মনে করিতে পারিতে 🕏 না। আমি সধবাও নহি—আমি হয় ত বিধবাও নহি। তবে আমি কি ? আমি কিছুই নহি; আমি মানুষের বাহিরে গেলাম যে ! বারা কাকা... আমার জন্ত কি কষ্টই না নীরবে সহু করিতেছেন; মা আমার मर्खना विषक्ष. आमात्र मूर्यंत्र मिर्क ठाहित्व शास्त्रन ना : আমার স্নেহময়ী কাকীমা আমার কাছে বসিয়া কাঁদেন: পাছে কেহ আসিয়া পড়ে. ভয়ে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলেন। একটা সাম্বনার কথাও আমাকে বলেন না,-সবাই চুপ করিয়া গিয়াছেন। এমন করিয়া জীবন যাপন করা যে বডই কষ্টকর। কিন্তু কি করিব ? এক পথ.—-আত্মহত্যা করিয়া সকল মন্ত্রণার অবসান করা। আত্মহত্যা ? না, না—তাহা আমি পারিব না। সে যে মহাপাপ--সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি পাপে এই ফল ভোগ করিতেছি: তাহার উপর আবার আত্মহত্যা করিয়া আরও মহাপাপ সঞ্চয় করিব। না, তাহা পারিব না। এই যন্ত্রণা, এই অন্তর্জাহ নীরবে ভোগ করাই আমার অদৃষ্টলিপি। বাবা বলেন, 'মা লক্ষ্মী, একটু একটু শাস্ত্রালোচনা কর, শরীর মন ভাল হইবে।' তা পারি কৈ ? কিছুই যে ভাল লাগে না-কিছুতেই যে মন যায় না। আমার শরীর যে কলুষিত হইয়াছে—আমি যে এখন

কিছুরই অধিকারী নহি। মা তুর্গা, তুর্গতিনাশিনী, ইহার অধিক আমার আর কি হুর্গতি হইতে পারে মা ৷ এইবার হুর্গতি নাশ কর—আমাকে কোলে টানিয়া লও। আমার শ্রীর অপবিত্র হইয়াছে; কিন্তু তুমি ত জান মা। আমার দ্বার ত কলুষিত হয় নাই। এক একবার ঐ কথাই ত ভাবি—ঐ কথা ভাবিয়াই ত মনকে প্রবোধ দিতে চাই। ভাবি, দেহ কলুষিত হইয়াছে, তাতে কি ? আমার হৃদয়ে ত কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আমি ত কুমারী-ধর্ম স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিই নাই-স্ক্রানে ত আমি কিছু করি নাই। তবে ভাবি কেন ? আমি যেমন ছিলাম, তাই আছি। স্বপ্নের মত সে রাত্রির ঘটনা মনে করি না কেন ? কিন্তু, তা যে পারি না,—কিছুতেই পারি না—মন যে প্রবোধ মানে না। থাকিয়া থাকিয়াই মনে হয়—আমি ত সে আমি নই। কিছতেই যে সে কথা ভাবিতে পারি না-স্থপ্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। এমন কি কোন ঔষধ নাই. যাহাতে আমার জীরনের ঐ কাল রাত্রির সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া দিতে পারে। না, না, এ স্মৃতি মুছিবার নহে—ইহা আমার আমরণ দঙ্গী থাকিবে। কি যে কণ্ট পাইতেছি-কি নরক-যন্ত্রণা যে ভোগ করিতেছি, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব। কাহাকেও य विनव, रम्पथं आमात वस। रम मिरनत घटेना ख সকলে গোপন করিয়াছে; নতুবা কলঙ্কে যে দেশ ভরিয়া যাইবে। কেহ সে কথার উল্লেখ মাত্রও করে না, তাহার কারণ কি আর আমি ব্রিতে পারি না। বাবা যথন আমার বিছানার

পার্বে বিদিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে জিজাদ। করেন, 'মা লক্ষ্মী, কেমন আছ মা ?' তথন যে সেই স্নেহের স্পর্শে, সেই আদরের সম্বোধনে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, ইচ্ছা করে চীৎকার করিয়া বলি, 'বাবা, আমি তোমার লক্ষ্মী নই—আমি অলক্ষ্মী। কেন এমন পবিত্র নাম আমাকে দিয়াছিলে বাবা!' কিন্তু কিছুই বলিতে পারি না—আমার শোকসিন্ধু তথন উথলিয়া উঠে, আমি বালিসে মুখ চাপিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণা লুকাইতে চেষ্টা করি; বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া যান। মা, কাকী, কাকা, সকলেরই এ দশা। হায় ভগবান! এ কি করিলে? আমার মা যে একটি কথাও বলিতে পারেন না; আমার কাছে আসিলেই যে তাঁহার চোথ তুটী জলে ভরিয়া যায়। এ দৃশু যে আর দেখিতে পারি না!"

লক্ষী ক্রমেই তুর্বল হইয়া গড়িতেছে, দেখিয়া তাহার পিতামাতা, কাকা কাকী সকলেই বিশেষ বাস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন ভাবে বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিলে লক্ষী যে আর বাচিবে না—এ কথা বাড়ীর সকলে কেন, প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের কারণ যে মনে, তাহা বুঝিতে ঘরের কাহারও বাকী ছিল না। সে রোগের ঔষধ এক মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া আর কে দিতে পারেন? অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, ডাক্তার ডাকিয়া কাজ নাই, কবিরাজ দারাই একবার লক্ষীকে দেখান যাউক। ক্বিরাজ মহাশয়কে মোটাম্ট শরীরের ত্র্বলতার কথাই বলা হইবে, অন্ত কোন তথাই দেওয়া হইবে না; তাহাতে চিকিৎসা যতদুর হয় হউক।

গ্রামেই একজন কবিরাজ ছিলেন; তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ততটা ছিল না, কিন্তু বহুদিন চিকিৎসা করিয়া, অনেক রোগী দেখিয়া তাঁহার বহুদেশিতা জন্মিরাছিল। কবিরাজ মহাশার বয়সে প্রাচীন, নাম শ্রীবৃত্ত গঙ্গাধর কবি-চিন্তামণি। কাঞ্চনপুর ও নিকটবর্ত্তী ক্ষেকখানি গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে মণি কবিরাজ মশাই বলিত। ক্রেক্ফ এক দিন প্রাতঃকালে কবিরাজ মহাশ্যের বাড়ীতে

খাইয়া লক্ষার অস্থণের কথা বলিলেন। মণি কবিরাজ মশাই রোগের বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "পুরাতন জ্বর, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। আমি এখন আর যাইতে পারিব না, অপরাফ্রে যাইয়া ব্যবস্থা করিয়া আদিব।"

অপরাহ চারিটার সময় মণি কবিরাজ মশাই বন্দ্যোপাধ্যায়-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ পর্যান্ত লক্ষ্মীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন: তুই তিনবার দেখিলেন: তুই চারিটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুথের ভাব দেথিয়া বড কর্ত্তা ও হরেরুফা বেশ বুঝিতে পারিলেন, বহুদুর্শী কবিরাজ মহাশয় রোগ-নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন. "রামক্লফ দাদা, লক্ষ্মীর রোগ ত নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমাদের শাস্তের কোন লক্ষণের সঙ্গেই ত রোগ মিলিতেছে না। নাড়ীতে জরের কোন নিদর্শনই নাই: তবে নাড়ী একট হুর্বল, আর ত কিছুই দেখি না। মা লক্ষীও যা যা বলিল, তাহাতেও কোন কিনারা পাইলান না। এখন কি ব্যবস্থা করি, তাহাই ত বিষম সমস্থার কথা। কি করিতে কি করিয়া না বসি। আমি বলি কি রামক্লফ দাদা, ওষধপত্র কিছু দিয়া কাজ নাই। পথোর একটু বাবস্থা কর; পুষ্টিকর দ্রব্য থাইতে দেও; চলিতে-ফিরিতে বা কোন শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে দিও না। তাতেই হয় ত উপকার হইতে পারে। পাঁচ দাত দিন এই ভাবে চালাইয়া দেখা যাক। তাতে যদি কোন উপকার বোধ না হয়, তথন আবার দেখিয়া যাহা হয় করা যাইবে। তবে

একেবারে কিছু ঔষধ না দেওয়াও—তাই ত কি করা যায়।—
যাক্, এক কাজ কর। আমি সাত দিনের মত মকরধবজ দিয়া
যাইতেছি; স্বধু মধু অনুপান দিয়া প্রতাহ প্রাতঃকালে একটু
করিয়া দিও; তাতে শরীরে রক্তমঞ্চার হইবে, তুর্বলতাও হয়
ত দূর হইতে পারে। আপাততঃ এই রকমই চলুক্। কি বল ৫"

সাত দিন গেল; মকরধ্বজ ব্যবহারে কোন উপকারই দেখা গেল না, লক্ষ্মীর তুর্বলতা কমিল না। হরেরুষ্ণ পুনরায় মণি কবিরাজ মশাইয়ের নিকট গেলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হরেরুষ্ণ, রোগই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, ঔষধ কি দেব। রুথা ঔষধ দেওয়া ভামাদের শাস্ত্রের নিষেধ। রোগ বুঝিতে না পারিয়া আন্দাজী ঔষধ দিলে যদি বিপরীত ফল হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর জন্ত চিকিৎসক পাপগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আমি জানিয়া ভনিয়া এমন পাপের কার্য্য আর এ বয়সে করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে পারি য়ে, লক্ষ্মীর য়ে রোগই হইয়া থাকুক, তাহা সাংঘাতিক নহে; স্থতরাং তোমরা চিন্তিত হইও না। কিছুদিন দেখাই যাক্ না, অন্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না। তথন হয় ত রোগ স্থির করিলেও করা যাইতে পারে। আপাততঃ কিছুদিন কোন ঔষধই দিয়া কাজ নাই।"

তাহাই হইল। লক্ষ্মীর অবস্থা একই ভাবে রহিল, কোন উন্নতিও হইল না, বিশেষ অবনতিও তেমন দেখা গেল না।

এই ভাবে চারি মাদ অতীত হইল। লক্ষীর মা এই চারি মাদ পরে কিন্তু রোগ ধরিতে পারিলেন। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। সর্ব্ধনাশ হইয়াছে! এ রোগের কথা তিনি কেমন করিয়া তাঁহার স্বামী বা দেবরকে বলিবেন। কবিরাজ কি বুঝিয়াছেন, তিনিই জানেন; অথবা তিনি সত্যসত্যই রোগ ধরিতে পারেন নাই; কিন্তু লক্ষীর মা ঠিক রোগ ধরিয়াছেন;—লক্ষী গুর্ভবতী হইয়াছে; পুরুষে এ রোগের লক্ষণ সহজে ধরিতে পারেন।

বড় গিন্নীর মন্তকে বজাঘাত হইলেও তিনি এত বিচলিত হইতেন না। এখন উপায় ? জাতি গেল, মানসম্ভ্রম গেল, লোকের কাছে যে মুখ দেখান যাইবে না। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মুখে যে চূণ-কালী পড়িল। ছই তিন দিন বড় গিন্নী অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোন উপায়ই দেখিলেন না। অবশেষে তিনি আর চূপ থাকিতে পারিলেন না;—সকল দিক কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একদিন হরেক্ষণ্ডকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুরপো, জাত মান সব যে যায়।"

হরেক্স বড় গিন্নীর কথা কিছুই ব্ঝিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় বৌ, তুমি কাঁদ কেন? কি হয়েছে তাই বল ? জাত মান যায়—এ কথার ত কোন অর্থ ব্ঝিতে পারিলাম না।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব ঠাকুরপো। দর্জনাশ হয়েছে—সব গেল। তোমরা ত মেয়ের অস্থ কি, তা ঠিক করতে পার নাই; আমি বুঝেছি। লক্ষ্মী "অঁা, কি বল্ছ তুমি বড়বৌ! তুমি পাগল হ'লে না কি। তাও কি কখন হয়—এও কি সম্ভব।"

"ঠাকুর পো, আমার ভ্ল হয় নাই। আজ এই চার মাস আমি দিনরাত দেখে আসছি। আমি যা বল্ছি তাই ঠিক। লক্ষ্মী স্থপুই বলে আমার পেটের মধ্যে যেন কেমন করে। হতভাগী কিছুই ত বুঝতে পারে নাই। তুমি তার মুখের দিকে, তার চেহারার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তা হলেই জানতে পারবে।"

হরেরুঞ্চ যেন আকাশ হইতে ভূতলে পড়িলেন। কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চক্ষের সম্মুথে ঘুরিতে লাগিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "বড়বৌ, এখন উপায়! সতাই ত জাত মান সম্রম সব যায়, সমাজে যে মুখ দেখান যাইবে না। দাদাকে এ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব। প্রাণ থাকতে ত এমন ভয়ানক কথা আমি দাদাকে বলতে পারব না বড়বৌ! লক্ষ্মী বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারে নাই।"

হরেক্ষ বলিলেন, "আমার যে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছে। হায় মা তুর্গা, এ কি বিপদে ফেলিলে ? উদ্ধারের যে কোন উপায়ই দেখি না। এরূপ কথা শোনার চাইতে লক্ষ্মী সেই কাল রাত্রিতে মাঠের মধ্যে মরল না কেন ? তাকে খুঁজে আনতে গেলাম কেন ? তাকে ঘরে এনে বাঁচালাম কেন ? এখন যে সব যায় বড়বৌ, সব যায়।" এই বলিয়া হরেক্ষম্ব বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বড় গিল্পী তাঁহাকে সাস্ত্ৰনা দিয়া বলিলেন, "কাঁদলে কি হবে, ঠাকুর পো। আমি সারা দিনই কাঁদছি। এখন কি করা যায়, তাই ঠিক কর। কাঁদবার সময় অনেক পাবে—জীবন-কালই কাঁদতে হবে।"

হরেক্ষ বলিলেন, "এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তা আমরা কি করে বলব। তুমি দাদার কাছে সব কথা বল। তিনি যা বলবেন, তাই করা যাবে। আমি তাঁকে এ কথা কিছুতেই বলতে পারব না।"

বড় গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি আর করব, যথন গর্ভে মেয়ে ধরেছি তথন আমাকেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—আমিই বড় কর্ত্তাকে বলব।"

হরেক্ষণ বলিলেন, "কিন্তু বড়বৌ এ কথা ঠিক, লক্ষীর কোন অপরাধ নেই। তার অদৃষ্টের দোষ।"

বড়গিন্নী বলিলেন, "সে কথা কি আর আমি বুঝতে পারছিনে।
মেয়ে যদি ইচ্ছে করে কুপথে যেত, তা হ'লে তাকে কি ক্ষমা
করবার কথা তোমাকে আমি বলতাম। কিছুতেই না; কিন্তু
লক্ষ্মী ত কোন অপরাধই করে নাই; সেই জন্তই ত আমার
বুক ফেটে যাছে ঠাকুর-পো! হায় মা তুর্গা, এ কি করিলে
মা! আমার যে ঐ একমাত্র সন্তান। লক্ষ্মী যে আমার বড়
আদরের মেয়ে ঠাকুর-পো। তার অদৃত্তে এ কি হইল।" বড় গিন্নী
আর কথা বলিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে হরেক্নঞ্চ যথন শ্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন বড় কর্ত্তা বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। হরেক্নঞ্চকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন; বলিলেন, "হরি, ব্যাপার শুনেছ ত ?"

হরেকৃষ্ণ বৃঝিতে পারিলেন, পূর্ব রাত্রিতে বড় গিন্নী লক্ষীর কথা দাদাকে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "শুনেছি।"

"কি করা স্থির কর্লে?"

"আমি আর কি বলব; আপনি যে পরামর্শ দিবেন, তাই করা যাবে।"

বড় কর্তা বলিলেন, "শুনলাম, এই ঘটনায় তুমি বড়ই কাতর হয়েছ।"

বড় কর্তা যে ভাবে কথা কয়টা বলিলেন, তাহাতে হরেক্লফ্ট বড়ই আশ্চর্যা বোধ করিলেন। এমন গুরুতর ঘটনা—জাত মান সম্ভ্রম নিয়ে কথা, অথচ তাঁহার দাদা এ সংবাদে যে একটুও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার কথার ভাবে এবং তাঁহার আকার প্রকারে তিনি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এ দিকে তিনি কিন্তু এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই।

হত্তেক্লফ দাদার কথার কোন উত্তরই দিলেন না—তিনি আর কি বলিবেন—চুপ করিয়া থাকিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বড় কর্ত্তা বলিলেন, "হরি, তুমি ছেলেন্যান্ত্রষ; তাই এত কাতর হয়েছ। এতে কাতর হবার বা চিস্তা করবার বিশেষ কিছু নাই। তুমি আমাদের সমাজের অবস্থা জান না, তোমাকে সে সব কথন জান্তেও দিই নাই। এই বয়সে আমি ও-রকম ব্যাপার অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। তুমি ত শোন নাই, দেখ নাই, তোমার ভাতৃবধৃও অত-শত জানেন না; তাই তোমরা ভেবে আকুল হয়েছ। ভাই, আমাদের কুলীনের ঘরে এমন হয়ে থাকে: আর তার সহজ বাবস্থাও আছে। তুমি এক কাজ কর; ও-পাড়ার বিচ্ছা-মুচীকে ত জান; তার মাকে একবার ব'লে এস, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। তার পর যা হয়, সে আমি করব; তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।"

হরেরুঞ্জের বয়স ৩২ বৎসর। দশবৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়; দাদা ও পিসিমা তাঁহাকে মানুষ করেন। রামরুঞ্চ ছোট ভাইকে অতি যজে লালন-পালন করেন; নিজেই ব্যাকরণ কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান। ভাই যাহাতে কোন প্রকার কু-সংসর্গে মিশিতে না পারে, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া হরেরুঞ্চ অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াছিলেন; স্কৃতরাং দাদার কপার কোন ময়াই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

বড় কর্ত্তা রামক্লফের মুথের দিকে চাহিয়াই কথাটা বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন, "হরি, তুমি আমার কথা মোটেই বুঝতে পার নাই, তোমার মুথ দেথেই তা জানতে পারা যাচ্ছে। তুমি এতবড় হয়েছ, কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যে গোপনে কত কি হয়ে থাকে, তার থবরও তুমি রাথ না। আমিই তোমাকে সাবধানে রেথে সে সব জানতে দিই নাই। তাই তুমি আমার কথা শুনে অবাক্ হয়ে যাচছ। তোমাকে একটা কথা বলি; এই যে আমাদের কুলীনের ঘরের মেয়েরা কেহ বা চিরজীবন কুমারী থাকিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়; কাহারও বা নামমাত্র বিবাহ হয়; স্বামীর সহিত জীবনে হয় ত কাহারও দ্বিতীয়বার দেখাও হয় না; কাহারও বা সৌভাগ্যক্রমে জীবনের মধ্যে ছই চারিদিন দেখা হয়। এখন বল ত, এই সব মেয়েরা সকলেই কি পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে থাকে গাহা. এমন তুদশজন আছে, তারা দেবী, তারা প্রকৃতই ব্রন্ধচারিণী ভাবে নিঞ্চলম্ব চরিত্রে জীবন কাটাইয়া যায়, কিন্তু অপরের কি অবস্থা হয়, তা কি কথনও ভেবে দেখেছ ? কোন দিন কি সে-দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ে নাই ?"

হরেক্ষ বলিলেন, "আমি ত কাছাকেও কোন অস্তায় বাবহার করিতে দেখি নাই, বা শুনি নাই। আমার বিশ্বাস, পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার উরসে জন্মলাভ করিয়া, কোন ব্রাহ্মণ-কস্তাই কুপথে যেতে পারে না। অস্ততঃ আমাদেব গ্রামে ত এমন দেখি নাই, বা শুনি নাই।" বড় কর্তা বলিলেন, "দেখ নাই, সে তোমার সৌভাগা; আর শোন নাই, ভাল কথা; কিন্তু বড়ই ছুংথের কথা এই যে, যা দেখ নাই, বা শোন নাই, আজ তা দেখ্তে পেলে, আর আমি, তোমার দাদা হয়ে সেই কথা তোমাকে শোনাতে বাধ্য হলাম।"

হরেক্ষ বলিলেন, "আপনার একটু ভ্রম হয়েছে দাদা। আমা-দের লক্ষ্মী ত কুপথগামিনী হয় নাই; কি হয়েছে, তা ত আপনি জানেন।"

বড কর্ত্তা বলিলেন, "আমি লক্ষীর কথা বলছি না। বাডীতে যা দেখতে পেলে, তাতে লক্ষ্মীর কোন অপরাধ নেই। কিন্ত তোমাকে যদি দৃষ্টান্ত দেখাই, তা হলে তুমি ঘুণায় অধোবদন হবে ভাই। তা কাজ নেই; পরনিন্দা, পর-কুৎসা তোমার কাণে टिटल मिट ठारे ना। ं ठात এर कथा जिल्ल त्रथ (य, এर्ट কোলীগুপ্রথা যে কি বিষময় ফল দিচ্ছে, তা তুমি বেশ বুঝতে পারছ। যারা আজীবন কুমারী থাকে, বা যারা বিবাহিতা হয়েও কোন দিন স্বামী-সংসর্গ লাভ করতে পারে না তাদের মধ্যে সকলেই যে, নারীধর্ম,—সতীত্ব—রক্ষা করে চলতে পারে একগা মনেও কোরো না; রক্তমাংসের অত্যাচার থেকে যে সব মেয়ে এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছে, বা করতে পারে. তারা দেবী: তাদের সতীধর্মের কল্যাণেই আমরা এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু সকলেই কি তা পারে। পারে না, স্কুতরাং সমাজের মধ্যে থেকেই, ঘর-গৃহস্থালীর মধ্যে থেকেই কত কু-কার্য্যের অনুষ্ঠান

করে; আর আমরা আমাদের জাতি-মান-সম্ব্রম বাঁচাবার জন্ত দে সকল অমানবদনে সহ্ করি, গোপন করি। তার ফলে কত ক্রণহতাা হয়ে যায়। কলঙ্ক গোপন করবার জন্ত আর ত পথ নাই। এমনই ভাবেই আমাদের সমাজ চলে আস্ছেটি, তুমি ত এ সকলের সংবাদ রাথ না—এতকাল রাথতেও দিই নাই; কিন্তু ছরদৃষ্টক্রমে তোমাকে আজ এ সব কথা বল্তে হোলো। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি কাতর হয়েছ, আমি হই নাই। তুমি পথ জান না, আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। এখন বুঝেছ, কেন বিভার মাকে ডাক্তে বল্লাম। এ সব কাজ সে-ই করে থাকে। তাকে ডেকে আন্লেই সে সব ঠিক করে নেবে;—গোপনেই এ সব কাজ হয়ে থাকে। তোমার ভাতৃজায়াও তোমারই মত কি না, তাই তিনিও তোমারই মত আকুল হয়ে পড়লেন।"

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ ছাড়া কি আর পথ নেই ? এমনই করেই কি, এমন পাপের কাজ করেই কি এত কাল আমাদের সমাজ টিকে আছে ?"

"হাা, তাই আছে ভাই—, কিন্তু আর অধিক দিন টিক্বে না;
এ কঠোর কৌলিগুপ্রথার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; তুমি ঠিক বলেছ,
এত পাপ ধর্ম্মে সয় না। কিন্তু তা বলে উপায় নেই। সমাজের
এ দাসত্ব আমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারন্ধী শুনেছি, তথনহন্দ্রাক, অধর্মাচরণ কোরে হোক বংশ-ফেল্তে যদি চাও, তাতে
তার জগু আমরা দয়া মায়া স্নেহ্ন ভাল। বল, তুমি আমাকে

মেরে ফেলবার জন্ত বিষ এনেছ, আমি এখনই তা খাবো; কিন্তু অমন কাজ কোরো না মা। তোমার পায়ে ধরে বল্ছি, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত তোমরা এমন পাপের কাজে হাত দিও না। আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। তোমরা সমাজের ভয়ে আমাকে এ পাপ কাজ করতে বল্ছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু, আমি সমাজের ভয় করিনে। তোমরা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেও, আমাকে কোথাও ফেলে এস, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাব, সেও স্বীকার; কিন্তু এমন পাপের কাজ করতে পারব না, তোমাকেও করতে দেব না।"

মা বলিলেন, "লক্ষ্মী, ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে মা! তোমাকে কি আমি ছাড়তে পারি। আমার দিকে চেয়ে, তোমার বাপ-কাকার কথা মনে করে, আমার কথা শোন।"

লক্ষ্মী বলিল, "মা, আমি কা'ল সারা রাত ভেবেছি। আমার প্রতিজ্ঞা, এমন কাজ কিছুতেই করতে দেব না—কিছুতেই না। তুমি বাবাকে বল, কাকাকে বল; তাঁরা আমাকে ত্যাগ করুন, আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

মা বলিলেন, "তাতে কি ফল হবে, দেশে বিদেশে আত্মীয়বকু সকলের কাছে যে ওঁদের মাথা হেট হবে; জাত মান সব যাবে, লজ্জায় যে কেউ মুথ দেখাতে পারবে না; একঘরে হয়ে থাক্তে হবে। তার ফল কি হবে জান, কর্ত্তা তা হলে একদিনও বাঁচবেন না; আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে; তারপর তোমার কাকা কাকী চিরদিনের জন্ম দেশ ছেড়ে যাবেন, পথে পথে ভিক্ষা করে। এই কি তার ফল হবে না ?"

লক্ষী বলিল, "ফল যাই হোক মা, তোমরা এমন কাজ কোরো
'না। তোমাদের মান বাঁচাবার জন্ম আমি যে আত্মহত্যা করবার
জন্ম একদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু আর পাপ করব না;
তাই আত্মহত্যা করতে পারি নাই। আর এখন—এখন ত
কিছুতেই মরতে পারিনে মা।"

"তা হ'লে তুমি কি করতে চাও ?"

"তোমরা আর যা বল্বে, তাই আমি করব; যত কট স্বীকার করতে বল্বে, তাতেই আমি সম্মত; কিন্তু তোমরা এ পাপের কাজ করতে কিছুতেই পারবে না। যদি জোর করে আমাকে ওর্ধ থাওয়াতে চাও, তা হোলে তোমাদের মান সম্রম কিছুর দিকেই আমি চাইব না। আমি প্রকৃত কথা দশজনের কাছে বলে, তাদের আশ্রয় ভিক্ষা করব। তাতে তোমাদের যাহয় তাই হবে।"

মা বলিলেন, "তা হ'লে এই কথাই ওঁদের বলি গে।"

"হা, এই কথাই বল গে; বল গে যে তাঁদের অভাগী মেয়ে তাঁদের মান সম্রম নষ্ট করতে চায় না; তাঁরা কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা করুন।"

"আর বে উপায় নাই মা! তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?"

"কেন উপায় থাক্বে না। আমাকে বাড়ী থেকে কোন
রকমে স্থানাস্তরিত করে দেও, এত বড় পৃথিবীতে আমার স্থান

হবে, আমি ভিক্ষা করে থাব। তোমাদের কলঞ্চের কারণ হব না। হতভাগীর এ প্রার্থনা শোন মা! আমার মনে যে কি হচ্চে, আমার বুকের মধ্যে যে কেমন করছে, তা আমি প্রকাশ করতে পারছি নে মা! মা গো! তুমি আমাকে রক্ষা কর— আমাকে আর ভয়ানক পাপে ডুবিও না।"

বড় গিন্নী যথন দেখিলেন যে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিলেন না, তথন বলিলেন, "তা হলে কর্ত্তাদের কাছে বলি গে, তাঁরা যা ভাল মনে করবেন, তাই হবে।"

বড় গিন্নী তথন লক্ষীর অসাক্ষাতে হরেক্বফকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। হরেক্বফ আর এ কথার কি উত্তর দিবেন; তিনি দাদার নিকট যাইয়া বলিলেন, "দাদা, লক্ষী সব কথা জান্তে পেরেছে। সে কিছুতেই ঔষধ থেতে চায় না। সে বলে, তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা আমাদের লজ্জা নিবারণ করি।"

বড় কর্তা বলিলেন, "লক্ষীকে এ কথা জানানো ভাল হয় নাই।
সে যথন জান্তে পেরেছে, তথন এমন পাপ কার্য্যে সে কিছুতেই
সম্মতি দেবে না। সে শিক্ষা ত সে আমার কাছে কোন দিন পায়
নাই। সমাজের ভয়ে সে পাপকার্য্য কর্বে না—এমন ত্তরসে
তার ত জন্ম হয় নাই ভাই হরি! লক্ষী আমার যে সত্যসত্যই
লক্ষী!" বড় কর্ত্তা আর আঅসংবরণ করিতে পারিলেন না;—
এতদিন যে বেদনা তিনি গোপনে হৃদয়ে পোষণ করছিলেন, আজ্ব সে আঅপ্রকাশ করিল;—তাঁহার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া
গেল।

হরেক্ষ নীরব। তাঁহারও নয়ন অশ্রুপূর্ণ; তিনি কি বলি-বেন—বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

বঢ় কর্ত্তা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "শোন ভাই হরেক্বঞ্চ, একদিকে লক্ষ্মী, আর একদিকে সমাজ ;—এক দিকে অপত্য-মেহ, আর একদিকে সমাজের ভয় :—একদিকে আমার মা লক্ষী, আর একদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের যুগযুগাস্তরের মান-সম্ভ্রম, সামাজিক মর্যাদা। ইহার কোন্টী রক্ষা করিবে ভাবিয়া দেখ। তোমার উপরই ভার দিলাম;—বল, তুমিই বল। আমার লক্ষীর মুথের দিকে চাহিয়া মান-সম্ভ্রম, বংশগৌরব সমস্ত বিসর্জন দিয়া পিতৃপুরুষের এই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে চাও—ভিক্ষার অন্নে পরিবার প্রতিপালন করিতে চাও, বল,—তাহাই করি। আর যদি পিতৃপুরুষের নাম রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে দয়া মায়া, অপত্য-মেহ—সব বিসর্জন দিয়া, লক্ষীকে পথের ভিথারিণী করিয়া দাও—তাহাকে দূরদেশে ফেলিয়া ^{*}এস—বাড়ীতে আসিয়া তাহার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা কর;—তোমার সব বজায় থাকিবে। বল, কোনটা শ্রেয়:। কি তুমি করিতে চাও;—তোমার উপরই কর্তব্যের ভার দিলাম। হরেরুঞ, লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী, একমাত্র সস্তান! **মনে** করিলেও বুক ফাটিয়া যায় ভাই!" তিনি আর কথা विनाट शादिरान ना-वानरकत मठ अधीत इहेग्रा काँनिएड লাগিলেন।

रतकृष्ध नीवर-किश्वर्खवाविभृष्। छूटे ভाই-टे किছूकन

নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট অতীত হইয়া গেল।

অবশেষে হৃদয়ে অমানুষী বল সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়স্বরে বড় কর্তা বলিলেন, "হরি, তোমাকে কিছু স্থির করিতে হইবে না। আমিই মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। কি কর্ত্তব্য, আমিই বলিয়া দিতেছি। সম্ভান-স্নেহে মুগ্ধ হুইয়া আমি পিতৃপুরুষের গৌরব নষ্ট করিতে পারিব না ;—দে অধিকার তোমার আমার নাই। সমাজের কাছে আত্মবলি দিতেই হইবে-কাঞ্চনপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না ভাই! সমাজের চরণে কন্তা-বলিই দিতে হইবে। ভগবান রামচন্দ্র লোকাপবাদ-ভয়ে প্রাণ-প্রিয়া জানকীকে নির্মালচরিত্রা জানিয়াও বনে বিসর্জন দিয়াছিলেন. তাহা ত জ্বান। সেই হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই রামচন্দ্রের কথা মনে কবিয়া আমবাও আমাদের প্রাণ অপেকা প্রিয় এক-মাত্র কন্তাকে বনবাদে দিব—সমাজের ভয়ে—সমাজের মুখ চাহিয়াই এ কাজ করিতে হইবে। দয়া-মার্যা বিসর্জন দিতেই হইবে। সর্বান্থ ত্যাগ করিতে পারি, পিতৃপিতামহের দেশপূজ্য বংশে কলম্বারোপ করিতে পারি না। লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ ক্রিতেই হইবে। সে যথন সমাজের দিকে চাহিবে না, আমাদের মান-সম্ভ্রমের দিকে চাহিবে না. তথন তাহাকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত গতান্তর নাই। মনে করিও না ভাই, লক্ষ্মীকে আমি দোষ দিতেছি। সে যাহা বুঝিয়াছে, তাহা ঠিকই বুঝিয়াছে; পাপে লিপ্ত দে হইতে চাহে না। কিন্তু আমরা ত তাহা পারি

না ;—কিছুতেই পারি না। সমাজের ভয়ে লক্ষী পাপের প্রশ্রম্ব দিতে চাহিতেছে না, এজন্ম তাহার উপর রাগ করিতে পারি না —বরং তাহার প্রশংসাই করিতেছি; কিন্তু আমাদের হৃদরে ত সে দৃঢ়তা নাই—আমরা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারি না।"

এতক্ষণ পরে হরেক্ষ কথা বলিলেন, "তা হোলে আপনি এখন কি করতে বলেন ?"

"কি করতে বলি শুন্বে? আমি বলি ভ্রুণহত্যা করতে; কিন্তু সে যথন তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত, তথন কলিকাতায় লইয়া চিকিৎসা করাইবার কথা প্রকাশ করিয়া, তুমি ও ছোটবৌমা তাকে নিয়ে কোথাও চলে যাও—আমাদের আর নিয়ে যেতে চেয়ো না—সে আমরা তুইজন পারব না :—তোমাদেরই এ নৃশংস কাজ করতে হবে। তারপর—তারপর ভাই হরেক্নঞ্চ, আমার মা লক্ষ্মীকে যেণানে হয়, পথে বদিয়ে রেখে, তোমরা বাড়ীতে চলে এদ.—প্রকাশ করে দিও লক্ষী আমার মারা গিয়েছে। ইহা ছাড়া আর পথ নেই—ভাই পথ নেই। এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। ত্রেতাযুগে মহাপুরুষ লক্ষ্ণ ভাইয়ের আদেশে সীতাকে বনবাসে দিয়ে এসেছিলেন; আর কলিযুগে তুমিও আমার লক্ষ্মণ ভাই, তুমিও তারই পুনরাভিনয় কর। আমার এ আদেশ অমান্ত কোরো না। তা যদি না পার, বল, আমরা স্ত্রীপুরুষে বিষপানে আত্মহত্যা করি, তারপর যা তোমাদের মনে হয়—যা তোমাদের ধর্ম্মে বলে, তাই কোরো।"

হরেক্বঞ্চ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; এমন হৃদয়-

কীন প্রস্তাবে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "যে সমাজ-রক্ষার জন্ত, যে মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্ত এত গহিত কাজ করতে হবে, এত মিথ্যা, ছল, প্রবঞ্চনার আশ্রম নিতে হবে, দে সমাজ, সে মান-সম্ভ্রম কি এত স্পৃহণীয় দাদা।"

"হাঁ, স্পৃহণীয়। যতদিন সমাজে বাস করতে চাইবে, ততদিন এই সবই করতে হবে। তুমি একা এ কাজ করছ না, তোমার পূর্ব্বে অনেকে করেছেন,—এখনও কতজন করছেন।"

হরেক্লঞ্চ কাতর ভাবে বলিলেন "দাদা, অপরাধ নেবেন না। এতকালের মধ্যে কোন দিন আপনার অবাধ্য হই নাই; যথন যা আদেশ করেছেন, পালন করেছি। কোন দিন আপনি কোন অন্তায়, অনুচিত আদেশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আজ আপনার এ আদেশ আমার কাছে অন্তায়, অসঙ্গত,— যদি অপরাধ না নেন. তবে বলি—নশংস বলে মনে হচ্চে। এ আদেশ পালন করতে আমার মন অগ্রসর হচ্চে না। আপনি এতকাল আমাকে যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, যে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, যে কর্ত্তব্য পালন করবার জন্ম আদেশ করেছেন, আপনার আজ-কার আদেশের সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্য নাই। এমন কঠোর বিধান যে আপনার মত জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ দেবতার মুখ দিয়ে বের হবে, এ কথা আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আপনার সম্মুথে এত কথা আমি কোন দিন বলি নাই; কিন্তু আজ প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম। আমি আপনার এ আদেশ পালন করতে একেবারে অসমর্থ।"

"তা হলে ত্রাম কি করতে চাও ? তোমাকেই ত কর্ত্তব্য স্থির করতে অহুরোধ করেছিলাম ; তুমি ত কোন কথাই বল্তে পারলে না—কোন পথই দেখিয়ে দিতে পারলে না।"

হরেক্বঞ্চ বলিলেন, "এতকাল পরামর্শ শুনেই এসেছি, কোন দিন ত পরামর্শ দেবার সাহস বা স্পদ্ধী আমার হয় নাই দাদা!"

"কোন দিন ত এমন ঘটনাও উপস্থিত হয় নাই ভাই।" হরেক্ষম্ব বলিলেন, "আমি একটা কথা বল্তে চাই। আপনার বয়স

হইয়াছে, আমি বলি কি, আপনি বড়বৌ ও লক্ষ্মীকে নিয়ে কাশীবাস করতে যান। সংসার-ধর্ম ত অনেক করেছেন—এখন
কাশীতে যান। সেখানে অভাগীকে নিয়ে বাস করুন। সে বিদেশ,
সেখানে কে কার খোঁজ নেবে। সেখানে সমাজেরও ভয় নাই।
আপনি সেখানে গিয়ে বাস করুন। এদিকে যা করে গিয়েছেন,
তার থেকে আমি আপনাদের কাশীবাসের থরচ বেশ চালিয়ে
নিতে পারব।"

"তারপর।"

"তারপর লক্ষীর কথা বল্ছেন। লক্ষীকে পাপে ডুবিয়ে কাজ নেই। এই শেষ বয়সে এমন মহাপাতকভাগী আপনি হবেন না। এখনও সময় আছে।"

"তারপর"

"তারপর—তারপর লক্ষী যে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে, তা আমার বোধ হয় না। তার যে শরীরের অবস্থা, তাতে শেষ সময়ে খুব সম্ভব, তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তথন তাকে মা গঙ্গার কোলে ফেলে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।" "আর তা যদি না হয়।"

"যদি না হয়, তথন তার উপায় করা যাবে। সে জন্ম আপনি ভাববেন না। সে ভার আমার উপর রইল। সমাজের মুধ চেয়ে পাপের কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে আমি আপনাকে দেব না।"

বড় কর্ত্তা অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভাই হরেক্নফ, ভোমার পরামর্শ ই ঠিক। অভাগিনীকে নিয়ে আমিই বনবাদী হব। ভুমি কি মনে করছ ভাই, আমার হৃদয়ে দয়া মায়া নেই। লক্ষ্মী যে আমার কত আদরের, কত যভের ধন, তা কি তুমি জান না। সে যদি কুপথগামিনী হোত, স্বেচ্ছায় সে যদি পাপের পথে যেত, তা হলে তাকে আমি দুর করে দিতে পারতাম: কিন্তু তার ত কোন অপরাধ নেই। অসহায় বালিকা নিশ্চরই প্রাণপণে পাষগুদের হাত থেকে সাত্মরুষার চেষ্টা করেছিল। তারপর যা হবার, তাই হয়েছে আমি বুঝতে পারছি নে। লক্ষ্মীকে পরের পরামর্শ দিতে কি আমার বুক ফেটে যায় নি ভাই। কিন্তু কি করব—সমাজের দিকে চেয়ে সব সইতে প্রস্তুত হয়েছিলাম: অধর্ম কার্য্য করতে অগ্রসর হয়েছিলাম। এখন ভেবে দেখলাম, তোমার পরামর্শ ই ঠিক। আমি কাশীবাসীই হব-হতভাগিনী কন্তাকে বুকে করে আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণেই শরণ নেব। - তিনি ত অন্তর্যামী, তিনি ত সবই দেখতে পাচ্ছেন। আমার লক্ষ্মী যে

প্ৰহৃতই নন্মী, তা কি সেই সক্ষৰী তাঁরই উপর নির্ভর করব। আমি কি করতে পারি ? তুইভাই মিলে কি অসহায় হাং চিঙাং পাষগুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম ভাই। তাদের হাতে পড়ে লক্ষ্মী আমার যথন 'বাবা' বলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল. তথন কি দে কাতর আহ্বান শুনতে পেরেছিলাম। যাক সমাজ যাক সব---আমি লক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে পারব না। আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব—সমাজের বাইরে চলে যাব। তুমি ঠিক কথা বলেছ, তোমার উপদেশই ঠিক উপদেশ। ভাই হরেক্নঞ্চ, এত দিন তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, আমি মোহে অন্ধ হয়ে তা ভূলে গিয়েছিলাম। তুমি আজ তা আমাকে শ্বরণ করিয়ে দিলে— তোমার দানকৈ মহাপাতকের হাত থেকে রক্ষা করলে। আমার শিক্ষাদান রুথা হয় নাই। আশীর্কাদ করি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত এমনই ভাবে, যাহা ভাষ, যাহা সত্য, তাহার জন্ত তুমি যেন বীরের মত দাঁড়াতে পার, অঁখ্যায় আদেশ.—তা স্বয়ং গুরুদেব করলেও. দাদা ত সামান্ত মানুষ—তা অস্বীকার করবার মত মনের বল তোমার হয়েছে। এত কপ্টের মধ্যে এত বিপদের মধ্যেও এই কথা মনে করে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে, তা তোমাকে বলে উঠ্তে পারছি নে। বেশ, তুমি আয়োজন কর, ব্যবস্থা কর; দিন ক্ষণ আর দেথতে হবে না; যেথানে যা আছে, সবই তুমি জান। আরও যদি কিছু জানবার থাকে, জেনে নেও। সকলকে বল, আমি-এই শেষবয়সে কাশীবাসী হব।"

পরদিনই গ্রামের সকলে শুনিল বে, এীযুক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। প্রতিবেশী বৃদ্ধ
মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সংবাদ পাইবামাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; বড় কর্ত্তা ও হরেকৃষ্ণ তথন
বাড়ীতেই ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "রাম, শুনে বড় স্থনী হলাম যে, তুমি কাশী যাছে। অতি উত্তম সঙ্কল্প করেছ। আমাদের অদৃষ্টে ত নেই, আমাদের এই কাঞ্চনপুরের মাটী ধরেই থাক্তে হবে। অদৃষ্টে না থাক্লে কি হবে বল। এখনও অন্নচিস্তা গেল না। মনে করেছিলাম, ছোটটা বড় হোলো, যা হোক কিঞ্চিৎ লেখা-পড়াও শিখ্ল; তুপয়সা নিম্নে আস্বে, সংসারের ভার নেবে। সব আশাই বিফল হোলো। কাজকর্ম্ম কিছুই করবে না, স্থধু থাবে, বেড়াবে, আর বাব্গিরি করবে। আরে, সে বাব্গিরির পয়সা যে কোথা থেকে আস্বে, তা ত ভাবে না। কিছু বল্বারও যো নেই—জান ত রাম, তোমার জেঠীমার স্বভাব,—একটু কিছু বল্তে গেলেই তিনি একেবারে জলে ওঠেন, বলেন, 'সাতটী নম্ম পাঁচটী নয়, ছয়মেয়ের মধ্যে এ একটী মাত্র ছেলে, ওকে কিছু বল্তে

পারবে না', অমনি করেই ছেলেটার মাথা তিনি থেলেন। আর এই বুড়ো বয়সে কোথায় ঠাকুর-দেবতার নাম করব, তীর্থধর্ম করব,—না, অরচিস্তাতেই দিন কেটে যায়। তা তোমার ও-সব বালাই নেই; লক্ষণের মত ভাই, অমন ছেলে আমাদের এ অঞ্চলে নেই। তারপর ঐ একটা মেয়ে; একটা দেখেশুনে বিয়ে দিতে পারলেই আর চাই কি। তা বেশ সঙ্কর করেছ। এদিকে ত দেখলে, চেষ্টাও করলে, কোন স্থবিধে হোলো না। কাশীতে যাও, সেথানে দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর লক্ষীর শরীরও খারাপ হয়েছে; এখানে ত অনেক চিকিৎসাপত্র করলে; কিছুই হোলো না। স্থান-পরিবর্ত্তনে ওর শরীরও অমনিই সেরে যাবে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সেইজগুই ত কাকা আরও তাড়াতাড়ি করছি; নইলে আরও কিছুদিন পরেই যেতাম।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, না, ও সব সৎকার্য্যে কি দেরী করতে আছে। মনে যথন হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ যথন স্থমতি দিয়েছেন, তথন আর কালবিলম্ব করো না—শুভস্ত শীঘ্রম।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কাকা, হরেক্নফ ছেলেমান্নুষ; বয়স ৩২ বছর হলে কি হয়, এখনও ওকে আমি ছেলেমান্নুষ মনে করি। ওকে সর্বাণা দেখ্বেন; আপনার উপর ওর ভার দিয়ে গেলাম।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সেজগু তুমি ভেব না রাম, এই ত এতদিন দেখে আস্ছি, হরেরুফ্টই ত ইদানী সবই করছে। জমি-জমা দেখাশুনো, শিশ্বযজমান রক্ষা—সে সবই ত এখন হরেরুফ্টই করে; তুমি আর কত দেখতে পার। সে সব ঠিক হয়ে বাবে।
আমরা আছি; বিপদ-আপদে সবাই বুক দিয়ে পড়বে। তুমি ত
আর কিছুরই অসভাব রেখে যাচ্ছ না। যা জমিজমা আছে, তাতে
বেশ চলে যায়, তা ছাড়া যা শিশ্যযজমানও ত কম নেই;—
তোমার অভাব কি বল ?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সেই আশীর্কাদ করবেন, হরেক্লফ যেন সব চালিয়ে নিতে পারে। ঘরে ত আর হুশ পাঁচশ মজুত নেই; আপনাদের আশীর্কাদে কোন রকমে দিন চলে যায়, এইমাত্র।"

ভট্টাচার্য্য মহাশন্ন বলিলেন,"কাশীতে তোমাদের তিনটি মান্থবের খরচও ত নিতান্ত পক্ষে মাসে ত্রিশটাকার কম হবে না।"

হরেক্বঞ্চ বলিলেন "হাঁ, মাসে ত্রিশটাকা করেই পাঠিয়ে দেব স্থির করেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তা, সে আর বেশী কি ? তোমা-দের যে সব শিশ্য আছে, তাদের মধ্যে এমনও ছই চার জন আছেন, যারা আনন্দের সঙ্গে এই কাশীবাসের থরচ দিতে রাজী হবে। তুমি যে কাশী যাবার ইচ্ছে করেছ, এ সংবাদ শিশ্যদের জানানো উচিত।"

হরেক্বঞ্চ বলিলেন, "সে কথা আমিও ভেবেছি। আজই সকলকে চিঠি লিথ্ব; নইলে তারা মনে কন্ট করবে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সকলকেই একবার আস্তে লিখে দিও। যাবার সময় সকলকেই আশীর্কাদ করে যেতে হবে; তারা আমাকে বড়ই ভক্তি করে:" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি ত আর পেশাদার গুরুগিরি কর না; তুমি শিশুদের যথেষ্ট ভালবাস, তাদের মঙ্গলকামনা কর, তাই তারা তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। এখন যে সব গুরু দেখ্তে পাও, জান হরেরুষ্ণ, তারা লেথাপড়া জানে না, শাস্ত্রজ্ঞান ত মোটেই নেই, অনেকে এমম হুশ্চরিত্র যে, তাদের নাম মনে হলেও ঘুণা হয়; এদিকে শিশ্যের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের ফিকির খুব জানে। তাতেই ত এথানকার শিশুদের গুরুভক্তিও কমে যাছে। তুমি ত তেমন নও।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমি এ জীবনে কখন কোন শিশ্যের কাছে কিছু চাই নাই; যে যা দেয়, তাই হাসিম্থে নিই। এই সেবার গোলোক করের মাতৃশ্রাদ্ধে গেলাম। গোলোকের অবস্থা বেশ ভাল; খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করল। পুরোহিত ও অস্তাস্থ রান্ধণেরা এমন ব্যবহার করতে লাগল যে, দেথে আমার লজ্জা হোতে লাগল;—স্বধু দেও, আর দেও,—আর এটা ভাল হয় নাই, ওটা ভাল হয়, নাই, বলে বিরক্তি প্রকাশ। এতে শিশ্য-যজমানের আর ভক্তি থাকে কি করে ? এই পুরোহিত আবার এমনই নির্লজ্জ, যে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগ্ল, আমি যেন সব বেশী বেশী করে দিতে বলি। তা, কাকা, আপনার আশীর্কাদে অত লোভ আমার নেই; আমি বরঞ্চ তাদের নিরস্ত করতে লাগলাম। গোলোক যে ব্যান্ধণ পণ্ডিতদের এত দিল, পুরোহিতকে যথাতিরিক্ত দিল, তবু তাদের মন উঠল না। আর আমাকে যা দিল, আমি তাই যথেষ্ঠ বলে হাসিমুথে গ্রহণ করলাম।

দেখ, হরি, গোলোক করকে ভাল করে একথানা চিঠি লিখে দিও, সে যেন অবশু অবশু একবার দেখা করে যায়। তার উপর অনেক ভার দিয়ে যেতে হবে।"

ষধন এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, তথন আরও ছই চারি জন গ্রামস্থ লোক আদিলেন। স্বরূপ চক্রবর্তী বলিলেন, "রাম দাদা, তুমি সত্যই কাশী চল্লে। আর কিছু দিন পরে গেলেই হোতো। গ্রামের অবস্থা ত দেখ্ছ; তোমরা হুচারজন আছ, তাই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তা তুমি কি একেবারে বাস করবার জন্মই যাচ্ছ, না তীর্থ করেই ফিরে আস্বে। মেয়েটার বিবাহ শেষ করে একেবারে নিশ্চিস্ত হয়ে গেলেই পারতে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সে বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছে; তিনি যদি দমা করে স্থান দেন, তা হলে ঐ চরণ তলে পড়ে থাকব। মেয়ের বিয়ের ত কোন কিছুই করে উঠ্তে পারলাম না; তাই তাকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি; দেখি কাশীতে যদি কিছু করতে পারি।"

স্বরূপ বলিলেন, "তা হলে লক্ষীকেও দঙ্গে নিয়ে যাচছ; আমি মনে করেছিলাম, তাকে রেথে যাবে।"

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "একলা বৌমা কি করে যাবেন; মেয়েটা কাছে থাক্লে অনেক স্থবিধে হবে, আরাম ব্যারাম আছে ত।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "লক্ষীর শরীর বড় থারাপ হয়েছে, ডাব্রুণর কবিরাজ ত কিছুই করতে পারল না; তাঁরাই বল্লেন স্থান পরিবর্ত্তনে শরীর ভাল হতে পারে; সেই জন্মই দাদাকে তাড়া-তাড়ি কাশী যেতে হচ্ছে।"

कामी याउग्रांत वावञ्चा मकलारे अञ्चलामन कतिलन. ইহাতে হরেক্নফ স্বাচ্ছন্য বোধ করিলেন; প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে কাহারও মনে যে সামাগু সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নাই, ইহাতেই তিনি আশ্বন্ত হইলেন। তাহার পর প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরাও যে এ বিষয়ে কোন প্রকার বাদাত্রবাদ করিলেন না, ইহাও পরম সৌভাগ্য বলিয়া হরেরুফ নিশ্চিন্ত হইলেন। পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁহার তত ভয়ের কারণ ছিল না; কিন্তু পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বড সহজে,ভাল ভাবে কোন কথা গ্রহণ করেন না ; পাছে তাঁহারা লক্ষ্মীর অবস্থা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া এই হঠাৎ কাশী যাও-য়ার কথা লইয়। একটা আন্দোলন স্বষ্টি করিয়া বদেন এই ভয়ই হরেরুফের মনে প্রধান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না দেথিয়া তিনি আপাততঃ শান্তি বোধ করিলেন। তাহার পর:—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেক্ষ্ণ মনে মনে বলিলেন, "তাহার পর, যাহা অদৃষ্টে থাকে. তাহাই হইবে। হায় অভাগী লক্ষ্মী। কোন প্রাণে তোকে চিরদিনের জন্ম বিদায় দেব মা। বাবা বিশ্বনাথ। লক্ষ্মীকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর। তাকে যেন আবার ঘরে ফিরে আনতে পারি।" কিন্তু কেমন করিয়া সে আশা সফল হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াও তাঁহার হৃদকম্প হইল।

সেই দিনই শিশ্বদিগকে পত্র লেখা হইল; কাশী যাওয়ার দিন স্থিরও হইয়া গেল। তিন চারিদিন পরেই অনেক শিশ্ব আদিয়া

উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ বা কার্য্যাহুরোধে আসিতে না পারিয়া ত্র:থ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং যথাশক্তি প্রণামী পাঠাইরা দিলেন। যাঁহারা আদিলেন, তাঁহারাও যথেষ্ট প্রণামী দিলেন। গোলোক কর সংবাদ পাওয়ামাত্রই গুরু-পদ দর্শন করিবার জন্ম সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং আরও किছ्निन कांगी यां ७ या विकास विकास कांग्री कांग्री कि इति विकास कांग्री कांग्र বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আমারও বয়দ হয়েছে। এতদিন ত विषय निराये कांगानाम : এथन आमात्र अध्या त्य. वाकी कग्रेगा দিন কাশীতেই কাটাবো। কিন্তু আপাতত: যাওয়ার অনেক বিঘু। বিষয়-আশয়, কাজকর্ম্মের একটা বিলি-ব্যবস্থা করা ত চাই। ছেলে ছুইটীকে ত এতদিন যা হয় লেখাপড়া শিখালাম, এখন কিছুদিন কাছে বসিয়ে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে না গেলে, তারা কি এ-সকল রক্ষা করতে পারবে। আপনি আর বছর থানেক অপেক্ষা করুন: তা হলেই আমিও আপনার সঙ্গী হতে পারব এবং শেষ কালটা বিশ্বনাথ দর্শন করে, আর আপনাদের সেবা করে জীবন সার্থক করতে পারব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তা ত হয় না গোলোক ! মনে যথন বাসনা হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ যথন দয়া করেছেন, তথন আর বিলম্ব করা যায় না। কিছুই ত বলা যায় না, মন না মতি। কথন কি মন হয়, তা কি কেউ বলতে পারে।"

গোলোক বলিলেন, "দে কথা ঠিক বলেছেন ঠাকুর মহাশয়! তবে কি জানেন, ছোটঠাকুর মহাশয় ত আর এ সব ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। বিদেশে সেবার কট্ট হবে। আমরা যদি সঙ্গে থাকি, তা হলে সেবা যাতে হয়, তার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করতে পারতাম। এই যা আপত্তি।"

"না গোলোক, তুমি দে আপন্তি কোরো না। দেখ, তোমাকে বিশেষ করে আস্তে লিখেছিলাম কেন জান? আমার শিশুদের মধ্যে তুমিই ভগবানের আশীর্কাদে ভাগ্যবান হয়েছ। হরেরুক্ষ এখনও সংসারের কিছুই জানে না; দাদার আড়ালে থেকেই সে এতদিন কাটিয়েছে। তাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তুমি সর্কাদা তার উপর দৃষ্টি রেখো; বিপদ-আপদে মাথা দিয়ে দাঁড়িও; তার যাতে কোন কণ্ঠ না হয়, সে তোমাকেই দেখ্তে হবে। যাতে তার সব দিকে ভাল হয়, তা তোমাকেই করতে হবে। যাতে সব ভার বইতে পারে, তার উপযুক্ত তাকে করে দিতে হবে। আর—"

গোলোক বাধা দিয়া বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, এ সংসার ছোট-ঠাকুর মহাশয় একা বইবেন কি করে ? আমাকেও ত সংসারের কিছু ভার দিলে পারতেন।"

বড় কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার উপর যে গুরুতর ভার দিয়ে যাচ্ছি গোলোক! তোমার গুরুবংশের মান-সম্ভ্রম, ভরণ-পোষণ সমস্ত ভারই যে তোমার উপর রইল।"

"না, ঠাকুর মহাশয়, আপনি ত কোন ভারই আমাকে দিলেন না। এই ত এতকাল দেখে আস্ছি; কোন দিন ত এ কথা বল্তে শুন্লাম না, 'গোলোক, আমার এই অভাব হয়েছে, তুমি ভার ব্যবস্থা কর'। কৈ, এমন কথা ত এক বারও আপনি বলেন নাই। ছোটঠাকুর মহাশয় আপনারই ভাই। তিনিও কিছু বল্বেন না, বা জানাবেন না, এ আমি ঠিক জানি। সেবার আমার স্ত্রী এসে নৃতন একটা কোঠা করে দেবার জন্ত কত অমু-রোধ করলেন; আপনি বললেন, 'যা আছে, তাতেই বেশ চলে যাছে, আর কোঠা কেন? হরেরুস্কের ছেলেপিলে হলে যথন স্থানের অমুলন হবে, তথন করে দিও'। কেমন, এই ত আপনার কথা। তা হলে আর প্রকৃত ভার কি দিলেন। যাক্ সে কথা; আমি বলি কি, এই যাওয়ার যা থরচ—এটা ছোটঠাকুর মহাশয় দিতে পারবেন না, আমি দেব। আর মাসে-মাসে কাশীতে যে থরচ হবে, তাও আমাকে দেবার অমুমতি করে যান। ছোট-ঠাকুর মহাশয়ের উপর এত ভার চাপাবেন না।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "গোলোক, তুমি যা বল্ছ, সে তোমারই মত লোকের উপযুক্ত কথা; কিন্তু তোমাদের কল্যাণে, তোমাদেরই ভক্তির জোরে, হরেক্লফ্ট অনায়াসে এ সব করতে পারবে। তুমি ভেবে দেখ, আমরা চাকরী করি না;—তোমরা যা দেও, তাতেই চলে। হরেক্লফ্ট যা দেবে, সে কি তার টাকা, না সে তোমাদেরই দত্ত টাকা। তবে আর পৃথক করে দিতে চাইছ কেন ? এই এখনই ত বলেছি, হরেক্লফের উন্নতির ভারই তোমার উপর দিয়ে যাছিছ। পাথেয় দিতে চাইছ। আমার অন্ত শিশ্বরা এসেছিলেন, এই রামকুমার দত্ত, শিরোমণি বস্তু, রসিক পাল তোমারই পাশে বসে আছে। এদের অবস্থা তোমার মত না হ'লেও বেশ সচ্ছল।

এরাও আমার শিঘা; এরাও আমার ভার নেবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমি কাকে রেথে কার কাছে চাইব। তুমি বিশেষ সম্পন্ন, তাই তোমার উপর বড় ভার দিলাম; এরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, এরা প্রাণ দিয়ে হরেক্ষেওর কাজ করবে। এরা সবাই যে প্রণামী দিয়েছে, আরও দেবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তা কম নয়; ভাতে আমার পাথেয় কেন, অনেক দিনের থরচ চলে যাবে। স্বতরাং সেজন্ম তুমি বাস্ত হোয়ো না।"

গোলোক হরেক্ষ্ণর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোটঠাকুর মহাশয়, কাশীর খরচ মাসে কত ক্রে স্থির করলেন ?"

হরের্কণ্ণ বলিলেন, "মাসে ত্রিশটাকা হিসাবে দিতে হবে।"
গোলোক বলিলেন, "মাসে ত্রিশটাকা; তা হলে হোলো বছরে
তিনশত বাট টাকা;—ধরা বাক্, বছরে চারশত টাকা। দেখুন
ছোটঠাকুর মহাশর, মান্তবের শরীরের কথা বলা বার না। এই
মামি আছি, দশদিন পরেই হয় ত মারা বেতে পারি,কেমন ? তার
পর ছেলে-পিলেরা থাক্বে;—তাদের কার কেমন মতি হবে, তারই
বা ঠিকানা কি ? আমি বলি কি, আমি কালই বাড়ী গিয়ে ঠাকুর
মহাশরের তিন বছরের খরচ তিন-চেরে বারশত টাকা আপনার
কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি সেই টাকাটা ডাকঘরে জমা রাখ্বেন। তার থেকে মাসে-মাসে ঠাকুর মহাশয়ের খরচ পাঠিয়ে
দেবেন। তার বাড়া বা লাগ্বে, তা এই রামকুমার দা আছেন,
ঐ বোস মশাই আছেন, আরও অনেকে আছেন,—সকলকেই ত
আমি জানি,—এঁরা দেবেন। তাঁদের গুরুসেবা থেকে আমি বঞ্চিত

করব কেন ? আমার না হয় ছটো পয়সা আছে, কিন্তু ভব্তিতে এরা আমার চাইতে কম নন! কি বলেন ? দাদার দিকে চাইতে হবে না। ওঁকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্ছি। স্বগাঁয় গুরুঠাকুর (গোলোক তাঁহার উদ্দেশে করবোড়ে প্রণাম করিলেন) যথন ওঁকে নিয়ে আমাদের বাড়ী পদধূলি দিতেন, তথন উনি এই আঠারো উনিশ বছরের ছেলে; আমার বয়স তথন আর কত—এই তেইশ চব্বিশ। তথন থেকেই দেখে আস্ছি, ওঁর লোভ বলে কিছু নেই। আর এতকাল তাই দেখ্লাম। ঐ পায়ের ধ্লার জােরেই ত গোলাক কর পাচ টাকার মুহুরিগিরি থেকে এত বিষয়-আশয় করেছে। ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। উনি ত সব মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন; এখন আপনাতে-আমাতে কথা, কি বল রামকুমার দাদা।"

রামকুমার দত্ত বলিলেন, "সে ত ঠিক কথা।"

শিরোমণি বস্থ বলিলেন, "কর মশাই, ছোটঠাকুর আবার বড় ঠাকুর মশাইরের বাড়া। শুন্বেন ওঁর কীর্ক্তির কথা। এই বছর তিনেক আগে একবার উনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন। আমি মনে করলাম, কাল শুদ্ধ আছে, পুত্র-পুত্রবধূর মন্ত্র নেওয়াটা সেরে নিই। তারই আয়োজন করলাম! অবহা ত ভাল নয়; কোন রকমে কাজ শেষ করলাম। দিলাম অভি সামান্তই; এই থান-তের-চোদ্দ ছোট-বড়, অতি কম্ দামের কাপড়; বাসনপত্রও তেমনি; আর প্রণামী বৃঝি গোটা ত্রিশেক টাকা। উনি তাতেই মহা সম্বন্ধ। আরও অনেকের শুক্ত ত

(मध्येष्टि । अदत्र वावा, कि उज्ज, कि्डूहे जामित्र मन्न धदत्र ना । याक (म कथा। फित्रवात शर्व मिन त्राच्च वनालन, कान मकात्न আহারান্তেই যাত্রা করব। তাই ঠিক হোলো। সকালে সঙ্গের লোকটীকে জিনিষপত্ৰগুলো বঝিয়ে বেঁধে-ছে দৈ দিলাম। উনি প্রাত:কালে গ্রামের মধ্যে বেডাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন 'বোস দাদা, আজু আরু আমার যাওয়া হবে না, কাল খুব ভোৱে যাব।' শুনে আমি খুবই সম্ভষ্ট হলাম। বিকেল বেলা দেখি, সঙ্গের লোকটার মাধায় কাপড়ের মোট দিয়ে ঠাকুর বাইরে যাচ্ছেন। আমি বললাম 'ও ঠাকুর ভাই, এই না বললেন, का'न मकारन यारवा, ज्यावात्र এथनहे ना व'रन-करम्र रव हरनाइन।' উনি হেসেই বল্লেন 'না, যাচ্ছিনে, একটু বেড়িয়ে আসি।' আমি বলগাম 'বেডাতে যাবেন, তাতে কাপড়ের মোট সঙ্গে কেন ?' উনি বললেন 'একটু দরকার আছে।' দরকারটা কি, তাই দেখবার জন্ত আমিও সঙ্গ নিলাম। আমাদের গাঁরের পশ্চিম পাড়ায় অনেক ছঃমী লোকের বাস: তাদের ছঃখ-কষ্টের কথা ভনে এসেছিলেন। সেথানে গিয়ে করলেন কি, সকলকে ডেকে काश्र खाला विलिय मिलन: आत मक्न य होका हिल. मव मिस्न বাড়ী ফিরে এলেন। আমি ত অবাক।"

রসিক পাল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "উনি ব'লে নয়, এ বাড়ীর সবাই সমান। সেবার আমার ন্ত্রী এথানে এসেছিলেন। তিনি গিয়ে গল্প করলেন যে, বড়ঠাকুর মশাই ত কিছুই দেখেন না; ছোটঠাকুর মশাই আর বড় মা ঠাকরুণই সব করেন। যেমন ছোটঠাকুর মশাই, তেমনি মা ঠাকরুণ, আবার তেমনি মেয়েটা। ঘরে কিছু থাকবার যো নেই। আমার স্ত্রী বল্লেন, গরীব ছংথীর উপর তাঁদের কি দয়। ভাইতেই ত কিছুই জমে না, সব ধরচ হয়ে যায়।"

বড় কর্ত্তা সহাক্ষে বলিলেন, "জমে না কি রসিক। এই যে সব তোমরা জমেছ: তোমরা এক-একজন যে আমার লাখ-টাকার সম্পত্তি। আমি এর চাইতে বেশী কি জমাব। দরকার কি ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, হরেক্ষণ যেন এমনই করেই দিন কাটাতে পারে।"

গোলোক কর বলিলেন "তা হলে আমি সামান্ত যা কিছু এনেছি, তা আর ঠাকুর মশাইকে প্রণামী দেব না, অমনিই আশীর্কাদ নিয়ে যাব। আমি বড়-মাঠাকরুণকে, আর লক্ষ্মীকেই প্রণামী দিয়ে যাই।"

গোলোক কর এবং আরও ছই একজন বড় কর্ত্তার আশার্কাদ গ্রহণ করিয়া পরদিন চলিয়া গেলেন; ভূট তিনজন ঠাকুর মহাশরের যাত্রার দিন পর্যায় অপেকা করিয়া যাইবেন বলিলেন।

কাশী-যাত্রার দিন নিকট হইতে লাগিল। গোলোক কর বাড়াতে পৌছিয়াই বারশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। হরে-কৃষ্ণ তাহার মধ্য হইতে হাজার টাকা পোষ্টাফিলে জমা দিয়াছেন: বাকী হুইশত টাকা হাতে রাখিলেন: অভিপ্রায় এই যে, এই টাকাটা তিনি বড বৌষের হাতে গোপনে রাখিয়া দিবেন— বিদেশে হঠাং যদি কোন দরকার হয়, বা কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই টাকা কাজে লাগিতে পারে। অন্ত শিঘ্য-দের নিকট যাহা প্রণামী পাইয়াছিলেন, তাহাও হিসাব করিয়া দেখিলেন, নিতান্ত কম নহে-প্রায় সাডে তিন শত টাকা। হরেরুষ্ণ এই টাকা হইতে ছইশত টাকা গ্রামের রাঘব পোদারের দোকানে জুমা রাখিলেন—গোলোক করের টাকাটা সমস্তই দাদার থরচের জন্মই রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য। পোষ্ট-আফিস ताघव পোদ্দারের কাছে কিছু টাকা থাকিলে, যথন দরকার হইবে, তুলিয়া লওয়া সহজ। দাদার পথ-থরচের জন্ম দেড় শত টাকাই আপাতত: যথেষ্ট: - আর যদি কমই পড়ে. তাহা হইলেও বড়-বৌষের নিকট ত টাকা থাকিল।

এদিকে 'ইন্তার সমস্ত আয়োজনই চলিতে লাগিল। হরেক্ষণ দাদার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ছোটবধূকে করেক-দিনের জন্ত পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, তিনিও দাদার সঙ্গী হন। দাদাকে কাশী পৌছাইয়া দিয়া, সেথানকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার দাদা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; তিনি বলিলেন, "হরেক্ষণ, তুমি ত কথন ও-সব দেশে যাও নাই; তুমি আর বিশেষ কি সাহায্য করবে; বিশেষতঃ, বাড়ীতে নারায়ণ আছেন। অন্তের উপর তাঁহার সেবার ভার দিয়া যাওয়া আমি ভাল মনে করি না—সেবাপরাধ বড় গুরুতর অপরাধ।" স্বতরাং হরেক্ষণ্ডর দাদার সঙ্গী হওয়া হইল না। তিনি নিজের বৃদ্ধি-বিবেচনা মত দাদার যাহা কিছু দরকার হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বড় গিন্নী কেমন যেন হইয়া গেলেন; তাঁহার আর হাত-পা উঠে না; সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার কেমন একটা উদাসীন ভাব। এ যে তীর্থযাত্তা নহে,—এ যে বিশ্বনাথ দর্শলের বাসনা নহে,— এ যে বনবাস—এ যে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্তার চিরঞ্জীবনের জন্ত বিসর্জনের বাবস্তা, তাহা কি তিনি ভূলিতে পারেন দু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কোণায়, কোন্ নির্বান্ধব স্থানে যাইতেছেন;—সঙ্গে তাহার স্থথ-ছঃথের সঙ্গী, দক্ষিণ হস্ত হরেক্ষণ্ণ থাকিবেন না;— কেমন করিয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। ষাত্রার পূর্বাদিন রাত্রিতে ছোট বৌ লক্ষীর শ্বানাধ্যি আদিয়া বিদলেন। ছোট-বৌয়ের বয়দ এই একুশ বৎসর। লক্ষীকে তিনি প্রাণের আধক ভাল বাদিতেন। লক্ষী তাঁহার কল্যাস্থানায়া 'হইলেও বয়দের বিশেষ তারতমা না থাকায়, তুইজনে দখীর ভাবে এতকাল কাটাইয়াছেন। ছোটবধ্ বেশ লেখাপড়া জানিতেন; তাঁহার পিতা বিক্রমপুর অঞ্চলের একজন প্রধান অধাপক।

ছোট-বৌ লক্ষীর পার্ষে বসিয়া বলিলেন, "লক্ষী, আমাদের ছেড়ে চল্লে মা! এ জীবনে আর কি তোমাকে দেখ্তে পাব। তোমাদের ছেড়ে কি করে যে থাক্ব, তাই ভাবছি, আর কাল্ল। পাক্তে। এমন সর্বনাশ কে করলে? আমাদের এমন স্থবের সংসারে কে এ আগুন জেলে দিলে? আর কি কোন উপার ছিল না, মা-লক্ষী।"

লক্ষী বলিল, "কাকীমা, সবই ত তুমি জান; তোমার কাছে ত কিছুই গোপন করি নাই। বাবা কাকা যা করতে চেরে-ছিলেন, তাতে বাধা দিয়ে কি আমি অন্তায় কাজ করেছি কাকীমা ?"

"না, তুমি কোন অন্তায় কাজ কর নাই। কিন্তু সব যে গেল। তোমাকে যে জন্মের মত হারাতে হোলো।"

"এ ছাড়া আর পথ নেই। আমি অনেক ভেবেই এ পথ ধরেছি। শোন কাকীমা, মন খুলে কথা বল্বার লোক আর আমি পাব না; তুমিই আমার ব্যথা বোঝ কাকীমা, তোমাকেই

বলি। আমি এতদিন ধরে কত কথা ভেবেছি। দেখ, আমি আর কুমারী নই, সধবাও নই,—বিবাহ ত আমার হয় নাই,— অথচ আমার মনে হয় আমি বিধবা। আমি চির-জীবন এই বৈধবাই পালন করব। আমি কাহারও ধর্মপত্নী নই.—কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী নই। তুমি পণ্ডিতের মেয়ে, তুমি শাস্ত্র জান ;— তুমিই বল আমার অবস্থা কি ? আমি জেনে রেখেছি, আমি একজনের পত্নী অকি রাতির সামাত সময়ের জন্ত আমি একজনের काम-পত्नी रखिहनाम :-- रेष्हाम वह नारे-- मज्जात वह नारे-অজ্ঞান অবস্থায় একজনের কাম-পত্রীর কাছ আমাকে করতে হয়েছে। তাহার পরক্ষণেই আমি বিধবা হয়েছি। শাস্ত্রে কি বলে জানিনে; কিন্তু এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি চির-জীবন এই বৈধবা পালন করব :-- এ জীবনে আমি পরপুরুষের চিম্বা কোন দিন মনে আনি নাই ;—আর আনিবও না। আমার গর্ভে যে এসেছে, সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তাকে রক্ষা করতে আমি বাধা। যে ইহার জন্মদাতা, তাকে চিনতে পারি নাই—জানতে পারি নাই। কত জনের কথা মনে করেছি, —কতজনকে এই সন্থানের জন্মদাতা ব'লে সন্দেহ করে পাপ-ভাগিনী হয়েছি। কি করে চিন্ব বল কাকীমা।—তা, না চিন্লাম, না জানলাম, না পরিচয় পেলাম;—কিন্তু একরাতির क्य, - करब्रक चण्डा<u>त क्य कानि</u> ना, इय क क्याक मूहर्स्ट्र ্ভা, একজনের কান পদ্নী হয়েছিলাম, এ কথা ত ঠিক। অজ্ঞানেট हाक ना दकन, এक झरनंत्र कार्ष्ट्र छ पार्ट मिर्ट हराहिन। छात्रहे

ফুল এই সন্তান। তাকে আমি বধ করবার অধিকারী নই— কিছুতেই নয়। সেইজন্তই আমি লজ্জা-সরম ত্যাগ করে, এই পাপকার্য্যে সম্মতি দিই নাই। আমি ত কাকীমা, ধর্মাভ্রুই ইই নাই: আমি ত স্বেচ্ছায় কারও সেবা করি নাই:--আমি কামনা-বাসনার দাসীত্ব করি নাই। আমি কাকীমা, কলক্ষিনী নহি। সমাজ যা বলুক—লোকে যা বলুক, আমি ত আমার নারীধর্ম বিসর্জন দিই নাই:--আমার গর্ভের সম্ভান ত আমার কলক্ষের সাক্ষ্য নয় কাকীমা। আমি মনে-প্রাণে কাহারও ধর্মপত্নী নহি: এ জীবনে আমি আর সে বাসনা রাখি না। সেই রাত্রির পরেই আমি চির-বৈধবা-ত্রত গ্রহণ করেছি। আর তোমাকেই জিজাস। করি. সমাজ আমাকে কি বলে অপরাধিনী করতে পারে ১ হিংস্র জন্তুতে আমাকে আক্রমণ করে, আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছিল:---তাতে কে আমাকে অপরাধিনী করতে পারে ? আমি তথন অসহায়া,—আমার তথন আত্মরকার শক্তি-সামর্থ্য ছিল না,—আমি তথন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। ইহার মধ্যে আমার অপরাধ কোথায় ০ তবে তার জ্ঞ আমার উপর তোমরা কঠিন দণ্ড দিতে চাও কেন ? আমি সে দণ্ড মাথা পেতে নিতে যাব কেন? পূর্বজ্নের পাপের ফলে আমার আজ এই দশা হোলো। আবার তাকে বাডাতে যাব কেন্ সমাজের কথা বল্বে। তুমি সমাজের সকলকে ডেকে আন,—আমি মুক্তকও মামার কাহিনী তাঁদের কাছে বলতে পারি। তার পর, তাঁরা বিচার কর্মন। তারা বলুন, কোন থানে আমার অপরাধ ? তবে

আমি আরও পাপের বোঝা মাথার করতে যাব কেন ? আমি ত কোন পাপের কাজ করি নাই। দুও দিতে হয়, তাকে দেও, যে আমার জীবন এমন করে বিফল করে দিল। সেই জন্য আমি পাপকার্যো মত দিই নাই। যা থাকে আমার অদৃষ্টে, তাই হবে। তোমরা আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করছ, কর; এতে আমার কট্ট হচ্ছে বটে; তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাছে বটে; কিন্তু আমার একমাত্র সাস্থনা কাকীমা, আমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আর আশীর্মাদ কর, যেন আমি চির জীবন এই স্পর্দ্ধা নিয়ে কাটিয়ে যেতে পারি;—আমার নারীতের গর্মেই আমাকে বক্ষা করবে।"

ছোট-বৌ বলিলেন, "লক্ষ্মী, তোমার কথা সবই ঠিক—তুমি আমাদের সেই লক্ষ্মীই আছে। তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দিতে পারে, কার সাধা। সে সব কথাই মানি। কিন্তু সমাজের দিকে চাইলে, একটা কথা মনে হয়। মনে কর, যেথানেই থাক, তোমার যদি নির্কিন্নে প্রসব হয়; তার পর কি হবে ? ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে কি বলে পরিচয় দেবে ? তার ছ্রাগ্যের কথা কি ভেবেছ ? তোমার কোথায় স্থান হবে, তা কি ভেবেছ মা!"

লক্ষ্মী বলিল, "ছেলে হোক মেয়ে হোক, তার পিতৃ-পরিচয় থাক্বে না। সে পরিচয় দেবে—সে সতীমায়ের সস্তান—সে আজীবন ব্রহ্মচারিণীর সন্তান। আমি তার কাছে কিছু গোপন করব না। ইহার মধ্যে আমার কলঙ্কের কোন কথা নেই, যে

আসছে তারও কলম্বের কথা কিছু নেই। সমাজে এমন দেখা যায় না, বলবে; তাই সমাজ এ সব লুকিয়ে ফেলে; মহাপাতকের কাজ করে সমাজ সব ঠিক রাখতে চায়। আমি তা পারলাম না। ছল, প্রতারণা, পাপের কাজ রামকৃষ্ণ বাঁড় যোর মেয়ে করতে পারে না। সতী মায়ের গর্ভে আমার জন্ম কাকীমা। পাপকে, ছলনাকে, মিথাা-প্রবঞ্চনাকে আমি প্রাণের সঙ্গে ঘুণা করি। তারই জন্ম আমি সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিলাম। ভবিষ্যতে কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ ? সে ভাবনা আমি ভাবি না। আমি কি কোন দিন ভেবেছিলাম, আমার অদৃষ্টে এই হবে
প্রামাকে এমন করে তোমাদের ছেডে যেতে হবে ? কাকীমা, এতদিন বাবার কাছে বুপা উপদেশ পাই নাই.—এতদিন দেবতার মত কাকার কোলে বুণা মাসুষ হই নাই.-এতদিন ভোমাদের মত মা-কাকীমার স্নেহে বুথা বভ হই নাই। তোমাদেরই কাছে শিথেছি, উপরে একজন আছেন: দণ্ডও তিনি দেন, পুরস্কারও তিনি দেন। কার ব্যবস্থাকে করে কাকীমা। তোমাদের মেহের কোলেই ত ছিলাম: কিন্ত কৈ, যে দিন বন্মজন্তুর মত কে এদে, আমাকে তার পশু-প্রকৃতির কাছে বলি দিল, তথন ত কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারলে না। তাহয় নাকাকীমা। তাকোন দিনই হয় না। এই কয়দিনে আমি অনেক ভেবে এই বুঝেছি, এই ১৭ বছর বন্নসেই বেশ ব্ঝেছি, সকলই করেন সেই একজন। আমি তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করছি—তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করব। যিনি এই বিপদে

रफलाइन, जिनिरे जेकात कत्रावन: आत जात यम रेका रत. আরও বিপদে ফেল্বেন। রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় তিনি মারবেন। তুমি মনে করছ কাকীমা, আমি এত কথা শিথ লাম কোণা থেকে। আমি আজ্ এই কয়মাদে দশ' বছর বয়স বাডিয়ে ফেলেছি। আমি দিনরাত ভেবেছি। অনেক ভেবে-চিন্তে যা ব্ৰেছি, তাই আজু তোমাকে বল্লাম কাকীমা। আর হয় ত তোমার সঙ্গে দেখানা হতে পারে.—আর হয় ত তোমাকে কাকীমা বলে, তোমার কোলে মাথা রেখে সব শোক-তাপ ভূলে যেতে না পারি কাকীমা। কিন্তু ছেনে রেখে। যত বিপদ হোক, যত ছুগতি হোক, তোমাদের স্নেহের বলে আমি কাটিয়ে উঠব। আর যদি প্রাণ যায়, তথনও কাকীমা, তোমাদের কণাই—তোমাদের স্নেতের কথাই মনে করতে করতে জীবন বিসর্জ্জন করব। আমার মৃত্যু-সংবাদ ওনলে काकीमा, जुमि এक है हाथित कन किला! अनुष्टे तिहे, मः मात-ধর্ম করতে পেলাম না: কিন্তু আলিকাদ কোরো, আমি সাজ যে সাহসে বক বেঁধে অকুল সাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এই সাহস, এই নারীধন্মের তেজ যেন মরণ পর্যান্ত আমার সঙ্গে থাকে।"

ছোট-বৌ আর কথা বলিতে পারিলেন না; তিনি লক্ষীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। লক্ষীর মনে হইল, মা জগজ্জননী জগদ্ধাতী যেন স্নেহের অভেয় বন্দে তাহাকে আরত করিয়া দিল; তাঁহার কয়েক বিন্দু অঞ্চ লক্ষীর মন্তকে পড়িল:

—তাহার উত্তপ্ত মন্তক শীতল হইয়া গেল,—তাহার মন্তকে যেন শান্তিবারি ব্যিত হইল।

এই সময় বারানা হইতে অতি কোমল, কাতর স্বরে প্রশ্ন হইল, "মা লক্ষী, জেগে আছিদ্ মা !"

"काका।"

"হা মা" বলিয়া হরেক্ষণ বরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একপার্যে যাইয়া দাড়াইলেন।

হরেক্ষ্ণকে দেখিয়া লক্ষা দাড়াইতে গেল; তিনি বলিলেন, "না মা, উঠিদ্নে। কাল সকালে ত তোকে ভাল করে দেখ্তে পাব না; একটা কথাও বল্তে পারব না; তাই এখন এলাম। মা লক্ষী, এতদিন বুকে করে তোকে পালন করে শেষে বিসর্জন দিতে যাছিছ ম।!" হরেক্ষ্ণ আর কথা বলিতে পারিলেন না, বালকের মত কাদিয়া উঠিলেন।

লক্ষী হরেকৃষ্ণের পা তথানি জড়াইয়া ধরিয়া সূধু বলিল, "কাকা !"

হরেরুক্ট কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আর কাকা বলে ডাকিস্নে মা! আমি তোর কাকা নই। আমরা তোর কেউ নই মা! সমাজের ভয়ে তোকে বনবাসে দিতে যাছি মা।"

লক্ষ্মী প্রাণপণ শক্তিতে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ভাষার মুথ দিয়া "কাকা" বাতীত আর একটী কথাও বাহির গুইল না। যে লক্ষ্মী এতক্ষণ তাহার কাকীমার সহিত এত কথা বলিল, এত তেজের কথা—এত স্পর্দার কথা বলিল, কাকার সম্মুখে সে সব কোথায় গেল—সে নীরবে অঞ্চবিসর্জন করিতে করিতে সুধু বলিল "কাকা—কাকা গো!"

সর্বাদশী বিধাতা এ দৃশু দেখিলেন;—গভীর রক্ষনীর অন্ধকার এ দৃশু দেখিলেন;—দেবীরূপিনী ছোটবধ্ এ দৃশু দেখিলেন; আর পাপতাপক্লিই দীন লেখক এ দৃশু দেখিয়া ধনা, ক্লতার্থ হুইয়া গেল। পরদিন বেলা নয়টার সময় যাত্রা করিতে হইল। প্রাতঃকাল হইতেই প্রতিবেলী স্ত্রী-পুরুষ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে সম-বেত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটেই থাল। সেই থালে নৌকায় উঠিতে হইবে। নৌকায় কিছুদ্র যাইয়া তবে ষ্টীমার পাওয়া যাইবে। হরেরুঞ্চ ও গ্রামের ত্ই একজন ষ্টীমার-ঘাট পর্যান্ত যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। জিনিষপত্র নৌকায় তোলা হইল।

এখন বিদায়ের পালা। বড় কর্তা গম্ভীর মুথে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। থাহারা তাঁহার আশীর্কাদের পাত্র, তিনি তাঁহা-দিগকে আশীর্কাদ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার পদ্ধৃলি গ্রহণ করিলেন; যাহারা প্রণমা, বড় কর্তা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া আশীর্কাদ ভিক্ষা করিলেন।

মধু ভট্টাচার্যা মহাশয় অগ্রসর হইলে বড় কর্ত্তা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মধু কাকা, আপনার উপর নির্ভর করেই আমি চললাম। হরি ছেলেমান্ত্র্য, কথন এমন ভাবে থাকে নাই; আপনি সর্ব্যদা তাকে দেখ্বেন; সকল সময়ই উপদেশ দেবেন। বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়বেন। আপনাকে আর বেশী কি বল্ব।" মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এথানকার ক্রন্ত তুমি কোন চিস্তা কোরো না রাম! আমি আছি, গ্রামের সকলেই আছেন। হরির কোন অস্ক্রিধা হবে না। রাস্তা থেকে বদি পত্র লিথ্বার স্ক্রিধা না পাও, কাশী পৌছেই একটা সংবাদ দিও। পত্র আস্তে ত চার পাঁচদিন লাগবে। তার চাইতে তুমি একটা তার করে দিও। যতদিন তোমার মঙ্গল-মত পৌছা থবর না পাওয়া যাবে, তত্তিন আমরা সকলেই বড় 'চিস্তিত থাক্ব।"

বড় কর্ত্র। বলিলেন, "তাই করব।"

ঘটির উপর দাঁড়াইয়া তাঁহারা কথাবাত। বলিতে লাগিলেন।
এদিকে মেয়েদের আর বাহির হওয়া হয় না। মধু ভট্টাহার্য্য একজনকে বলিলেন, "ও হে দেখ ভ, ওরা দেরী করছে কেন, সময় যে যাছে ; ওদিকৈ সীমার ধরা ভ চাই। সীমার ফেল হ'লে একটা দিন ঘাটে বদে পাক্তে হবে।"

একজন বলিল, "মেয়েদের কি শীঘ বা'র করা যার। কারা-কাটি লেগে গেছে।"

মধু ভট্টাচার্যা বলিলেন, "কাল্লাকাটি কেন ? যাও, একটু তাড়াতাড়ি কর। ছোট-বৌমা বুঝি কাঁদছেন ?"

শীতল মাঝি বলিল, "ছোট ঠাককণ কেন, স্বাই কাদছে। বাড়ী যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। বড় ঠাককণ যে গরীবের মা ছিলেন। তাঁকে কি কেউ সংজে ছেড়ে দিতে চায়।"

ঘাটের উপরে লাড়াইয়। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; লোকের পর লোক যাইতে লাগিল। অবশেষে পাডার মেয়েদের সঙ্গে বড় গিন্নী ও লক্ষ্মী থাটে আসিলেন। বড় গিন্নী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই আসিলেন। লক্ষ্মী কিন্তু ধীর, স্থির; তাহার চক্ষে জল নাই, তাহার দৃষ্টি অবনত; ধীরে ধীরে সে মায়ের পশ্চাতে-পশ্চাতে আসিল। তাহার পর সকলকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিল। বড় গিন্নী সকলকে থণাযোগ্য আশীর্কাদ, প্রণাম করিয়া নৌকার মধ্যে যাইয়া বসিলেন। বড় কন্তা, হরেরুষ্ণ এবং আরও এই একজন নৌকায় উঠিলেন।

ভোলা পাগ্লা এতক্ষণ দাড়াইয়া এই দৃগু দেখিতেছিল।
শীতল মাঝি যথন নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিবা**র্ভুউপক্রম**করিল, ভোলা তথন গায়িয়া উঠিল—

"এমন সোণার কমল ভাসায়ে জলে—এ—এ— আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ—এ"

ভোলার এই গান গুনিয়া সকলেরই চকু অঞ্পূর্ণ হইল। শীতল নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভোলা তথনও গায়িতে লাগিল—

"ওরে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ।"

যতক্ষণ নৌকা দেখা গেল, ততক্ষণ কেছই ঘাট হইতে নজিল না। নৌকা অদৃগু হইয়া গেল। মধু ভট্টাচাৰ্যা বলিলেন, "আজ আমাদের এ পাড়াটা সভাসভাই আগধার হোলো।"

একজন বলিল, "সকলকেই যেতে হবে, তবে ছদিন **আ**গে আর পাছে।" ভোলা পাগলা বলিল, "ঠিক বলেছ দাদা—লাথ কথার এক কথা।" এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে

চিরদিন ত কেউ রবে না।
ভারে, সেই বদেশ তোমার, নর রে এ পার,
ভাপার আছে তা জান না;
কেমনে ও-পার যাবে, পার হইবে,
সে ভাবনা কেউ ভাব না।"

বড় কর্ত্তা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, নৈহাটী হইয়া কাশী ষাইবেন, কলিকাভায় আর ষাইবেন না; কিন্তু পথের মধ্যে তাঁহার मठ পরিবর্ত্তন হইল। জ্বয়ের মত দেশ ছাড়িয়া যাইতেছেন,— একবার কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করিয়া যাইবেন না ? তাই কালীঘাটে একদিন থাকিয়া যাইবার সন্ধন্ন করিলেন। গ্রামের ছই চারিজন লোক কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন। পূর্বে সংবাদ দিলে, তাঁহারা ষ্টেসনেও উপস্থিত থাকিতে পারিতেন এবং কলিকাভায় একরাত্রি বাসেরও বাবস্থা করিতে পারিতেন। তাহা করা হয় নাই: স্থতরাং তাঁহারা শিয়ালদহে নামিয়া বরাবর কালী-ঘাটে চলিয়া গেলেন। সেধানে যাত্রীদিগের বাসের জন্ম যে সকল আশ্রম আছে, তাহারই একটীতে উঠিয়া গঙ্গাসান ও মা-কানী দশন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেদিন কালীঘাটেই বাস করেন : কিন্তু বড গিন্নী তাহাতে আপত্তি করিলেন : তিনি বলিলেন, "পথের মধ্যে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই: আজুই রওনা হওয়া যাক।"

এতটা পথ নৌকার, ষ্টীমারে ও রেলে আসিরা লন্দ্রী বড়ই ক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্ম বড় কর্ত্তা বলিলেন, "লক্ষীর একটু বিশ্রামের দরকার; সেই জন্ত আরও থাকবার ইচ্ছা।"

লক্ষী বলিল "না বাবা, আমার কোনই কপ্ত হয় নাই,আমি বেশ থেতে পারব; আমার জন্ম দেরী করবার কিছুই আবগুক নাই।"

গিলীরও মত হইল, মেয়েরও মত হইল, কাজেই সেইদিনই সন্ধার সময় তাঁহারা যাতা করিলেন।

হাওড়া ষ্টেদনে পৌছিয়া বড় কর্তা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে পথে গয়াটা হইয়া যাই।"

বড় গিন্নী তাহাতেও আপত্তি করিলেন, বলিলেন, "গয়া-কার্য্য ত শেষই করা হয়েছে; তবে আর গয়ায় গিয়ে কি হবে ? পথে আর বিলম্বে কান্ধ নাই। এখন কোন রকমে কানী পৌছিতে পারলেই হয়।"

বড় গিল্লীর এত তাড়াতাড়ির উদ্দেশ্য কর্তা ব্রিতে পারিলেন; মেরের যে প্রকার শরীরের অবস্থা, তাহাতে পথের মধ্যে যদি কিছু হয়, বিশেষতঃ এই দীর্ঘপথ রেলে যাওয়ায় তাহার সন্থাবনাও আছে, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়াই গিল্লী এত তাড়াতাড়ি করিতেছিলেন। কর্ত্তা আর দ্বিক্তিনা করিয়া একেবারে কাশী যাওয়াই প্রির করিলেন।

সন্ধ্যার পর মেল গাড়ীতে তাঁহার। কাণী যাত্রা করিলেন। লক্ষীর শরীর অস্কুস্ত, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের বড়ই ভিড় হয়; এই জন্ম তিনি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাতে তুই তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন,—সকলেই বাঙ্গালী। তিন জনের মধ্যে তুইজন বর্দ্ধমানে যাইবেন, তৃতীয় জন—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর—তিনি কাশীতে যাইবেন।

বড় কর্তা সপরিবারে কাশীবাদ করিতে যাইতেছেন, শুনিয়া ভদ্রলোকটা বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে এক-সঙ্গেই যাওয়া যাবে ? কাশীতে কি বাড়ী ঠিক করেছেন ?"

বড় কর্তা বলিলেন, "না, বাড়ী ঠিক করি নাই। সেথানে গিয়ে যা হয়, করা যাবে।"

ভদ্রলোকটা বলিলেন, "অবখা, বাড়া যে পাবেন না, তা নয়; তবে আগে থাক্তে ঠিক করে গেলে আর কোন অস্থবিধা হোতো না।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আপনি কি কানীতেই থাকেন ?"

ভদ্রলোকটা বলিলেন, "এক রকম থাকি বল্লেই হয়; অনেক সময়ই কার্যোপলকে থাক্তে হয়, আবার মধ্যে-মধ্যে দেশেও আসতে হয়।"

"মহাশয়ের নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"বিলক্ষণ ! তা পারবেন না কেন ? আমরা ত আর একেলে বার নই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলে অপমান বোধ করব। আমার নাম শ্রীসতাচরণ দাস; আমরা কায়স্থ—দক্ষিণ রাঢ়ী; কল্কাতাতেই আমাদের চার পাঁচ পুরুষের বাস। মশাইয়ের নাম ?"

"আমার নাম, শ্রীরামক্ষ দেবশর্মণঃ বন্দ্যোপাধ্যার। ফরিদপুর জেলার কাঞ্চনপুরে আমার নিবাস। কাশীতে বাস করব বলেই সপরিবারে যাচ্ছি। ছেলে-পিলে আর নেই, ঐ মেরেটীই সম্বল। মেরেটীরও অদৃষ্ট মন্দ! তাই মনে করলাম, আর কেন, কাশীতেই ' শেষ করটা দিন কাটিরে দিই। বাড়ীতে ছোট ভাই আছেন; যা সামান্ত বিষয়-আশ্বর আছে, তিনিই দেখুবেন শুন্বেন।"

ভদ্রলোকটা বলিলেন, "কাশীতে গণেশ মহল্লায় আমার একটা ছোট বাড়ী আছে। সেটা ভাড়া দিই। বাড়ীটা কিন্তু বড়ই ছোট; দোতলা নয়, একতলা; ছটা শোবার ঘর আছে; একটা বারালা আছে, রান্নাঘর পাইথানা পূথক আছে। তা, আপনারও ত থুব বড় বাড়ীর দরকার হবে না। আপনার যদি পছল হয়, তা হলে সেইটে আপনি ভাড়া নিতে পারেন। পল্লীটাও ভাল; ছোট-লোকের বাস নেই। তবে একতলা, এই যা কথা। সেঁতসেঁতে নয়, ঘর ছইথানাই থুব উচু। আপনার অপছল হবে না। আগে যারা ভাড়াটে ছিল, তারা চলে গেলে আমি বাড়ীটা চূল ফিরিয়েছি। মনে করেছি, ছচার দিনের ভাড়াটে আর রাথব না। যারা বেশা দিন থাক্বে, তাদের কাছেই ভাড়া দেব। আপনি যথন কাশীবাস করতেই যাচ্ছেন, তথন আপনাকে দিতে পারি।"

বড় কর্তা বলিলেন, "আপনি বাড়ীর কথা যা বল্লেন, ঐ রকম ছোট বাড়ী হলেই আমার বেশ চল্বে, তিনজন মামুষ বৈ ত নয়। ঘর ছইটা একটু খট্খটে হলেই হোলো। মেরেটী অসুস্থ; সেই জন্মই একটু রোদ-হাওয়া খেলে, এই রকম বাড়ীর দরকার। বিশ্বনাথের ক্লপায় আপনার সঙ্গে পথেই আলাপ হোলো, আর আপনি এমন অ্যাচিত ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হোলেন, এতে মনে যথেষ্ট ভরসা হোলো।"

মত্যবাবু বলিলেন, "আর আমার বাদের বাড়ীও ঐ বাড়ীর কাছেই। সর্বাদা দেখা-শুনা হবে; আর আমার দারা যতটুকু সাহায্য হতে পারে, তা আমি অবশুই করব। আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। আমরাও আপনাদেরই দাস; আপনাদের সেবা করা আমাদের প্রধান কর্ত্ব্য।"

"কাশীতে কি আপনি বিষয়কর্ম করেন, না অমনিই বাস করেন ?"

"বিষয়-কর্ম তেমন নয়। তৃটা ছেলেই মামুষ হোলো। নিজে দেশেই কন্টাক্টরী কান্ধ করতাম। বড় ছেলেটীই এখন সে বদেখে; ছোট ছেলেটী এটনী হয়েছে; তু পয়সা আন্ছে। মেয়ে তিনটীরও বিবাহ দিয়েছি। তুইটীই স্থে সচ্ছন্দে আছে; বড় মেয়েটী, —সেইটীই আমার প্রথম সস্তান—বিধবা হোলো; ছেলেপিলেও নেই বে, তাই নিয়েই স্বামীর ভিটেয় পড়ে থাক্বে। তাকে নিয়ে এলাম। তখন মনে হোলো, এক রকম সবই ত গুছিয়ে দিয়েছি; এখন আর কেন, কাশী গিয়ে বাস করি। তাই এই বছর তিনেক হোলো পরিবার ও মেয়েটীকে নিয়ে এখানে এসেছি; ছেলে-মেয়েরা মধ্যে-মধ্যে আসে; আমিও যখন-তখন কলিকাতায় যাই। কাশীতে গিয়ে চুপ করে থাকা ভাল লাগল না। এতকাল খেটে এসেছি—চুপ করে নিয়্মাঁ হয়ে কি থাকা যায় ? তাই কাশীতেও

ঐ টুক্টাক রকম কনট্রাক্টরী করি;—কোন রকমে থান তিনেক বাড়ীও করেছি। একথানিতে থাকি, সেথানি তেমন বড় নম্ন—তাতেই কুলিয়ে যায়। বড়থানি ভাড়া দিয়েছি, মাসে ৮০ টাকা পাওয়া যায়; আর আপনাকে যেথানির কথা বল্লাম, সেথানিতেও দশ-বার টাকা আসে। ঐতে কোন রকমে চলে যায়।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "তা হলে যে বাড়ীখানি আমাকে ভাড়া দিতে চাচ্ছেন, তার ভাড়া মাসে বার টাকা। এত বেশী ভাড়া দেওয়া আমার সাধাায়ত্ত হবে না। আপনাকে খুলেই বলি। আমি রাহ্মণ-পণ্ডিত মায়ুষ; সানান্ত কিছু জোতজমা আছে; আর শিষ্য-যজমানই ভরসা। বাড়ীতে ছোট ভাই আছে, ভাদ্রব্ধু আছেন, গৃহদেবতা নারায়ণ আছেন; তারপর লোক লৌকিকতা আছে। এই সকলের মধ্য থেকে কোন রকমে মাসিক তিশটী টাকার বাবস্থা করে, আমরা কাশী যাছিছ। সেই তিশ টাকার মধ্যে বার টাকা যদি বাড়ী-ভাড়াই দিই, তা হলে চল্বে কি করে ? হাটবাজার ও ঘরের কাজ করবার জন্ত একটা ঝিয়েরও দরকার হবে; তার পর, পূজা-অর্চনা, পাল-পার্ক্রণ ত আছে।"

সতাবাবু বলিলেন, "আপনার স্থায় রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যক্তি কাশীতে যথেষ্ট উপাৰ্জন করতে পারবেন। সে বাবস্থা আমি করে দেব। যেমন করে হোক, মাসে যাতে গড়ে পনর কুড়ি টাকা আপনার হয়, তা অনায়াসে বাবস্থা করে দিতে পারব।"

বড় কর্তা বলিলেন, "কাণীতে গিয়ে আর দান গ্রহণের ইচ্ছা

নেই। বাড়ী থেকে যা আদ্বে, তাই দিয়েই কোন রকমে চালাতে হবে; অর্থ-উপার্জনের স্পৃহা আর নেই।"

সত্যবাবু এই কথা শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে যথন কথা পেড়েছি. তথন আপনাকে আর অন্ত স্থানে যেতে দিচ্ছিনে। আপনি দীর্ঘকাল থাকবেন। বেশ, আপনি মাসে নয়টা টাকা দেবেন. ট্যাক্স-থাজনা সব আমার জিমা। আর ঝির কথা বলছেন; আমি একটা বেশ বিশ্বাসী ঠিকে ঝি দেব। भारम তাকে इंगे गिका मिलाई हरत। सम हो विवासात करत स्मरत. বাডীর কাজ করে দিয়ে ঘরে চলে যাবে। তা হলেই আপনাদের বেশ চলে যাবে। বিপদ-আপদ আছে, আমিও ত পাড়াতেই থাক্ব; আপনাদের কোন অস্ত্রবিধা হবে না। আমার খবর দেওয়া আছে; সরকার ও চাকর প্রেশনে আসবে। চাকরটাকে আপনাদের সঙ্গে দেব এখন। সে আপনাদের নিয়ে একেবাবে বাড়ীতে তুলে দেবে; আর তাকেই বলে দেব, আপনাদের জিনিষপত্রগুলো কিনে দেবে। তার পর যথন যা দরকার হবে, আমাকে বল্বেন; আমি গুছিয়ে দেব। আমার সে বাড়ীতে তিন চারখানা তক্তপোষ আছে: আপনাদের আর সে সব করে নিতে হবে না। একতলা বাড়ী কি না. তাই ভক্তপোষ রেখে দিয়েছি।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমার সোভাগ্য যে পথেই আপনাকে পেলাম। আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ; আমাদের এ সব গুছিয়ে নিতে অনেক বেগ পেতে হোত।" এই রক্ম কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল। গাড়ী তীর-বেগে ছুটিতেছে। আসানসোল পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে চারিজন মামুষ মাত্র; স্থতরাং বিশ্রামের কোন ব্যাঘাতই হইল না।

পরদিন মোগলসরাইতে গাড়ী বদল করিতে হইল। সত্য-বাবুই কুলী ভাকিয়া দ্রব্যাদি কাশীর গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী কাশী ষ্টেসনে পৌছিল। সত্যবাব্র সরকার ও চাকর ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। তিনি সকলকে নামাইয়া, একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চাকরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন এবং তাঁহাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবার আদেশ দিয়া নিজে স্বতন্ত্র গাড়ীতে বাসায় গেলেন। শীবৃক্ত সত্যচরণ বাবু অতি সদাশর ব্যক্তি। বড় কর্ত্তার সহিত গাড়ীতে পরিচয় হইয়াই তিনি বৃঝিতে পারিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ অতি পণ্ডিত, সংলোক। তাঁহাকে সপরিবারে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া সত্যবাবু নিশ্চিস্ত হইতে পারিলেন না। বড় কর্তার সহিত কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি চোদ্দ পনর বংসর পূর্বে একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন এবং ছই তিনদিন বাঙ্গালী-টোলায় একটা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; কাশী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। সেই জন্ম সত্যবাবু তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহাদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় কর্তা ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্মা গঙ্গামান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; রন্ধনাদির কোন উত্যোগ আয়োজনই করা হয় নাই।

সত্যবাবু জিজ্ঞাস। করিলেন, "বাঁড়ুয়ো মশাই, পাকের কোন উল্গোগই ত দেথছি না।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এই সবে গঙ্গাস্থান করে পূজা-আহ্লিক শেষ করে এলাম। বেলাও প্রায় তিনটা বাজে: এখন

আর পাকের যোগাড় করা দঙ্গত মনে করিলাম না। সন্ধার পরই যা হয় করা যাবে। আপনার চাকর রমেশ লোকটা বেশ, বড়ই অমুগত। সে ঘরদ্বার পরিদ্বার করে দিয়ে জিনিষপত্র কিনবার টাকা নিয়ে গেছে। তারও ত আহার হয় নাই। তাকে বলে দিয়েছি. তাডাতাডির দরকার নেই: সে যেন আহারাদি করে কিঞ্চিং বিশ্রামের পর আমার জিনিষগুলি কিনে দিয়ে যায়। আপনার এ বাড়ীটী অতি স্থন্দর দাস মহাশয়। আমাদের বেশ পছল হয়েছে; বেশ দক্ষিণ থোলা বাড়ী: ঘরগুলোও ভাল। আঁধার নেই। আপনার অনুগ্রহ ও সাহায্যের কথা আমার চির্নিন মনে থাক্বে। আপনার সঙ্গে গাড়ীতে দেখা না হলে আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হোত: হয় ত এতক্ষণও বাড়ী মিলত না; আর মিল্লেও এমন মনের মত হোত না। তার পর এই বিদেশ যায়গায় আপনার মত সহায় লাভ করাও কম সৌভাগোর কথা নয়।"

সত্যবাব্ বলিলেন, "আপনি অমন কথা বল্ছেন কেন? আমি আর আপনার কি সাহায্য করলাম। বাড়ী থালি ছিল, ভাড়া দিলাম; এই ত। এর জন্ম আপনি এত ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কেন?"

বড় কন্তা বলিলেন, "দাস মশার, আমার মত অবস্থার পড়লে আপনি বুঝতে পারতেন। কাশী বাবা বিশ্বেশ্বরের ধাম, নিন্দা করতে নেই। কিন্তু কাশী সম্বন্ধে আমার তিনদিনের অভিজ্ঞতা, ষা সেই পনর বছর আগে জন্মছিল, তা কিন্তু আমি এত

দিনেও ভূলতে পারি নাই। তাই মনে বড় আশক্ষাই জন্মছিল। এখন আমি নিশ্চিত্ত হয়েছি।"

সত্যবারু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ত নিশ্চিন্ত হয়েছেন বাঁড়ুয়ে মশাই, কিন্তু আমি ত নিশ্চিন্ত হোতে পারলাম না। আমার বাড়ীতে আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান এসে এতক্ষণ উপবাসী রয়েছেন, মাঠাকরুণ আর মেয়েটীও হয় ত মুখে একটু জল দেন নাই, এতে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারল না।"

বড় কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "জানেন কি সভ্যবার, আমরা যজমান-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, আমাদের মাসের মধ্যে যেমন করে হোক দশ দিন উপবাস করতেই হয়; তাতে আমাদের কপ্ত হয় না; আমরাও ও-বিষয়ে যেমন পরিপক্ক, আমাদের গৃহিণীরাও কম নন; আমরা যদি মাসে দশদিন উপবাস করি, তাঁরা করেন পনর দিন। স্কৃতরাং সে জন্ত আপনার চিন্তার প্রয়োজন দেথ্ছি না। গৃহিণী গলাজল নিয়ে এসেছেন, আর এক পয়সার বাতাসাও কিনে এনেছি; ফলটল বড় দেথ্তে পেলাম না,—অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে কি না,—সেই বাতাসা মুথে দিয়ে গলাজল পান করে আমরা বেশ ভৃপ্তিলাভ করেছি। রমেশ বিকেল-বেলাই সব নিয়ে আস্বে; সন্ধারে পরই যা হয় করা যাবে। একটা গৃহস্থালী নৃতন করে পাততে সময় লাগে সত্যবার।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আপনারা ছইজনে ত বেশ ব্যবস্থা করলেন এবং তৃপ্ত ও হলেন; কিন্তু ্মেয়েটী যে কট পাচছে। সে ত এখনও আপনাদের মত উপবাসে অভ্যস্ত হয় নাই;
বিশেষ তাকে যে রকম অমুস্থ দেখুলাম, তাতে তার, এসেই
গঙ্গাস্থান করাটাই ভাল হয় নাই; তার পর এই উপবাস।
একটা অমুখ হতে ত পারে।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "আমরা মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই উপবাসের কন্ত সহা করতে শিথিয়ে থাকি সত্যবাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না: লক্ষীর কোন কন্ত হবে না।"

"না, না, সে হতেই পারে না বাঁড়ুয্যে মশাই। বাজারের মিষ্টান্ন না হয় মেরেটা নাই থেলো; আমি ফলমূল ও রাবড়ী এনে দিচ্ছি—এখানকার রাবড়ী অতি উৎকৃষ্ট, জানেন ত ?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কিছু দরকার নেই সত্যবারু! আপনি যে রকম আরম্ভ করলেন, তাতে দেখ্ছি আমাদের এ বাড়ী থেকে পালাতে হবে।"

"সে দেখা যাবে" বলিয়া সত্যবাবু চলিয়া গেলেন। বড় কর্তা সহাক্ত বদনে ভিতরে যাইয়া বড় গিল্লীকে বলিলেন "গিলী, কাশী-বাসের স্চনাটা ত ভাল বলেই বোধ হচ্ছে।"

বড়-গিল্লী স্বামীর প্রসন্ধ বদন দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই শান্তি অমু-ভব করিলেন। আজ কতদিন তাঁহার মূথে এমন হাসি তিনি দেখেন নাই; তাই হুষ্টুচিত্তে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ করুন, এমনই করে সব দিকে মঙ্গল হয়; তা হলে বাবাকে পূজাদেব।"

বড় কর্ত্তা বলিলেন[়] "তাই হবে গিন্নী, তাই হবে। বাবার

ধামে এসে কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাক্লে কোন বিপদ থাকে না। আমার মোহে অন্ধ, তাই বিপদ দেখে ভয়ে কাতর হই গিন্নী! বিপদভঞ্জন বিশ্বনাথের নাম ভূলে যাই; আর সেই জন্ম কত অকার্য্য করি। মা লক্ষ্মী, স্নান করে ত তোমার শরীর থারাপ বোধ হচ্চে না? ঐ ভয়ে কাল কালীঘাটে তোমাকে গঙ্গাস্থান করতে দিই নাই।"

লক্ষী বলিল, "না বাবা, আমি বেশ আছি। ঐ বাবুটী আমার জন্ম কষ্ট করে থাবার আন্তে গেলেন, তুমি যেতে দিলে কেন বাবা!"

"উনি যে তোমার বাবার কথা শুন্লেন না। ওঁরও মেয়ে আছে মা! সন্তানের উপর মা-বাপের যে কি মমতা, তা যে উনি জানেন। আমিই তোমার পাষও পিতা!" বলিয়াই বড় কর্তা মুথ মলিন করিলেন। পিতার প্রসন্ন বদন দেথিয়া লক্ষীর মনে যে শান্তি আসিয়াছিল, তথনই তাহা দূর হইয়া গেল; তাহার নয়নবন্ধ অশ্রুপূর্ণ হইল।

বড় কর্তা লক্ষ্মীর মুথের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার বড়ই অনুশোচনা হইল। তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মী, মা আমার, তোমার এই বুড়া বাপের কথায় মনে কট কোরো না মা! আমার কি আর এখন বৃদ্ধি-বিবেচনা আছে। যাক্, সত্যবাবু এলে তাঁকে বলে রাখতে হবে, তিনি যেন বিশ্বনাথের আরতি দেখাবার জন্ম আমাদের সঙ্গে একজন লোক দেন। ঐ রমেশকে দিলেই হবে। তুই একদিন পথ দেখিয়ে দিলেই

শেষে আমরা যেতে পারব। এই ত, আজ গঙ্গান্ধান থেকে ফিরবার সময় রমেশ ত আর পথ দেখায় নাই; সে সঙ্গে মাত্র ছিল; আমরাই ত ঠিক পথ চিনে এসেছি; কি বল মা।"

লক্ষী বলিল, "সহরের পথে-ঘাটে চলা ত আমাদের অভ্যাস নেই, তাই কেমন বাধ-বাধ ঠেকে; লোকজন দেখ্লে কেমন সক্ষোচ বোধ হয়, না বাবা!"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এথানে গুইচার দিন চল্লে-ফিরলেই সঙ্কোচ দূর হবে। দেথ, আরতি দর্শন করে এসে তার পর পাকের যোগাড় করা যাবে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সৰ গুছিনে রেথে যাব। এসেই রানা চড়িনে দেব। আজ আর কোন হাসামা করা হবে না; গুটো ভাতে-ভাত করলেই হবে।"

রমেশ বাহিরের দার ঠেলিয়। ভিতরে প্রবেশ করিল; তাহার সঙ্গে একটা কুলীর মাথায় কতক জিনিসপ্ত, আর কতক সে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে।

বড় গিল্লী বলিলেন, "বাবা, ভূমি কঠ করে এত জিনিস বহে আন্লে কেন ? আরে একটা লোক নিলেই ত হোতো। আহা, তোমার বড় কঠ হয়েছে।"

রমেশ বড় গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, আমাদের কি আর এতে কপ্ত হয়। কপ্ত হয় কিসে জানেন; যথন প্রাণ দিয়ে থেটেও মনিবের মন পর্টনে, গালাগালি শুনি, তথনই কপ্ত হয়। আমাদের মুখ চেয়ে 'আহা' বলবার লোক নেই বলেই জান্তাম। আজ দেথলাম আছে গো, আছে। ওরে, জিনিস-গুলো নামা।" এই বলিয়া জ্ব্যাদি নামাইয়া বারান্দায় রাখিতে লাগিল।

সমন্ত জিনিস নামাইয়া, কুলী বিদায় করিয়া রমেশ বলিল, "ঠাকুর মশাই, হিসাবটা ঠিক করে নিন্। মাঠাকরুণ, দেখুন, কিছু আন্তে ভুল ত হয় নাই। আমি এই হিসাব বুঝিয়ে দিয়েই একবার যাই। বাড়ীতে কত কাজ পড়ে আছে। তারপর আবার একবার আস্ব এখন মাঠাকরুণ। তথন, যদি কিছু আরও আন্বার দরকার থাকে, এনে দিয়ে যাব। ঠাকুর মশাই, এই ধরুন, তিন্দের আতব চা'ল; এই দশ পয়সা করে সের হ'লে, হোলো গিয়ে——"

তাহার হিসাবে বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল, "তোমাকে হিসেব দিতে হবে না। বা প্রসা বেঁচেছে, তাই মার হাতে দিয়ে যাও, আর যদি বেশী থরচ হয়ে থাকে, তাই বল; অত 'হোলো গিয়ে—'র দ্রকার হবে না ।"

রনেশ বলিল, "মাঠাকরুণ, তাই বুঝি দিদি ঠাকরুণের নাম লক্ষা রেণেছেন মা! দশ বছর বয়স থেকে এই কাণীতে চাকরী করছি, আর আজ এই পঞাশ বছর বয়স হোলো, এমন লক্ষ্মী ত কোন দিন দেখিনি মাঠাকরুণ! আরও নাহয় ত, দশ বারটা বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী চাকরী করেছি।"

বড়কভা বলিলেন "রমেশ, আমরাযে বাবুনই; আমরা গরিব রাহ্মণ।" "ঠিক তাই, তা নইলে কি এমন লক্ষ্মী ঘরে আসে। তা হোক্, ঠাকুর মশাই, পাঁচ টাকা ত দিয়েছিলেন, তার এই— সবুর করুন, গণে দেখি। এই হোলো হুইটা সিকি, আর—"

লক্ষী হাসিয়া বলিল,"আবার হিসেব,—আবার 'এই হোলো'।" "তা হলে কি করব দিদিঠাকরুণ, তুমিই বলে দেও।"

"যা আছে, মার কাছে ফেলে দেও, উনি গণে নিতে হয়। নিবেন, না হয় তুলে রাথ্বেন।"

"দিদিঠাক রুণ, এমনই করে বৃঝি সংসার করেব। গণতে হবে লক্ষ্মী দিদি, গণতে হবে। গণে-গণে পা ফেল্তে হয় দিদি—পা পর্যান্ত ফেলতে হয়। তা সে কথা এখন থাক্। দেখুন ঠাকুর মশাই, কাশা যায়গা; অমন করে বাইরের ছয়োর খুলে রাথ্বেন না; রাত-বিরেতে যাকে-তাকে ছয়োর খুলে দেবেন না। আমি মখন এসে ডাক্র ঠাকুর মশাই, আমি রমেশ তখনই ছয়োর খুল্বেন। জন্ম থেকে এই কাশাতে কাটালাম কি না, এর হাট-হল এই রমেশ জানার জান্তে বাকী নেই। এখন আমি তা হলে মা-ঠাকরুণ।—একটা প্রণাম করে যাই।"

লক্ষ্মী বলিল, "আস্তে-ষেতে যদি এত প্রণান কর, তা হলে তোমার মাথা বাথা হয়ে যাবে যে।"

রমেশ বলিল, "প্রণামের কথা যদি তুল্লে দিদি লক্ষ্মী, তবে শোন। এই যে দেখ্ছ রমেশ জানা—কৈবর্তের ছেলে—এ কোন দিন—আজ পর্যান্ত কোন দিন কাউকে প্রণাম করে নাই,— তোমার এই বাবা বিশ্বনাথকেও না—দেই মা অন্নপূর্ণাকেও না,— মাহ্য ত কোথার থাকে;—যাদের চাকরী করেছি, আর এথনও করছি, তারা বোল আনা মাহিনে দেয়, আঠারো আনা থেটে দিই, —ব্যস্। প্রণাম করব কেন ? কার কাছে কি উপকার পেয়েছি—কার কাছে ছটো মিষ্টি কথা পেয়েছি যে, তাকে প্রণাম করব। এই যে তোমরা যথন গাড়ী থেকে নামলে, তোমরা ত বামুন, তোমাদের ত প্রণাম করতে হয় শাস্তরে লেখে। আমি কি প্রণাম করেছিলাম ? সে ছেলে পাও নি এই রমেশ জানাকে মাঠাকরুণ! আজ এই আপনাকে মাঠাকরুণ, প্রথম প্রণাম করছি; আর বয়সেছটি হলে কি হয়—আর এই তোমাকে প্রণাম করছি দিদি লক্ষ্মী! রমেশ জানার মাথাটা তোমরাই নোয়ালে এই এতকাল পরে।" এই বলিয়া রমেশ হুইজনকে প্রণাম করিল।

বড় কর্তা বলিলেন, আমাকে একটা প্রণাম করলে না রমেশ। "
রমেশ অমান্বদনে বলিল "না, ঠাকুর মশাই। রমেশ জানা
মান্ত্র চেনে। এখন যাই। আবার আসব এখন। রাত্তিরে
এসে মাঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ, গান শুনিয়ে যাব।" এই বলিয়া
রমেশ চলিয়া গেল।

বড় কর্তা বলিলেন "মা লক্ষ্মী, এই বে রমেশকে দেখছ, এ দেবতা—মামুষ নয়।"

রমেশ চলিরা যাওয়ার পরই সতাবাব্ আসিয়। উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে একটা লোক; তাহার মাথায় একটা চেঙ্গারি। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিলেন "বাড়ুযেমশাই, একবার বাইরে আস্বেন।" বড় কর্ত্তা বাহিরে আসিয়াই দেখেন, সত্যবাবু উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন ; সঙ্গের লোকটা চেঙ্গারিখানি বারান্দায় নামাইয়াছে।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এ সব কি, সত্যবাবু ?"

সতাবাব বলিলেন "কৈ, কিছুই না।" এই বলিয়া লোকটীকে পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "এমন অত্যাচার করলে আমাকে যে এ বাড়ী ছেডে পালাতে হবে।"

"যথন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তথন আর পালাবার পথ নেই। মেয়েকে ভাকুন, এগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে এখনই কিঞিং জ্ল-খাবারের ব্যবস্থা করে দিক।"

বড় কর্তা বলিলেন, "এ ত জলগাবার নয়, এ যে ভোজের ব্যাপার।"

"ব্রান্ধণের মুথে এমন কথা শোভা পায় না; তেমন থাইয়ে হ'লে এ সামায় জিনিস ত তার কাছে নম্ম ব্ললেই হয়।"

বড় কর্ত্তা তথন লক্ষ্মীকে ডাকিলেন; বলিলেন, "মা লক্ষ্মী,ছোট সতর্বিধ্ন থানা বাহিরে দেও। সত্যবাবুকে বসবার আরে কি আদন দেব। আর এইগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, সত্যবাবুর জন্ম একট্ট জলথাবারের আয়োজন করে দেও মা।"

সতাবার বলিলেন, "নাপ করবেন বাঁড়ুয়ো মশাই, আনি এই অবেলায় থেডেছি। বেশ ত, আর একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে যাব : আজু নয়।"

লক্ষা জিনিসগুলি ঘরের মধো লইয়া গিয়া বলিলেন, "মা

বল্ছেন, আপনি একট্ট জল না খেলে তিনি বড়ই ছঃখিত হবেন।"

"তা হলে আর উপায় নেই মা ! আচ্ছা আমি বস্ছি। তোমার বাবাকে আগে দেও ; তার পরে আমি প্রসাদ পাব।"

তথন গুইজনে বিদিয়া নানা গল্প করিতে লাগিলেন। একটু পরেই লক্ষ্মী বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা, জলথাবার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বসবার যে আসন নেই; সবে একথানি কুশাসন তোমার আছিকের জন্ম বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আমার আসনের দরকার নেই। আমি বাসা থেকে থান-ত্ই আসন পাঠিয়ে দেব। আর কি কি দরকার আমাকে বলে দেও ত মা।"

লক্ষ্মী বলিল, "আর কিছুরই ত এখন দরকার দেখ ছিনে।"
তথন ছইজনেই সামান্ত কিছু জলযোগ করিলেন। তাহার
পর বড় কর্ত্তা বলিলেন, "সত্যবাবু, আমরা ত পথ-ঘাট চিনিনে।
রমেশকে যদি সন্ধানবেলা একটু ছেড়ে দেন, তা হ'লে আমাদের
বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়ে আনে। ছই-একদিন সঙ্গে নিয়ে
গেলেই আমরা পথ-ঘাট চিনে নিতে পারব।"

সভাবাবু বলিলেন "আমি বাসায় গিয়েই রমেশকে পাঠিয়ে দিছি। তাকে আরও বলে দেব যে, বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে যেন এখানে এসে রাত্রিতে শুয়ে থাকে। নৃতন স্থানে এসেছেন; কখন কি দরকার হয়, তা ত বলা যায় না। একটা ঠিকে থি কালই পাঠিয়ে দেব।" এই বলিয়া সভ্যবাবু চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রমেশ সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথের আরতি দেখাইয়া আনিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সে রাত্রিতে এখানেই থাকিবে, বাবু তুকুম দিয়াছেন।

বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তোমার শোবার বিছানার কি হবে ? আমাদের সঙ্গে ত বেশী বিছানা নেই; আমরা ছোট এক-থানি স্তর্ঞি দিতে পারব।"

রমেশ বলিল, "সে জন্ত ভাববেন না মাঠাকরুণ, সে সব আমি ঠিক করে নেব।"

"না বাছা, তুমি বাসা থেকে তোমার বিছানা নিয়ে এস, নইলে যে কষ্ট হবে।"

"তা হলে রমেশের কটের কথা ভাববার লোক এতদিনে একজন জুঠে গেল দেখ ছি। আজ এই চল্লিশ বছর তুমি কোথায় ছিলে মা! আমার মা মরবার পর এ চল্লিশ বছর ত কেউ আমার কটের কথা ভাবে নাই।"

এই বলিয়া গুন-গুন করিয়া কি যেন গায়িতে-গায়িতে রমেশ চলিয়া গেল।

ন্তন করিয়া সমস্ত গোছাইয়া রালা আহার শেষ করিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। রমেশ দশটার সময় আসিয়া দেখে, তথনও বড় কর্ত্তা আহারে বসেন নাই। রমেশ রালা-ঘরের নিকট যাইয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, এখনও রালা হোলো না, রাত যে দশটা বেজে গেল। তোমাদের কি, তোমরা ত চিরদিন উপোদ করেও কাটাতে পার; দিদি লক্ষ্মী যে ক্ষিদেয় মারা পড়বার যো হোল।"

লক্ষী বলিল, "আমার আজ আর না থেলেও চলে।"

"তবে আর কি, মাঠাকরুণ, উনন নিবিয়ে দিন। দশটা বাজল দেখে, আমার মনে হোলো মা, তোমরা বুঝি আমার জন্ত বসে আছ। তাই ভাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে, অমনি নাকে-মুখে চারটে দিয়ে দৌড়ে এলাম। এখন দেখি কি না, তোমাদের রালাই নামে নাই।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "মনে করেছিলাম, আজ আর কিছু করব না, আলু ভাতে দিয়ে চারটী ভাত নামিয়ে নেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম. কর্ত্তার স্বমূথে কেমন করে আলু-ভাতে ভাত ধরে দেব। তা ত কোন দিন পারি নেই বাছা। তাই ডাল রাঁধতে হোলো, একটা ভাজাও করতে হোল। তারপর মনে করলাম, এতই যদি হোলো, তা হলে আর একটু তরকারী রাধতেই আর কতটুকুই বা সময় লাগবে। এখন এই ভাতটা চড়িয়ে দিয়েছি; নামলেই কর্ত্তার ভাত দিই।"

"তা মা, এতই যদি হয়েছে, তবে আর একটু স্থক্ত নি করতেই বা কতক্ষণ, তারপর একটা অম্বল, সে আর কয় মিনিটের কাজ। এমনই করতে-করতে রাত পুষিয়ে যাক্; তা হলেই থাওয়া হবে।"

বড় গিল্লী বলিলেন, "কা'ল থেকে আর রাত হবে না। রমেশ, কুমি না বল্লে, তাড়াতাড়ি নাকে-মুথে দিয়ে এসেছ। তা হলে বাছা, তোমারও থাওয়া হয় নাই বল্লে হয়। তুমিও চুটো থেয়ো।"

"মা, তুমি কি অন্নপূর্ণা হয়েছ ? রেঁধেছ ত তিনজনের জনা ; এদিকে বল্ছ, রমেশ তুমিও হুটো খাও। তার পর !"

"ওরে পাগল ছেলে, কর্ত্তার ভাত বেড়ে দিয়ে, আর ছটো চা'ল তুলে দিয়ে নামাতে কতক্ষণ! তাই হবে, তোমাকে বাছা ছটো থেতেই হবে। তুমি যদি কট করে এ সব না এনে দিতে, তা হলে আজ যে থাওয়াই হোত না।"

"তাই বুঝি মা, ধার শোধ দিতে চাও।"

এই রকম কথাবার্ত্তার রান্না শেষ হইল। 'বড় কর্ত্তা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া দুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মী ঠাঁহাকে ডাকিয়া তুলিল। তিনি আহার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীকে রান্নাঘরের মধ্যে ভাত দিয়া, বড় গিন্নী একথানি থালায় করির্রী। ভাত বাড়িয়া বারান্দায় আনিয়া দিলেন।

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "বেশ বেশ, রমেশকে থেতে বলেছ, বেশ কর্মেছ। কিন্তু কি দিয়ে থাবে।"

"কেন, হাত দিয়ে থাব। আমি ত থেয়েই এসেছি। মা ঠাক-কুন ছাড়লেন না। তাই প্রসাদ পেতে বসেছি।"

রুমেশ থাইতে থাইতে বলিল, "মা ঠাকরুণ, এমন ডাল কথনও থাই নি মা! ডাল নয়, যেন অমৃত।"

"আর একটু ডাল দেব বাবা!"

"ঐ শোন কথা। তিন জনের মত রান্না, তার মধ্যে আমি এসে ভাগ বসালাম; এখনও বলেন 'আর একটু দেব।' দেবে যেমা! তার পর, নিজের কি হবে ?"

"বাছা, আমাদের কিছু না হলেও পেট ভরে।"

"সে আজ আর কাজ নেই। আর একদিন এমনই করে ডাল রাঁধতে হবে,সেদিন দেখাব,এই রমেশ জানা কেমন খেতে পারে।" রমেশ আহার শেষ করিয়া উঠিতে যাইবে, তখন বড় গিরী বলিলেন "রমেশ, বাবা উঠো না; একটু মিষ্টি দেব।"

"ম। গো, ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে পড়েছিলাম, এখনও মনে আছে, 'অধিক অমৃত থাইলে পীড়া হয়'; শেষে কি মারা যাব।"

"না, না, রমেশ, একটু মিষ্টি থাও। তোমার মনিবই দিয়ে গেছেন।" এই বলিয়া ছুইটা পেড়া ও থানিকটা রাবড়ি রমেশের পাতে দিয়া গেলেন।

রমেশ, বলিল, "আজ কার মুথ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম, দেখ দেখি, মা পেলাম, বোন পেলাম—দরদের লোক পেলাম। আমি ঠিক বল্ছি মা ঠাকরুণ, পূর্বে জন্মে তুমি আমার মা ছিলে; নইলে এই কয় ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হয়।"

বড় গিল্লী বলিলেন, "রমেশ, তোমার মত ছেলে পাওয়া অনেক তপ্সার ফল।"

সকলের আহারাদি শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল, "তুমি তা হলে আমার দাদা হলে। এখন থেকে তোমাকে রমেশ দাদা বলেই ভাক্ব। তুমি যে গান শোনাবে বলেছিলে, তা আমার মনে আছে। একটা গান কর।"

রমেশ বলিল "আজ অনেক রাত হয়েছে দিদি লক্ষী, আজ আর গান শুনে কাজ নেই; আজ শোও। রমেশ ত বাধাই পড়েছে। কত গান শুন্তে পার, কাল থেকে দেখ্ব।"

বড় গিন্নীও বলিলেন "লক্ষ্মী, কাল রেলে ত ঘুম হয় নাই, পরশুও তাই। আজ এখন শোও, একে শরীর ভাল নয়, তার পর এই অনিয়ম।"

সকলে শয়ন করিলেন। রমেশের আর যুম আসে না। সেগান ধরিল—

> "যার মা আনন্দময়ী, তার কেন নিরানন্দ। তবে কেন শোকে ছঃথে নিরাশায় সদা কাঁদ।"

পরদিন সত্যবাবু একজন হিন্দুস্থানী ঝি পাঠাইয়া দিলেন।
সে বাজারহাট করিবে এবং ছই বেলা বাসন মাজিয়া ও অন্তান্ত
কাজ করিয়া দিয়া যাইবে; মাসে তাহাকে ছইটী করিয়া টাকা
দিতে হইবে। রমেশ কয়েক দিন রাত্রিতে আসিয়া এই বাড়ীতেই
থাকিবে, সত্যবাবু এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রমেশ কিন্তু যথনই একটু অবকাশ পায়, তথনই এই বাড়ীতে আসে, এবং বাজার-হাট করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে আসিয়া দেখে, সকলেই তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। রমেশ বলিল "আজ এত শীগ্গিরই থাওয়া-দাওয়া শেষ'হয়ে গেছে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমরা ত এ-বেলারাঁধি নেই; কর্তারাতে ত কিছু থান না, লক্ষীও থায় না। আমরা এ-বেলা জল থাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আজ আর আরতি দেখ্তে যাওয়া হোলোনা।"

"কেন, ঝিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে মা !"

বড় গিন্নী বলিলেন "বাড়ীতে লক্ষ্মী একেলা কি থাক্তে পারে ? তার শরীর ভাল নয়। কা'ল এতথানি পথ হেঁটে তার অস্থ্য বোক হয়েছিল; তাই আজ তার যাওয়া ঠিক মনে হোলো না, আমরাও যেতে পারলাম না।"

"সে কথা আমাকে বল্লেই পারতে মা! আমি এসে তোমাদের নিয়ে যেতাম, দিদি লক্ষীর কাছে ঝি থাক্ত। যাক্; কা'ল থেকে সে ব্যবস্থা করা যাবে।"

লক্ষী বলিল, "রমেশ দা, তোমার আর কে আছে ?"
"আমার ? আমার কেউ নেই—আমি একেলা মানুষ।"
"বৌ, ছেলে-পিলে, মা-বাপ, কেউ নেই ?"
"না দিদি লক্ষ্মী, কেউ নেই।"
"সবাই মারা গেছে ?"

"মা বাবা মারা গেছে। আমি যথন তিন বছরের, তথন এই কাশীতেই বাবা মারা যান। মা বাবা আমাকে নিয়ে তার্থ করতে এসেছিল; এথানে এসেই বাবা মারা গেল। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। মা আর দেশে গেল না; আমাকে নিয়ে এথানেই থাক্ল। তার পর আমার বয়স যথন দশ বছর কি এগার বছর, তথন মাও মারা গেল। তথন আর কি, আমি একেলা। এই ছয় সাত বছরে মার হাতে যা ছিল, তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মা এক বাড়ীতে দাসীর কাজ করত, তাতেই আমাদের চলে যেত। সেই সময় আমি একটু বাঙ্গালা লেথাপড়া শিথি, বুঝলে দিদি লক্ষী! মা মরে গেলে আমি আর কি করব,—এই চাকরী আরম্ভ করে দিলাম। আজও চাকরী কালও চাকরা—এই চল্লিশ বছর চাকরীই করছি—এই কাশীতেই আছি।"

লক্ষা বলিল, "তার পর বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করলে ন। কেন ?"

"এই শোন কথা। ঘর-সংসার ! ঘর-সংসার কি আর আমি দেখিনি। কত লোকের বাড়ী কাজ করেছি; কত জনের ঘর-সংসার দেখেছি। সেই সব দেখেই আমার থুব শিক্ষা হয়েছিল;—রমেশ জানা আর ও পথে গেলেন না, মাঠাকরুণ।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সে কি আর ভাল হয়েছে রমেশ !"

"ভাল, থব ভাল হয়েছে মাঠাকরুণ। সংসারের কোন জালা ভগতে হয় নাই। তা হলে কি এই রমেশ ছেণেকে পেতে মা। তা হলে দেখতে, একটা পাজী, জোচ্চোর, চোর, রমেশ। আমি বেশ আছি মা—কোন গোল নেই। এই আজ পঞ্চাশ বছর হোলো-এই কানার মত যারগায়ই ত কাটালাম; কিন্তু, কেউ বলতে পারে না যে, রমেশ জানা কোন দিন কোন অগ্রায় কাজ করেছে। মদ-ভাপের ত কথাই নেই, রমেশ তামাকটুকু পৰ্য্যন্ত কোন দিন খায় নেই। এই পান যে কি জিনিস, তা তোমার ছেলে একদিনের তরেও মুখে দিয়ে দেখে নাই। তার পর এই কাশীশুদ্ধ লোককে স্কুধিয়ে দেখো, তোমার এই ছেলের কোন বদ চাল কেউ কোন দিন দেখেছে কি না। কোন থেয়াল এই রমেশ জানার নেই। তাই সে ছনিয়ায় কাউকে ডরায় না। এত যায়গায় কাজ করেছি, কেউ বলতে পারবে না যে, রমেশ কোন অবিখাসের কাজ করেছে, কারও দিকে वर् नक्दत्र (हराय्रह । अभन भारत्रत्र (शर्हे त्रियम क्त्य निर्हे मा ।"

লক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা রমেশ দা, তুমি যে এই এতকাল চাকরী করেছ, মাইনে ত পেয়েছ; সে সব টাকা কি করলে?"

"কি আবার করব; সব টাকা জমিয়ে রেখেছি। শুন্বে দিদি লক্ষী, এখানে রামপ্রতাপ নেকামল বাবুর কুঠী আছে;— ভারি বড় কুঠী। সেই কুঠীর বাবুরা আমাকে বড় ভালবাসে; কুঠীর বুড়া-কর্ত্তা নেকামল বাবুর কাছে আমি অনেক দিন ছিলাম কি না; যা মাইনে পেতাম, তা সব সেথানে জমা রাখতাম।"

"সেখান থেকে ছেড়ে এলে কেন ?"

"সে কথা আর গুনো না; মনিবের কি নিন্দে করতে আছে? মনিব ত ভালই ছিল; বাড়ী বড় বছু। যাক্ গে, সেখান থেকে ছেড়ে এলাম। কিন্তু টাকা আর তুলে আন্লাম না। অত বড় কুঠা, টাকা কি আর মারা যায়। তার পর যখন যা রোজগার করেছি, সব ঐ কুঠাতে রেথে দিয়েছি—এখনও রেথে দিই।"

"আচ্ছা, দেখানে কত টাকা হয়েছে রমেশ দা!"

"রমেশ দা তারই হিসেব করতে যায় কি না! ও সব হিসেবটিসেব আমরা নেই। যা পাই রেথে আদি;— ওরা ঠকাবার
লোক নয়। এই আর বছর ওদের বড় বাবু আমাকে ডেকে
বল্লেন, 'রমেশ, তোমার অনেক টাকা জমেছে; এ টাকা কি
করবে?' আমি বলিলাম আরও জমুক, শেষে একদিন তুলে

লক্ষী বলিল, "এতদিন থেকে কাজ করছ রমেশ দা, তা স্থদে-আদলে ছ হাজার টাকার উপর হবে, তার আর আশ্চর্যা কি! আচ্ছা তোমার ত কেউ নেই, তুমি এ টাকা কি করবে ?"

রমেশ বলিল, "এই একটা কিছুতে দিয়ে যাব মনে করেছি।"
লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, আমি বলি কি, তুমি একটা বিয়ে
কর। চিরকালটা ত এই একভাবে কাটালে; এখন ঘর-সংসার কর। শেষকালে দেখবার-শুনবার লোক হবে।"

রমেশ হাসিয়া বলিল, "বয়স হয়েছে কত, জান দিদি লক্ষী!

পঞ্চশ হয়ে গেছে। এতকাল যে দেখেছে, শেষের কয়টা দিন ও সেই দেখ্বে। বেশ আছি দিদি! বেশ আছি। খাই-দাই, কাজকর্ম করি, কোন ভাবনা নেই—ও সব জঞ্জালে রমেশ জানা যাচ্ছে না।"

বড় কর্ত্তা এতক্ষণ এই সকল কথোপকথন শুনিতেছিলেন; কোন কথাই বলেন নাই। এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "লক্ষ্মী, কাকে কি উপদেশ দিচে। রমেশ আমাদের মত মাহুষ নয়—ও শাপত্রই দেবতা। কলিকালে এমন জিতেক্সির, এমন নির্লোভী পুরুষ যে থাক্তে পারে, তা আমি জানতাম না। লেথাপড়া না জান্লেই যে মাহুষ হয় না, তা নয়;—এই রমেশ একেবারে মূর্ত্তিমান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কুরলে মা!"

"ঠাকুর মশাই, কাশাতে এসেও পণ্ডিতি ছাড়লেন না। দিদি
লক্ষী, ওঁর কথা গুনো না। এই রমেশ যে দেখ্ছ, এ শাস্তরও
নয়, কিছুই না—একটা অপদার্থ—একটা সং৷ কতজন কত
সং সেজে বেড়ায়, রমেশও একটা সং সেজে বেড়াচ্ছে। তাই
দেখে কেউ হাসে, কেউ ঠাটা করে, কেউ পাগল বলে। শোন
দিদি, একটা গান শোন।—ওস্তাদের গান—একেবারে মনের কথা
বলা গান।"—এই বলিয়া রমেশ গান ধরিল—

"কারে তুই দেখে রে সং, বল্ দেখি মন ! হাসিদ্ এমন হা হা করে। সংসারে সকলেই সং, ভেবে দেখ মন,
সংসারে সং, ছাড়া নেই রে;
কেহ বা সংসার ত্যেজে সং সেজেছে,
সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হলি যথন, তথনি সং
সাজিলি মন, ভেবে দেখ্ রে;
কাটালি শিশু-বেলা, করে থেলা,
মেথে ধূলা সব শরীরে।
যৌবনে ঘোর সংসারী, চির বেড়ি
পারে পরি বেড়াস ঘূরে;
আবার তোর এ কি সাজা, পরের বোঝা
বসুরে সদা লয়ে শিরে।"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "রমেশ, এ গান তুমি কোথায় শিথ্লে ? এ যে আমাদের দেশের গান। এ গানে যে এক সময় আমাদের অঞ্চল ভেসে গিয়েছিল। যে মহাপুরুষ এই সকল গান বেঁধেছিলেন, তাঁকে আমরা দেখেছি। এ গান কাশীতে পর্যান্ত এসেছে।"

রমেশ বলিল, "তাঁরা যে দেবতা। তাঁদের কথা কি এক গাঁরে আট্কে থাকে, বাতাদের সঙ্গে উড়ে আদে। এখন কাশীতে কভ ভিকিরী ঐ সব গান গায়। আমিও অনেক গান জানি, আজ রাত হয়ে গেল দিদি লক্ষ্মী, শোও গে। রমেশের গান কভ ভানব —শেষে জালাতন হয়ে যেতে হবে।"

লক্ষী বলিল, "দে ভাবনা তোমাকে ভাব্তে হবে না।"

ইহার ছই একদিন পরে সত্যবাবু আসিয়া বড় কর্তাকে বলিলেন যে, বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে সেইদিনই কলিকাতায় যাইতে হইবে। তিনি রমেশকে ভাল করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; সে সর্বাদা তাঁহাদের তত্ত্ব লইবে এবং যতদিন তিনি ফিরিয়ানা আসেন, ততদিন রমেশ এই বাডাতেই রাত্তিতে থাকিবে।

সত্যবাবুকে আর ফিরিয়া আসিতে হইল না। তিন চার
দিন পরেই সংবাদ আসিল যে, গাড়ীতে যাইবার সময় সাণ্ডা
লাগিয়া গাড়ীর মধ্যেই তাঁহার জর হয়, এবং সেই জরেই দিতায়
দিনে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়৷ কানা
হইতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্তা দেশে চলিয়া গগেলেন। যাইবার
সময় রমেশকে সঙ্গে লইবার অনেক চেঠা করিয়াছিলেন; রমেশ
সন্মত হয় নাই,—সে কানী ছাড়িয়৷ এই বৃদ্ধ বয়সে আর কোথাও
যাইবে না।

সত্যবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই কানার বাড়ী-বর ও কন্টাক্টের কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্ম কানাতে আসিরা উপস্থিত হইলেন এবং কন্টাক্টের কাজের ভার অপর একজনের উপর শুস্ত করিয়া কানীর বসত-বাড়ী ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রমেশকে কলিকাতায় লইয়া যাইড়ত চাহিলেন, কারণ কাশীতে তিনি আর আপাততঃ বাসা রাখিবেন না; যে একজন সরকার ছিল, সেই মাত্র থাকিবে। রমেশ এই কথা শুনিয়া সত্যবাবুর পুত্রকে বলিল "বড়বাবু, এতদিন কাশীতেই আছি। এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। আর কোনখানে একটা কাজ কর্ম্ম জুঠাইয়া লইব।" স্থতরাং রমেশের চাকরী গেল।

এই সংবাদ শুনিয়া বড় গিয়ী বলিলেন, "রমেশ, তুমি ত ওথানে চার-টাকা মাইনে পেতে। আমরাও তাই দেব; তুমি আমাদের কাছেই থাক। ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিই। ছইজনের দরকার কি। বাড়ীর যে কাজকর্মা, তা আর তোমাকে করতে হবে না; সে আমরাই করে নেব। তুমি আমাদের কাছেই থাক।"

রমেশ বলিল, "মা ঠাকরুণ, এথানে যে থাক্ব, তা আমিই স্থির করেছি। তোমরা, না বল্লেও থাক্তাম; কিন্তু একটা কাজ করতে হবে মা, আমাকে মাইনে দিতে পারবে না;—ছেলে কি মায়ের সেবা করে নাইনে নিতে পারে, না মা-ই তা দিতে পারে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "রমেশ, তুমি যা বল্ছ, তা ঠিক; কিন্তু তোমারও ত শেষ ভাবতে হয়; তুপয়সা হাতে থাক্লে, স্বাই ডৈকে জিজাসা করবে। আমাদের ভরসা কি বল ১"

"মা গো, রমেশ সে ভাবনা কোন দিনই ভাবে নাই। সে

জয়ৄ তোমাকেও চিন্তা করতে হবে না। এতদিন ত কত লোকের মাইনে নিয়ে চাকরী করে দেখলাম; এতদিন পরে যদি বিনা-মাইনের একটা কাজ জুটে গেল, তথন ছাড়ি কেন? ভবেলা ছটো প্রসাদ দেবে—এই কথা।"

বড় কর্ত্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রমেশ, তুমিই বিবেচনা করে দেখ, আমাদের যথন শক্তি আছে, তখন তুমি নেবে না কেন ?"

"নেব না কেন, তা আপনি ব্যবেন না। টাকাই কি বড় হোলো কর্ত্তা মশাই! এত ভালবাসার কি একটা দাম নেই। সেই দাম দিয়ে যে আপনারা আমাকে এই কয়দিনের মধ্যেই কিনে ফেলেছেন, তা জানেন ?"

বড় কর্তা আর কথা বলিলেন না। কাশীতে আসিয়া সত্যসত্যই এই এক অম্ল্য রত্ন তাঁহাদের লাভ হইল।

বড় কর্ত্তা কাশীতে পৌছিয়াই হরেরক্ষকে পৌছা সংবাদ দিয়াছিলেন; হরেরক্ষও তাহার উত্তর দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সতাবাবুর স্থায় ভদ্রলোকের আশ্রয় ও সাহায্য পাইয়াছেন, এ সংবাদ পাইয়া হরেরক্ষ অনেকটা নিশ্চিস্ত হইলেন। তাহার পর লক্ষীর অদৃষ্টে যা থাকে, সে পরের কথা। এখনও ত পাঁচ-ছয় মাস বিলম্ব আছে।

হরেক্নঞ্চ একদিক হিসাব করিয়া পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব দেখিলেন; কিন্তু বিধাতা আর একদিক দিয়া যে তাঁহাকে অকুলে ভাসাইবেন, সে কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কাশীতে আসিবার পর প্রায় একমাস চলিয়া গেল। ব্রমেশ কাজকর্ম করে ;—কোনই অস্কবিধা নাই।

এই সময় কাশীতে ভয়ানক ওলাউঠা দেখা দিল। দেখিতেদৈখিতে সহর-ময় এই কাল ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। যাহাদের
অন্ত কোথাও আশ্রম ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল;
এমন কি যাহারা কাশীবাস করিতেই আসিয়াছিল,—কাশীতে
জীবন বিসর্জন দেওয়াই যাহাদের কামনা ছিল, তাহাদের মধ্যেও
অনেকে কাশী ত্যাগ করিল। চারিদিকে একটা আতঙ্ক, একটা
হাহাকার উঠিল।

রমেশ নিজের জন্য ভাবিল না; কিন্তু তাহার ভয় হইল;
এই ব্রাহ্মণ পরিবারে যদি কাল ব্যাধি প্রবেশ করে। এই বাড়ীর
একজন গেলেই যে সর্ক্রনাশ হইবে। রমেশ কি করিবে; যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করিল; আহারাদির বিশেষ বন্দোবস্ত
করিল।

কিন্ত বিধাতা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা ত মানুষের হাতে নাই; মানুষ সাবধান হইতে পারে, কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইবেই,—কেহই তাহা আট্কাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন শেষ-রাত্রিতে বড় গিন্নী রোগে আক্রান্ত ইইলেন।
প্রাতঃকালেই রমেশ তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।
ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলেন; কিন্তু সে সময় আর ঔষধে কোন
ফল ইইতেছিল না; যাহাকে এই কাল ব্যাধি ধরিতেছিল, সে

আর বৃক্ষা পাইতেছিল না। দ্বিপ্রহরের সময়ই বড় গিন্নীর অবস্থা খারাপ হইল। বড় কর্তা বলিলেন "রমেশ, আর ডাক্তার ডাকিয়া কোন লাভ নাই। তুমি এক কাজ কর, হরেক্ষ্ণকে একটা টেলিগ্রাফ করে দেও; কিন্তু তাকে আসতে নিষেধ করিও।"

বড় গিল্পী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরপোকে একবার দেখ্তে ইচ্ছা করছে বটে, কিন্তু কাজ নেই; তাকে খবর দিও না। সে খবর পেলেই ছুটে আস্বে। এখন এসে কাজ নেই। তাকে দেখ্তে পেলাম না, তার হাতে অভাগীকে দিয়ে যেতে পার-লাম না।"

রমেশ বলিল, "মাঠাকরুণ, ভয় পাবেন না। আপনি সেরে উঠ্বেন।"

বড় গিন্ধী বলিলেন "রমেশ, দে আশা আর নেই বাণ! তোমাকে কিছুই বলে যেতে পারলাম না—সময় পেলাম না। এত শীগ্গিরই যে যেতে হবে, তা জান্তাম না। লক্ষী আমার বড় অভাগিনী। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর নাপ, তাকে তুমি ছাড়বে না—স্থ-ছঃখে তাকে দেখ্বে। বড় ভাইয়ের মত তাকে পালন করবে। এই কথাটা আমাকে বল—আমি হথে মরতে পারব। আর শোন লক্ষী, শোন রমেশ, আমি দিব্য চক্ষে দেখ্তে পারছি, একটু সময়ের আগে-পাছের জন্ম আমি সিঁথিতে সিন্দূর নিয়ে মরতে পারলাম। কর্ত্তাও আর নেই; তিনিও আমার সঙ্গে-সঞ্জেই আস্ছেন। ঐ দেখ, আমি দেখ্তে পাছিছ।" এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্তিত করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে বড় কর্তা একবার বাহিরে গেলেন; একটু পরেই ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "গিন্নী, তোমার কথা কি মিধ্যা হয়। মা লক্ষ্মী, আমি যে আঁধার দেখ্ছি; আমাকে শুইরে দে মা!"

একবার ভেদ হইয়াই বড় কর্তা শ্ব্যাশায়ী হইলেন। পাশাপাশি ছই শ্ব্যা রচিত হইল; লক্ষ্মীর তথন আর কালা নেই—
সে উৎস তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। সে একবার মায়ের মূথে,
একবার বাপের মূথে গঙ্গাজল দিতে লাগিল। আর বলিতে
লাগিল "বাবা, বিশ্বনাথের নাম কর" "মা, অরপুর্ণাকে ডাক।"

রমেশ অক্ল সাগরে পড়িল; সে যে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। লক্ষ্মীকে বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, ভূমি একটু একেলা থাক্তে পারবে। আমি এক দৌড়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাই।"

বড় কর্তা বলিলেন, "রমেশ, আর ডাক্তার ডেকে কি হবে; এখন মুখে গৃঙ্গাজল-দেও, আর বাবার নাম শুনাও।"

রমেশ বলিল, "সে ত আছেই ঠাকুর মশাই! এমন করে বিনা চিকিৎসায় ত রাথতে পারি নে। দিদি লক্ষী, কোন ভয় নেই। আমি যাব, আর আস্ব।"

বড় গিল্লা বলিলেন "রমেশ, আমার লক্ষ্মীর যে আর কেউ নেই বাবা।"

রুমেশ তথন উর্দ্বাদে ডাক্তারের বাড়ী গেল; বলিল, "ডাক্তার বাবু, আপনি যা চাইবেন, তাই দেব, একবার আহ্বন; গিল্লীমাকে তথন দেখে এসেছেন, কর্তারও ঐ রোগে ধরেছে। আপনি একটীবার আহ্বন।"

ডাক্তার বলিলেন, "গিয়ে কি হবে বাপু, এতদিনের মধ্যে একটাকৈও ত বাঁচাতে পারলাম না; সব ওষুদ বৃথা হয়ে যাচছে। আর গিয়ে কাজ নেই; এই বাবস্থা লিথে দিচছি; ওষুদ নিয়ে যাও, খাওয়াও; আয়ু থাকে, বাঁচবে। গিয়ে কোন ফল নেই।"

রমেশ অনেক মিনতি করিল; ডাক্তার আসিলেন না। রমেশ তথন ডাক্তারথানা হইতে ঔষধ লইয়া, মনে করিল, এঁদের বাড়ীতে একটা থবর দেওয়া দরকার। যে রকম অবস্থা, তাতে কর্তা গিন্নী কাহারও রক্ষা নেই। মেয়েটীকে লইয়া সে মহাবিপদে পড়িবে। এই মনে করিয়া রমেশ ডাকঘরে যাইয়া হরেক্ষকে টেলিগ্রাম করিল: তাহার ঠিকানা সে পূর্বেই জানিত।

প্রায় আধ্যণ্টা পরে রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেথিল,
ভইজনেরই অবস্থা ক্রমেই থারাপ হইতেছে। রমেশ বলিল,
"ঠাকুর মশাই, ওষুদ এনেছি; একটু থান।"

"আমার আর ওষুদে কিছু হবে না। দেখ, গিলীকে বাঁচাতে পার কি না। আর হরেক্সঞ্চকে একটা ধবর দেও।"

রমেশ বলিল, "তাঁকে তার করেছি।"

"বেশ করেছ বাবা! এখন গিন্নীর জন্ম ভাল করে চেটা কর। ওঁকে না বাঁচাতে পারলে লক্ষ্মীর কি হবে ?"

লক্ষী বলিল, "বাবা, এখন বিশ্বনাথের নাম করুন। আমার অদুষ্টে যা থাকে, তাই হবে।" "মা, তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। তুই যে বড় অভাগিনী।" বড় কর্ত্তার চকু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

লক্ষী বলিল, "বাবা, কাতর হবেন না। ঠাকুর-দেবতার নাম করুন।"

বড় কর্তা 'হু' বিশেষা নীরব হইলেন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পার্শের বিছানার দিকে;—সে যে কি দৃষ্টি, তাহার বর্ণনা করা যায় না। বড় কর্তা এক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর একটা কথাও বলিলেন না।

বড় গিন্নী সূধু বলেন, "লক্ষ্মী, মা আমার, তোকে যে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম। ও রমেশ, বাবা, দেথ কর্ত্তা কেমন করছেন। ওর মুথে একটু গঙ্গাজল দে মা! হে ঠাকুর, আর কোন প্রার্থনা নেই, আমাকে আগে নিয়ে যাও—আমাকে আগে। আর ঐ হতভাগিনী—মা গো!"

লক্ষীর চক্ষে জল নাই ; একবার সে পিতার পার্শ্বে থাইয়া বসে, আবার যথন মাতা তেমন করিয়া উঠেন, তথন মায়ের কাছে যায়।

বেলাও যাইতে লাগিল; ছই জনের অবস্থাই ক্রমে থারাপ হইতে লাগিল। রমেশ দেখিল, রাত্রিও কাটিবে না,—হয় ত সন্ধ্যার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। সে তথন ছই জনেরই জীবনের আশা ত্যাগ করিল; তাহার ভাবনা, এঁদের স্পাতির কি হইবে। রাত্রিতে সে একেলা কি করিবে ? এথন হইতেই সে ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।

রমেশ বাড়ীর বাহিরে যাইয়া দেখে, তাহার পরিচিত এক বৃদ্ধ

গাঁজাজার রাস্তা দিয়া যাইতেছে। রমেশ তাহাকে ডাকিল;—এ সময় যে হয় একজন লোক বাড়ীতে পাইলেও তাহার ভরসা হয়।

রমেশ বলিল, "সিধু দাদা, বড় বিপদে পড়েছি ভাই ! এ বাড়ীর কর্তা-গিন্নী হুইজনই যান-যান হয়েছেন। একটী মাত্র মেন্ধে, আর্ব আমি। তুমি যদি ভাই, একটু উপকার কর, তা হলে চিরদিন মনে থাক্বে।"

"আমি কি করব—আমি যে কায়স্থ; আমি ত আর কাঁধ দিতে পারব না—আর সে ক্ষেমতাও নেই।"

রমেশ বলিল, "সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। তার বাবস্থা যা হয় আমি করব। তোমাকে স্থধু এই বারান্দায় ব'সে থাক্তে হবে।"

সিধু বলিল, "তা ত পারি ভাই, তবে কথা কি জান ? সারা-দিন পেটে কিছু পড়ে নি, তারপর তামাকটুকু যে খাব, তারও পয়সা নেই। ভিক্ষে আর মেলে না; প্রায় সকল ঘরেই কালা পড়ে গিয়েছে, ভিক্ষে কে দেয় বল ?"

রমেশ বলিল, "সে জন্ম তৃমি ভেব না। আজ আর ভিক্ষে নাই করলে। আমি তোমায় এই চার আনা পয়সা দিচ্ছি; এর থেকে পয়সা চেরেকের ভূজা কিনে আন, আর বাকী তিন আনায় তোমার তামাক নিয়ে এস। তারপর এখানে এই বারালায় ব'সে থাক। তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না—স্থধু ব'সে থাক্বে। আমি একলা মান্থব; মেয়েটীকে এ অবস্থায় ফেলে ত কোন কিছুই করতে পারব না।"

সিধু বলিল, "বেশ, তা পয়সা দেও।"

রমেশ তাহাকে চারি আনা পরসা দিয়া বলিল, "যাও ভাই সিধু, শীগ্রির ফিরে এস। পালিও না যেন।"

সিধু বলিল, "আরে তুমি কও কি! রাধামাধব! নেশা করি বলে কি, আর ধর্মজ্ঞান নেই। আমি এখনই আস্ছি।" এই বলিয়া সিধু চলিয়া গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া বলিল, "এই দেখ ভাই, আমি এসেছি। দেখ, একটু আগগুনের ব্যবস্থা করে দেও, আর কিছুরই দরকার নেই।"

সিধুকে পাইয়া রমেশের ভরসা হইল। সিধু বারান্দায় বসিয়া রহিল। রমেশ একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিল। এমন বিপদে সে কথনও পড়ে নাই।

সন্ধার সময় বড় কর্তা বেণী কাতর হইয়া পড়িলেন। রমেশ একটু-আদটুকু নাড়ী দেখিতে জানিত। সে দেখিল, বড় কর্তার নাড়ী ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে; গিন্নার নাড়ী যেন একটু সবল! সে তথন চুপে-চুপে লক্ষীকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি লক্ষী, কর্তার অবস্থাই বেণী থারাপ।"

কথাটা বড় গিন্নীর কাণে গেল, অথবা তিনি ভাবেই কথাটা বুঝিয়া লইলেন; বলিলেন, "রমেশ, তা ত হবে না—হতে পারে না বাবা! আমাকেই যে আগে যেতে হবে।"

রমেশ বলিল, "ও কি বল্ছেন মা! আপনার নাড়ী বেশ ভাল। আপনার কোন ভয় নেই।"

বড় গিন্নীর কথা জড়াইয়া আসিতেছিল; তিনি বলিলেন, "ভয়

আর নেই বাবা। একটা কাজ কর, ওঁর পায়ের ধ্লো এনে আমার মাথায় দেও। আমার যে উঠবার শক্তি নেই।"

লক্ষী তাহাই করিল। বড় গিন্নী একটা শান্তির নি:শাস কেলিয়া বলিলেন, "আ:! শরীর জুড়িয়ে গেল;—রোগ ত আর নেই মা!" রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবা রমেশ, আবার বল্ছি, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর বাবা, লক্ষীকে তুমি দেথ্বে। ওর কথা ত তোমাকে কিছুই বল্তে পারলাম না। বড় পোড়া কপাল ওর বাবা! তুমি ওকে ঘুণা কোরো না। মেয়ে আমার সতীলক্ষী। ওকে আশ্রয় দিও বাপ। লক্ষী, একটু সরে বোসো মা! ওঁকে একবার ভাল করে দেখ্তে দাও—একবার শেষ দেখা দেখে নেই। রমেশ, লক্ষীকে তোমার হাতে—"

আর কথা বাহির হইল না; গুইটা দীর্ঘখাস টানিয়া সতী-শিরোমণি স্বামীর দিকে চাহিয়া চিরদিনের জন্ম নীরব হইলেন।

লক্ষী এতক্ষণও ধৈর্যা ধরিয়া ছিল; এখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না;—"মা, মাগো" বলিয়া মায়ের বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িল।

তাহার চীৎকারে বড় কর্ত্তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই ছিলেন; কিন্তু কিছুই এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন অতি ক্ষাণ, অতি কাতর স্বরে বলিলেন "গিয়ী, আগেই গেলে। যাও—আমিও আস্ছি—এখনই আস্ছি। ভাই হরেরক্ষণ! ভাই রে!"

সব শেষ ইইয়া গেল। ছুই মিনিট আগগে-পাছে ছুইটা আআ চলিয়া গেল।

রমেশ দাঁড়াইয়া এই দৃশু দেখিল; এমন মরণ ত সে কখন দেখে নাই। এ যে সহমরণ,—এ যে যুক্তি করিয়া প্রস্থান।

রমেশ কাঁদিয়া উঠিল; "দেবতা, এই দেখাবার জন্ম কি কাশী এসেছিলে;—এরই জন্ম কি রমেশকে ডেকে এনেছিলে—এত আদর করেছিলে।"

রমেশ মাটীতে বসিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল; লক্ষ্মীও মায়ের বুকের উপর পড়িয়া রহিল।

তথন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; ঘর অন্ধকার! এই অন্ধকারে ছইটী মৃতদেহ লইয়া ঘরের মধ্যে ছইটী প্রাণী!

দিধ্ বাহিরেই বদিয়া ছিল। অনেকক্ষণ কোন দাড়া-শব্দ না পাইয়া এবং ঘরের মধ্যে আলো না দেখিয়া দে ডাকিল, "ও রমেশ ভাই, অন্ধকার ঘরে বদে কি করছ। ওঠো, আলো জাল। সব শেষ হয়ে গেছে না কি। ও রমেশ।"

সিধুর ডাকে রমেশের চমক ভাঙ্গিল। সে ডাকিল,"দিদি লক্ষী।" লক্ষীর তথন উত্তর দিবার শক্তি ছিল না; রমেশের ডাক তাহার কর্ণে গেল; কিন্তু সে কথা বলিতে পারিল না।

রমেশ আর কিছু না বলিয়া দেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়া হারিকেন লঠন পাইল; কিন্তু দিয়াসলাই কোথায়, তাহা খুজিয়া পাইল না। লক্ষীকে এজন্ম বিরক্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে লঠনটী হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। ্ সিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, ওদিকে সব শেষ বুঝি।" রমেশ বলিল, "সব শেষ সিধু দা! তোমার কাছে দিয়াসলাই আছে ? আলোটা যে আলতে হবে।"

সিধু বলিল "আছে বই কি।"

রমেশ আলো জালিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেল; দেখিল লক্ষ্মী সেই একই ভাবে মায়ের বুকের উপর পড়িয়া আছে।

রমেশ বলিল, "দিদি লক্ষী, ওঠ, আর কেঁদে কি করবে। যা করতে কাশীতে এসেছিলে, তা হয়ে গেল। হতভাগা রমেশকে যা দেখাতে এনেছিলে, তা দেখ্লাম। এখন আর কাঁদবার সময় নেই। সে সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে। দেবতাদের সংকারের আয়োজন ত করতে হবে। বাসি মড়া রমেশ বেঁচে থাক্তে হতে দেবে না। এই রাত্রেই যেমন করে হোক সংকার করতে হবে।"

লক্ষ্মী এইবার উঠিয়া বসিল। এথন ত কাঁদবার সময় নয়। পিতামাতার শেষ কাজ ত তাহাকেই করিতে হইবে। তার পর,—তার পর—সব অন্ধকার!

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, এই রাত্রে কি উপায় হবে ?"

রমেশ বলিল, "সে জন্ম ভাবনা নেই, দিদি লক্ষী! সংকারের কথা বল্ছ ত ? সে আমি এখনই ঠিক করে ফেলছি। এই রাত্রিতেই সে ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু একটা বড় ভাবনায় পড়েছি। এমন যে হবে, তা ত ভাবিনি। তা হলে দিনের বেলাতেই কুঠাতে গিয়ে টাকা আন্তে পারতাম। এখন ত

পাওয়া যাবে না। হাতে যা ছিল, সে সব থরচ হয়ে গেছে; সামান্ত কয় গণ্ডা পয়সা আছে। যাক্, তারও ব্যবস্থা করিছি। তুমি একেলা একটু থাক্তে পারবে। বাইরে সিধু রইল, কোন ভয় নেই। আমি যেমন করে হোক্, টাকা আর বামুন নিয়ে আস্ছি। আমার দেরী হবে না।"

লক্ষী বলিল, "রমেশদা, টাকার জন্তে ভেব না। মায়ের বাক্সে অনেক টাকা আছে। কত লাগ্বে বল, বের করে আনি। সব টাকাই এনে তোমার কাছে দিই; তুমি যা হয় কর। আমি একেলা থাক্তে পারব। ভয় কিসের—ওঁরা যে আমার মা আর বাবা। বাবা গো।" বলিয়া লক্ষী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

রমেশ বলিল, "কেঁদ না দিদি লক্ষা! সব টাকা কি হবে ? গোটা পঞ্চাশেক বার করে দেও। এই মড়িপোড়া বামুনগুলোর এখন মরস্থম পড়েছে কি না; তাতে রাত্রিকাল। পাঁচ-পাঁচ টাকার কমে কেউ যেতে রাজি হবে না। যেমন করে হোক আট দশজন বামুন ত লাগ্বে। সে আমি জোগাড় করে আন্তে পারব।"

লক্ষ্মী তথন বাক্স খুলিয়। কতকগুলি টাকা আনিয়া দিল : তথন আর তাহার টাকা গণিবার ইচ্ছা হইল না।

রমেশ বলিল "টাকাগুলো গণে দেখি, কি জানি শেষে কমনাপড়ে।" সে গণিয়া দেখিল ৭১ টাকা। "এতে চের ২বে। বাক্সেমার কিছু রইল কি গ"

ণক্ষা বলিল, "আরও আছে।"

রুমেশ বলিল, "রাভটা কেটে গেলেই হয়; তার পর আমি টাকা আনতে পারব।"

দ্বারের কাছে যাইয়া সিধুকে বলিল, "সিধু ভাই, তুমি এই ছম্মারটীর কাছে এসে বোসো; দিদি লক্ষ্মী একেলা থাক্তে ভয় না পায়।"

সিধু বলিল, "ভয় কিনের আমি এই দোর-গোড়ার বসে রইলাম। যাও রমেশ, বেনী দেরী কোরো না। তোমার ত আর এ কাশীর কিছুই অজানা নেই। ঐ রামাদের আড্ডায় বেও; সেথানে ঢের লোক পাবে।"

রমেশ বলিল, "সেখানেই যাচিছ। তুমি সিধুদা! এদিকে একটুনজর রেখো।"

সিধু বলিল, "সে আর আমাকে বল্তে হবে না, তুমি যাও।"
রমেশ তথন দশটা টাকা টেকৈ গুজিয়া বাকী টাকা কোঁচার
খুটে বাধিয়া লইল; বলিল, "দিদি লক্ষী, আমি সব ঠিক
করে লোকজন নিয়ে এথনই আস্ব। এথানকার সব আমার
চেনা, একটুও দেরী হবে না। দেখো ভাই সিধু।" বলিয়া
রমেশ বাহির হইয়া গেল। লক্ষা ছইটা মৃতদেহ ছইপাশে লইয়া
সেই ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

রুমেশ যাতা বলিয়া গিয়াছিল, তাতাই করিল। আধু ঘণ্টার মধোই বড় একথানা থাট ও দশজন বামুন সংস্থলইয়া উপস্থিত হইল।

এরা রামার দল ৷ দলের সদার রামাও আসিয়াছিল ;--

রমেশের কাছে তাহারা কত সময় কত উপকার পাইয়াছে; আর এই অসময়ে, বিপদে তাহার সাহায্য করিবে না। তবে পয়সা,—সে কি আর ছাড়া যায়;—এ যে তাহাদের ব্যবসায়।

• রামা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছু-কণ ছইটী মৃতদেহ দেখিয়া বলিল, "রমেশদা! এ যে হরগোরী দাদা! এতদিন এই কাশীতে এত মড়া পুড়িয়েছি, এমন ত দেখি নেই।" এই বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিল "দেথ্, বাাটারা, এতদিন অনেক মড়া পুড়িয়েছিস্; আজ বাদের পোড়াবি, তেমন কোন দিন দেখিস্ নি—একেবারে হরগৌরী। কি বল্ব, রাত্রি, নইলে সমস্ত কাণীধাম ঘুরিয়ে নিয়ে যেতাম—লোকে দেখ্ত কেমন মরণ।"

রমেশ সেই সময় বাহিরে আসিয়া বলিল, "রাম, তোদের সঙ্গে ত কোন কথা হয় নাই; ডেকেছি, আর এসেছিস্। এখন বল, তোরা দশজনে কত নিবি। কিন্তু বলে দিচ্ছি ভাই, ঘাটে নিয়ে ফেলেই পালাতে পারবি নে। দেণ্ছিস্ ত এঁরা রাহ্মণ। আমি ত আর ছুঁতে-করতে পারব না। থাক্বার মধ্যে আছে ঐ একটী মাত্র মেয়ে। ও আর কি করবে ? তোদেরই সব করতে হবে, বুঝলি।"

রামা বলিল, "সব বুঝেছি দাদা! কিন্তু কি করব, এই আমাদের পেশা; নইলে কি টাকা চাই। তা দেখ, এই রাত্রে, আর আজকালকার এই দিনে জন-প্রতি পাঁচ টাকার কমে কেউ, কাঁধ দিত না। তবে, একে তুমি আমাদের কত উপকার করেছ, তার পর এমন হরগোরী। যাক্, তুমি আমাদের তিনটী করে টাকা দিও। দেখু বেটারা, কেউ এতে আপত্তি করিদ্নে। টাকা ঢের পেয়েছি, বেঁচে যদি থাকি, আরও কত পাব; কির্দ্ধ এমন মড়া হয় ত আর কাঁধে করতে পারব না। আজ তোদের জন্ম দফল হয়ে যাবে। এই কথা রইল, রমেশদা, কি বল ?"

রমেশ বলিল, "বেশ, তাই দেব। আর দেরী করিদ্নে; রাত প্রায় নটা বাজে।"

তথন সকলে ঘরের মধ্যে গেল। রামা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক; এমন মৃতদেহ—এমন হরগৌরী একসঙ্গে, এক থাটে শরন করাইয়া তাহারা কোন দিন শাশানে লইয়া যার নাই।

রামা বলিল "কেমন, যা বলেছি, ঠিক কি না। দেখ্, তোদেরও মা-বাপ ছিল, কারও বা এখনও আছে। আজ ঠাটা-তামায়। করতে কেউ পাবিনে। আজ মনৈ কর্, তোদেরই বাপ-মা মরেছে; তোরা তাদেরই শাশানে নিয়ে যাচ্ছিদ্। তা যদি না পারিদ্, যাটে গিয়ে যদি মদ-গাঁজা চালাতে চাদ্, তা হলে সরে পড়্। আমি দোসরা লোক নিয়ে আস্ছি।"

সকলেই সমস্বরে বলিল "না, না, আমরা আমাদের বাপ-মাকেই আজ নিয়ে যাচ্ছি, কোন বেয়াদ্বি করব না।"

রামা তথন রমেশকে বলিল "রমেশ দা, আমরাও রাহ্মণের ছেলে। লেথাপড়া শিথি নাই; বদ্ সঙ্গে পড়ে, আর এই কাশীর কুপায় বদ্মায়েস হয়েছি; শুণ্ডামি করি, মদ-গাঁজা খাই, আরও কত কি করি;—কিন্তু তবুও আমরা ব্রাহ্মণের ছেল। আজ তুমি আমাদের যা বইতে এনেছ, এমন দেখিনি। শোন, এছ রাত্রে ত আর সহর ঘ্রিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই; কিন্তু একটা কাজ করতে হবে দাদা! এই দেবতাদের ধ্প, ঘি আর চন্নন-কাঠ দিয়ে দাহ করতে হবে। আমাদের টাকা আজ দিতে না পার, নাই পারলে, আর একদিন দিও; সেই টাকা দিয়ে আজ এই সব করতে হবে।"

দলের মধ্যের হুই তিনজন বলিয়া উঠিল, "চাই নে আমরা টাকা—আমরা টাকা নেব না। আজ এঁদের চন্ন-কাঠ দিয়ে, ঘি দিয়ে দাহ করব। আমাদের কিছু দিতে হবে না; টাকা আমরা অনেক রোজগার করতে পারব।"

मकलाई विनिशा डिठिन "त्मव ना ठीका।"

লক্ষী আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে কাঁদিয়া উঠিল,—
"বাবা গো, মা গো, একবার চেয়ে দেখ গো! তোমাদের কত
ছেলে আজ তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার
দেখ বাবা, একবার মুখ তুলে চাও মা!"

রমেশ গদদ কঠে বলিল, "বাবা বিশ্বনাথ, কোন দিন তোমায় ডাকিনি, কোন দিন তোমার নাম করিনি। আজ ভূমি এ কি থেলা দেখালে বাবা! যারা কাশীর গুণ্ডা, যাদের দেথে সহরের লোক ভয় পায়, আজ তাদের দিয়ে এ কি থেলা থেল্ছ বাবা! বল, জয় বাবা বিশ্বনাথিজিকি জয়!" সেই নৈশ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া, সেই নিস্তব্ধ পল্লী মুখুর করিয়া, সেই গৃহ হইতে বক্ত্রগন্তীর শব্দ উঠিল—

"জয় বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়_।"

লক্ষ্মীও সকল শোক ভূলিয়া, তাহাদের কঠে কণ্ঠ মিশাইয়া উচ্চৈ:স্বরে বলিল "জয় বাবা বিখনাথজিকি জয়।"

বাহির হইতে গাঁজাথোর সিধুও বলিয়া উঠিল "জয়, বাবা বিখনাথজিকি জয়, জয় মা অয়পূর্ণাকি জয়।"

ধরাতলে স্বর্গ নামিয়া আসিল। এই সমবেত কাতর কণ্ঠের জয়ধ্বনি নিশ্চয়ই—আমি বলিতেছি নিশ্চয়ই—বাবা বিশ্বনাথের কর্ণে পৌছিল। তোমরাও সকলে বল—সকল কণ্ঠ এক করিয়া বল—সর্ব্ধ-জাতি-নির্বিশেষে বল—'জয়:বাবা বিশ্বনাথজিকি জয়!" এই শাশান-যাত্রার পথে দাঁড়াইয়া একবার সেই বিশ্ববিজয়ী নাম কর,—সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে—জীবন ধন্ত হইবে।

তাহার পর সকলে মিলিয়া, বাবা বিশ্বনাথের নাম করিতেকরিতে সেই দেব-দম্পতীকে মণিকর্ণিকায় লইয়া গেল। যথেষ্ট
ধ্প, ন্মত, চন্দনকার্চ আনীত হইল। ছইটা দেহ একই চিতায়
তুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে লক্ষীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া
সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিল; তাহার পর সেই দেব-দেহে
অগ্র-সংযোগ করিল।

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব সেই দেব-দেবীকে প্রদক্ষিণ

করিয়া শিথা বিস্তার করিলেন। অত রাত্রিতেও অনেক, লোক সংবাদ পাইয়া এই পবিত্র দৃখ্য দেখিতে আসিল,—ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল।

ছই ঘণ্টা পরে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, সকলে ঘরে চলিয়া গেল। রমেশ লক্ষীকে লইয়া শূন্ত-গৃহে ফিরিয়া আসিল।

নিধু বাড়ীতে প্রহরী ছিল। তাহারা এত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল দেখিয়া বলিল, "রমেশ দা, এত শীগ্রিরই সব শেষ হয়ে গেল।"

রমেশ উত্তর দিবার পূর্বেই লক্ষী "বাবা গো—মা গো" বলিয়া প্রাঙ্গণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রাত্রি তথন প্রায় একটা। রমেশ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, অনেক সাম্বনা দিয়া, তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইল। লক্ষ্মী ঘরের এদিক ওদিক চায়, আর কাঁদিয়া উঠে।

রমেশ বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, এখন একটু ঘুমাও। সারাদিন মুখে জলটুকুও দেও নাই; তার পর এই শরীর; শেষে তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়।"

লক্ষ্মী বলিল, "রমেশ দা, এখন তাই যে আমি চাই। বাবা গেলেন, মা গেলেন; আমি বেঁচে থাক্লাম কেন ? আমারই যে আগে যাওয়া দরকার ছিল রমেশ দা!"

রমেশ বলিল, "যে নিয়ে যাবার মালিক, সে ত দিদি, কারও দরকারের দিকে চায় না—তার মত সে নিয়ে যায়।"

লক্ষী বলিল, "তুমি জান না রমেশ দা, আমার মরবার দরকার এত বেশী কেন ?"

"সে আমার জেনে কাজ নেই দিদি! তুমি ঘুমোও।"

লক্ষী বলিল, "না দাদা, আজ আর আমার দুম হবে না।
তুমি আমার কথা কিছুই জান না; তাই আমাকে দুমতে বল্ছ।
আমার কি দুম আছে ভাই। তোমরা রাত্রে ধণন মনে করেছ,

আমি ঘুমিয়েছি, আমি তথনও জেগে। এমনই করে আমার দিনরাত কেটে গেছে।"

রমেশ বলিল, "সে কথা এখন থাক্, তুমি শোও লক্ষী দিলি আমার।"

লক্ষী বলিল, "না রমেশ দা, আজ ত আমি শোব না। আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা গুন্তে হবে। শোন নি, মা মরবার আগে কতবার বলেছেন, আমি বড় হতভাগিনী। তাই অত করে তোমার হাতে আমাকে দিয়ে গিয়েছেন। তুমি না গুন্লে আর কে আমার ছঃথের কথা গুন্বে ৪°

"আজ নয় দিদি, আর একদিন ভন্বো। আজ যে আমার কিছুই ভাল লাগছে না।"

"না দাদা, সে হবে না। এখনও গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখে এস, আমার মা-বাপের চিতা গরম রয়েছে; এখনই তোমাকে ওন্তে হবে। কে বল্তে পারে, আর যদি সময় না হয়।"

রমেশ বলিল, "তুমি কি পাগল হলে দিদি লিফী! তোমার শরীর যে ভাল নয়; একটু চুপ করে শোও।"

লক্ষী বলিল, "তোমার পায়ে পজ়ি রমেশ দা, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার কথা রাথ। আজই তোমাকে স্ব বলি। তা হলে আমার বুক একটু হাল্কা হবে দাদা!"

রমেশ বলিল, "নিতাস্তই যদি তোমার জেদ হয়ে থাকে, বল;
কিন্তু এথন ও বলছি, এই অবস্থায় সারারাত জাগ্লে নিশ্চয়ই

তোমার অসুথ হবে। দেখ্ছ ত কাশীতে কি আরম্ভ হয়েছে; গরে-ঘরে সুধু কালা।"

"আমার কারাও তাই শোন দাদা! আমি বড় ছ:থিনী।"

লক্ষী তথন তাহার জীবন-কাহিনী আরম্ভ করিল। যথন সে পাষগুদের কর্তৃক তাহার অপহরণের কথা বলিতে লাগিল, তথন রমেশ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল; বলিল, "থাম দিদি, থাম; আর আমি শুন্তে চাইনে। কি ভয়ানক কথা।"

লক্ষা বলিল, "রমেশ দা, অত অধীর হোয়ো না; এখনই কি হয়েছে। এ ত সামান্ত কণা। এর চাইতেও ভয়ানক কথা আছে।"

এই বলিয়া সে পরবর্তী ঘটনা সমস্ত বলিয়া ঘাইতে লাগিল;
একটী কপাও গোপন করিল না। যথন সে তাহার গর্ভের সস্তান
নষ্ট করিবার আয়োজনের কথা বলিল, রমেশ তথন শিহরিয়া
উঠিল; লক্ষ্মীর হাত ছইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি লক্ষ্মী,
আর না—আর আমি শুন্তে পারব না—আর তোমায় বল্তে
হবে না। আমিই তার পরের কথা বল্ছি শোন। তোমার সেই
দয়াল কাকার পরামর্শ নিয়ে তোমার বাবা তোমাকে এখানে
এনেছিলেন। তার পর কোন বক্ষে তোমার সন্তানটাকে নষ্ট—"

"না, না, রমেশ দা, তা তাঁদের আর অভিপ্রায় ছিল না; সে ইচ্ছা বাবা ত্যাগ করেছিলেন। আমার যা হয় দেখে, তার পর যে ব্যবস্থা হয়, তাই তাঁকা করতেন। মা আমাকে কিছুতেই ছেডে যেতে পারতেন না।" "হয় ত এই করতেন, তোমাকে আর তোমার মাকে এখানে রেখে তিনি দেশে চলে যেতেন।"

"না, না, তাও বাবা করতে পারতেন না—তিনি আমাকে বঙ্ই ভাল বাস্তেন রমেশ দা।"

"এই বুঝি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দিদি।"

"না রমেশ দা, অমন করে বাবার বিচার কোরো না। জান না, আমাদের সমাজ কি;—জান না তুমি, আমার বাবার দেশে কত বড় নাম;—জান না তুমি, তিনি কি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বাপ-পিতামহের নাম, তাঁদের সম্মান, পরিবারের জীবনোপায়— এ সব কি মান্তবে সহজে বিসর্জন দিতে পারে ? সংসারের পেকে কেউ পারে না রমেশ দা।"

রমেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, তার পর।"
"তার পর আমার আর কিছুই বল্বার নেই। আমি সমাজ্র থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি আর কি বলব। মা যে তোমারই উপর সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছেন।"

"মা-ঠাকরণ দতীলক্ষী, তাই তিনি আমার উপর—এই সমাজ-ছাড়া মারুষের উপর ভার দিয়ে গেছেন;—তাই তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন। যাক্, তোমার কথা ত হয়েছে। এখন আমার কথা শোন। তোমার কোন ভয় নেই;— আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে তোমার একগাছি চুলও কেউ স্পেশ করতে পারবে না। রমেশ জানা তোমাদের সমাজ মানেনা,—সমাজের ভয়ও করে না। তুমিও তা কর না। তা করলে

তুমি এমন সাহস করতে পারতে না; দশজনে যা করে, তুমিও তাই করতে। কিন্তু তুমি দশজনের অনেক উপরে। তুমি সতাই শক্ষী। তোমার সমাজ—তোমার আপনার জন তোমাকে যা মনে করতে হয় করুক, আমি তোমাকে কোলে তুলে নিচ্ছি। তোমার শাস্তরে কি বলে, তা আমি জানিনে, আর জানতেও চাইনে: এই কাশীতে অনেক শাস্তর দেখলাম। তোমার শান্তরের উপর, তোমার সমাজের উপর আমার কোন দিনই ভক্তি ছিল না—আজও হবে না। তুমি ঠিক বলেছ, তুমি সতী; তোমার কোন অপরাধ নেই—কোন অপরাধ নেই দিদি। যে তোমার সর্বনাশ করেছে, সে কে, তা তুমি জান না,—আর জেনেও কাজ নেই ;—সে ত সেই রাত্রেই মরে গেছে।—তুমি ঠিক বলেছ—সে সেই রাত্রেতেই মারা গেছে। সেই দিন থেকেই হান বিধবা। কে তোমায় কি বলতে পারে ২ আস্তুক ত সে। কেমন তার শাস্তর, কেমন তার সমাজ, আমি বুঝে নেব। শোন দিদি পক্ষা, তুমি বিধবা, বিধবার মতই থাক্বে। আমি তোমাকে প্রতি-পালন করব। তোমার যে সন্তান হবে—তাকে আমি মানুষ করব—সত্যি মান্ত্র্য করব। তার পর সে যাতে তোমাদের এই সমাজের ভয় না করে, তার মত তাকে শেথাব। তুমি কিছু ভেব না। আজ বুঝলাম, এই ভার বইবার গ্রুই আমি এত দিন বেচে ছিলাম। দশ বছরের সময় মা আমাকে একেলা ফেলে যথন চলে গেল, তথন যে মরি নাই—সে এই কাজের क्रिंग : তার পর যে-বর সংসার করি নাই—সে ইচ্ছা যে হয় নাই

—সে এই কাজ করবার জন্ত। তার পর, এই বে চিরকালটা স্ত্রীলোককে মা :বোন ভিন্ন অন্ত দৃষ্টিতে দেখি নাই,
কোন দিন যে কোন বদ্ চিস্তাও আমার মনে হয় নাই; সে
ক্যামার বাহাছরী নয়,—তা আজ ব্রুলাম। যে আমাকে এই
কাজের ভার দিয়ে যাবে,—সেই তোমার মা-ই আমাকে এ কাজের
মত, এ ভার বইবার মত শক্তি দিয়েছিলেন; তাই আমি আজ
কোন ভয় না করে, দিদি লক্ষ্মী, তোমার ভার নিলাম। তোমার
মা তাই জেনেই আমার হাতে তোমাকে দিয়েছেন। বেশ, তাই
হবে। আজ থেকে রমেশ জানা এক নৃতন সংসার পাতবে। সে
সংসারে থাক্বে তার লক্ষ্মী দিদি, আর পাকুবে রমেশ—আর
থাক্বে যোস্ছেন্ত

লক্ষা এতকণ হির ভাবে রমেশের কথা শুনিতেছিল। এত দয়া, এত মমতা এই রমেশের। এত উচ্চ হৃদয় এই রমেশ দাদার। সে আশ্চর্যা হইয়া গেল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না: বলিল, "রমেশ দা, তুমি মাল্লয়, না দেবতা। এমন কথা ত আমার কাকার মুথেও শুনি নাই। আমার কাকাও তোমারই মত। তবে তিনিও যে সংসারী: তাঁকেও যে সব দিক চাইতে হয় ---সলাজের মুথ চাইতে হয়। তা নইলে, তিনিও তোমারই মত। কিয় তাঁর ত উপায় ছিল না।"

রমেশ বলিল "তাঁর কথা যা তোমার কাছে 'শুন্লাম, তাতে তিনিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না—তাঁর যে সংসার আছে, সমাজ আছে। তাঁকে আর বিপদে ফেলে কাজ কি ? দেখ, তাঁকে তার করেছি; তিনি খুব সম্ভব পরশু এনে পড়বেন। তার পৃথেকিই তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, মুকিয়ে যেতে হবে। তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? কা'লই তোমাকে আমি অহ্য যায়গায় নিয়ে যাব; কেউ সে সংবাদও জান্তে পারকে না। তারপর তোমার ভার আমার উপর। আমি যেন্ন করে হোক, তোমাকে প্রতিপালন করব।"

লক্ষ্মী বলিল, "দেই ভাল। তুমি তাই ঠিক কর। কিন্তু রমেশদা, কা'লই যে আমি যেতে পারছি নে। কাকা-কাকী তুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আস্বেন। তাঁদের একবার না দেখে, জন্মের শোধ তাঁদের কাছে বিদায় না নিয়ে যে আমি যেতে পারব না। রমেশদা, কাকা যে আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন। তুমি বল্বে, তা হলে কি করে যাব। সে আমি পারব। কাকা যা করতে চাইবেন, তা আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি। তিনি বল্বেন, তিনি বাড়ী গিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আমাকে নিয়ে জীবন কাটাবেন; আমার জন্ম তিনি সব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবেন। আমার কাকীমাও তাই বল্বেন। সেই কথাগুলো একবার তাঁদের মুখে শুন্তে চাই—তোমাকেও শোনাতে চাই। তুমি দেখ্তে পাবে, তোমারই মত আর একজন আমার আছে।"

"তারপর কি করে যাবে ?"

"যাব, নিশ্চয়ই যাব। যিনি আমার জন্ম সর্বস্থি ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবেন, পথের ভিথারী হতে চাইবেন, আমি কি তাঁকে তা করতে দিতে পারি ? কিছুতেই না রমেশ দাদা, কিছুতেই না। তবুও একবার তাঁদের না দেখে, তাঁদের মুথের কথা না শুর্নে থেতে পারব না। তাঁরা আহ্বন; এদিকে তুমিও একটা গোপন স্থান ঠিক কর। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে একদিন রাত্রিতে আমি পালিয়ে যাব। একথানা পত্রে সব কথা খুলে লিথে দিয়ে আমি জন্মের মত বিদায় হব। তারপর এই কাশীতে কি ছটো অল্প মিল্বে না ? তুমি আমাকে আশ্রম দিও, রক্ষা কোরো; আমি কারও বাড়ীতে দাসীগিরি করে, রাধুনীর কাজ করে জীবন কাটাব।"

"সে সব কিছুই তোমাকে করতে হবে না দিদি লক্ষী, তার বাবস্থা আমার উপর ;—সে ভার মা-ঠাকরুণ আমাকে দিয়ে গেছেন, তোমাকে দেন নাই। এখন ত কথা শেষ হোলো; তুমি নিশ্চিস্ত মনে একটু ঘুমোও ত দিদি! মনে কোন আক্ষেপ রেখো না; তোমার কোন অপরাধ নেই—তুমি আমার সতীলক্ষী দিদি! কা'লই আমি সব ঠিক করে ফেলব। এই কাশী ছেড়ে যেতে পারব না। এখানেই তোমাকে আমি এমন করে লুকিয়ে রাখব যে, কেউ তোমার ধোজ পাবে না।"

পরদিন লক্ষী রমেশকে বলিল, "রমেশদা, চতুর্থীর প্রাদ্ধ ত দরকার। আমি সেটা করে ফেলি। তুমি সামান্ত রকম উত্তোগ করে দেও। পণ্ডিতেরা হয় ত বল্বে, আমার অধিকার নেই, আমি পতিতা। কিন্তু তুমিও তা স্বীকার করবে না, আমিও স্বীকার করিব না। আমি মা-বাবার শ্রাদ্ধ করব। কোন রকমে কাজ শেষ করব। যা টাকা আছে, তা এই কাজেই ব্যয় "করে, একেবারে থালি হাতে পথে গিয়ে দাঁড়াব।"

রমেশ লক্ষ্মীর কথামত আয়োজন করিল। অন্ত কিছুই করা হইবে না, স্বধু সে-দিনের শ্মশ'ন-সঙ্গী কয়জনকে থাওয়ানো স্থির হইল। একজন পুরোহিতেরও ব্যবস্থা করা হইল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে রামার দল আসিয়া উপস্থিত হইল।
তাহারা সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল; কেহ বাজারে গেল,
কেহ রান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রামা বলিল, "দিদি ঠাকরুণ,
তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না; আমরা সব করে নেব।"

লক্ষী বলিল, "তোমরা সেদিন আমার ভাইয়ের কাজ করেছ; আজও ভাইয়ের কাজ কর; আনি ত কিছুই জানিনে।"

"সে জন্ম বাস্ত হতে হবে না ; সব ঠিক হয়ে যাবে।"

উত্যোগ-আয়োজন করিতে বেলা হইয়া গেল। পুরেচুহিত আদিয়া প্রান্ধের সমস্ত দ্রব্য গোছাইয়া লইলেন। লক্ষ্মী গঙ্গামান করিয়া আদিয়া প্রান্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এমন সময় একথানি গাড়ী আদিয়া দ্বারে লাগিল। রমেশ ও ছইতিনজন ছয়ারের কাছে গেল।

হরেক্ষণ তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "এই বাড়ীতে কি রামক্ষণ বাঁড়েয়ে মহাশয় থাকেন ?"

রমেশের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই লক্ষ্মীর কাকা হরেক্লঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি বাড়ীর মধ্যে যান। ওঁকে আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। ওরে রামা, জিনিস-গুলো নামাবার ব্যবস্থা কর্ ভাই।"

হরেক্লফ বলিলেন, "দাদা কেমন আছেন ?" রমেশ বলিল, "বাড়ীর মধ্যে চলুন, সব——"

আর কথা বলিতে হইল না; লক্ষ্মী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া হরেরুঞ্জের কোলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "কাকা গো, কেউ নেই কাকা। সব ভাসিয়ে দিয়েছি।"

হরেক্ষ এই হঠাৎ বজ্রপাতে একেবারে স্তস্তিত হইয়া গেলেন; তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; লক্ষীকে বুকের মধ্যে করিয়া সেইথানেই বিদিয়া পড়িলেন,—একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

রমেশ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া গাড়ীর নিকট গেল; এবং ছোট বধুকে গাড়ী হইতে নামাইল। ছোট বধুও তথন আর বাড়ীর মধ্যে যাইতে পারিলেন না; লক্ষ্মীর পার্শ্বে বিসিয়া পড়িলেন। রামার দলের ছই তিনজন গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া। গাড়োয়ানের ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

রমেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কাকা মশাই, আর কে্ঁদে কি করবেন, তাঁদের অদৃষ্টে কাশীপ্রাপ্তি ছিল, হরগৌরীর মত তাঁরা এক-সঙ্গে চলে গেছেন।"

হরেক্নঞ্চ অধীর ভাবে রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড়- বৌ!"

"তিনিও নেই; তুই মিনিট আগে-পাছে তুইজনই গিয়েছেন।"

"ওরে লক্ষী, তা হ'লে আমাদের কেউ নেই মা! দাদাও নেই,
বড়-বোও নেই। আমি কি দেথ্তে কাশী এলাম। দাদা
গো—"

অনেক বলিয়া-কহিয়া শাস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল।

রমেশ বলিল, "আজ চারদিন; তাই দিদি লক্ষ্মীকে দিয়ে চতুর্থীর কাজটা শেষ করাবার আয়োজন করেছি।"

হরেক্স বলিলেন, "তাই হোক।"

শ্রাদ্ধ কিছুক্ষণের জন্ম বন্ধ রহিল। হরেক্ষণ ও ছোট বধূকে গঙ্গাস্থান করাইয়া আনিবার জন্ম একজন তাঁহাদের সঙ্গে গেল। তাঁহারা স্থান শেষ করিয়া বাসায় আসিলেন।

হরেকৃষ্ণ বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দায় আসিয়া বলিলেন, "আর বিলম্বে কাজ নেই; পুরোহিত মশাই, কার্য্য আরম্ভ করন।"

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ওদিকে রামার দল রাঁন্নাঘরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছিল। প্রায় তিনটার সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেল। রামার দলের কুড়িজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ইরেরুফ্ তাহাদের একটাকা করিয়া ভোজন-দক্ষিণা দিলেন। তাহারা মহা সম্ভষ্ট হইল। যাইবার সময় রামা বলিল, "দেখ রমেশদা, শোন দিদি-ঠাকরুণ, যখন যা দরকার হবে, কাকের মুখে একটু খবর দিলেই এই রামার দল এসে তা ক'রে দিয়ে যাবে—একটা মাত্র খবর।"

লক্ষী বলিল, "তোমরা আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাক্বে।"

তাহারা চলিয়া গেলে হরেক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এবাকে ১"

রমেশ বলিল, "কাকা মশাই, এরা এই কাশীর একটা বড় গুণ্ডার দল। এদের অসাধা কাজ নেই। আমার এরা বাধা। তাই সেদিন সেই বিপদের সময় এদের ডেকেছিলাম; এরাই সাহায্য করেছিল, তাই সেই রাত্রে শাশানের কাজ করতে পেরেছিলাম; নইলে এখন কাশীর যে অবস্থা, এরা না এলে কিছুই করতে পারতাম না। সে রাত্রে জনপ্রতি পাঁচ টাকা দিলেও বামুন পাওয়া যেত না। এরা তিন টাকায় স্বীকার করেছিল; শেষে কেউ টাকা নিল না; বল্ল, এ টাকা দিয়ে ঘি, চল্লনকাঠ কিনে আমরা এই শব দাহ করব। তাই করল। ওরা দিদি লক্ষীর গুণে একেবারে জল হয়ে গিয়েছে।"

হরেক্ক বলিলেন, "মা আমার এমনই বটে। গাঁ একেবারে আঁগাঁও করে এসেছে। এখন সব কথা শুনি।"

রমেশ বলিল, "সে সব শুনবার সময় আছে। আপনারা একটু কিছু মুখে দেন।"

লক্ষী বলিল, "রমেশদা, কাকা কাকীমা ত ও-সব কিছু থাবেন না; ওঁদের রান্নার আধ্যোজন করে দিতে হবে। তুমিও যে কিছু খাও নাই রমেশ দা!"

"আমার জন্ম ভাবতে হবে না। এখনই ওঁদের আয়োজন করে দিচ্ছি।"

হরেরুফ বলিলেন, "এখন আর নয়; একেবারে সন্ধার পর ষা হয় করা যাবে। রমেশ, তুমি হুটো খেয়ে নেও।"

"তা কি হয় কাকা মশাই! আপনাদের দেবা হ'লে আমি তবে প্রসাদ পাব।" এই বলিয়া রমেশ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

্ হরেকৃষ্ণ তথন লক্ষীর নিকট রমেশের কথা শুনিলেন, বড় কর্ত্তা ও বড় গিল্লীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ শুনিলেন।

লক্ষী বলিল, "কাকা, রমেশ দা মান্ত্র নয়, দেবতা। সংসারে কেউ নেই; বিয়ে করে নাই। স্বভাব একেবারে নির্দ্ধল। এমন মান্ত্র্য দেখি নাই। এই যে বুড়ো হয়েছে, একদিন কোন অস্তায় কাজ করে নাই, তামাক-পানটুকু পর্যন্ত কথন খায় নাই। রমেশ দা না থাক্লে আমাদের যে কি হোতো, তা ভাবলেও প্রাণ কেমন করে ওঠে।"

त्राम এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও-সব কথা ভন্বেন

না কাকা মশাই ! আমি অতি সামাগু মামুষ ! এই দেখ দিদি লক্ষী, তুমি যে সিধু সিধু করছিলে, তোমার সিধু এসেছে।"

শিধুকে দেখিয়া লক্ষী বলিল, "শিধু, তোমার কথা কতবার বলৈছি। রমেশ দাদা বল্ল, তাকে কি খুজে পাওয়া যায়, সে কোথায় ঘুরে বেড়াচেছ।"

সিধু বলিল, "তা দিদি, ঘুরে ত বেড়াতেই হয়—ভিক্ষে ত চাই। গাঁজা সিদ্ধি থাই—ও একটা নেশা; ছাড়তে পারিনে; কিন্তু দেথ, এই মিষ্টি কথার নেশাও-সব নেশার চাইতে বড়—একেবারে নেশার রাজা! তোমার কাছে মিষ্টি কথা পেয়েছি, দিন গেলে একবার সে নেশা না করলে কি চলে, কি বল রমেশ দা!"

লক্ষী বলিল, "তা বেশ, তুমি একখানা পাতা নিয়ে বোসো সিধু! আমার কাকা এসেছেন, উনি তোমাকে পেট ভরে থাওয়াবেন। কাকা, সেই রাত্রে এই সিধু আমাদের এথানে পাহারা দিয়েছিল। সারা রাত বসে ছিল।"

সিধু বলিল, "সিধু ত প্রথমে গাঁজার লোভেই এসেছিল, বুঝলেন ঠাকুর মশাই; কিন্তু তারপর বল দেখি ঠাকরুণ, কিসের লোভে রোজ একবার করে আসি। ঐ যে বলেছি মিষ্টি কথার নেশায়। পরসা সবাই দিতে পারে;—মিষ্টি কথা, বুঝলে, ওটা দেবার লোক বড় বেশী নেই।"

তাহার পর সিধুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া হরেক্লফ তাহাকে একটা টাকা দিলেন। সিধু বলিল, "টাকা কি হবে ঠাকুর মশাই, গাঁজার পয়সা আজু আছে।" হরেরুঞ্চ বলিলেন, "নিয়ে রাখ, তুমি আমাদের সেদিন কত উপকার করেছ।"

সিধু মহা আনন্দে চলিয়া গেল। তথন ছোট-বধৃ লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, বাইরে যে কতকগুলো কাঙ্গাল-গরিব এসেছে, তাদের কি অমনি ফিরিয়ে দেবে। তা ত হবে না। আমার দিদি যে কাঙ্গালের মা ছিলেন।"

কথাটা রমেশের কালে গেল; সে বলিল, "আমি আসানাত্রই মুথ দেখেই চিনেছি, এক কাঙ্গালের মা চলে গিয়েছেন, আর এক কাঙ্গালের মা এসেছেন। সেজন্ম ভাবনা নেই; আমি এই এখনই দোকানে গিয়েছিলাম; বলে এসেছি, তারা এখনই চিড়ে-মুড়কী পাঠিয়ে দেবে। বাইরে ওদের একটু অপেক্ষা কর্তে বলেছি। চারটী করে ভূজা দেব, আর চারটী করে প্রসাদেব।"

হরের ফ বলিলেন, "উভম ব্যবস্থা করেছ"। তা হ'লে টাকা নিয়ে যাও।"

রমেশ বলিল, "টাকার দরকার নেই; আমার কাছে টাকা আছে, তাতেই হবে।"

লক্ষ্মী বলিল্, "রমেশ দা, তুমি ত সবে পাঁচিশটী টাকা কা'ল নিয়েছ। ভা দিয়ে কি এত হতে পারে—থরচ যে অনেক হরে গেল ?"

রনেশ বলিল, "দিদি লক্ষা, তোমায় ত বলেছি, হিসেব

আমি কাউকে দেই নি, দেবও না। টাকা আছে, ধরচ করছি, ব্যদ্!"

লক্ষী বলিল, "কাকা, বুঝেছ কথাটা। রুমেশ দা, নিজের 'টাকা খরচ করছে।"

রমেশ বলিল, "শুন্লেন কাকাবাবু, টাকা আবার কারো যেন নিজের হয়। টাকা কারো না; সে কারো ধার ধারে না,--টাকা টাকার। যাক্গে, এখন একটু বসি। এই চিড়ে-মৃড়কী গুলো এলে ওদের বিদেয় করতে পারলেই হয়।"

কিছুকণ পরেই কাঙ্গালী-বিদায় হইয়া গেল। প্রায় একশত কাঙ্গালী আসিয়াছিল।

সদ্ধার সময় লক্ষা ও ছোটবধু পাক করিতে গেণেন। তথন হরেক্ষণ বলিলেন, "রমেশ, যা শুন্লাম, তাতে ত তুমি আমা-দের ছেলেরও বেশী। তোমার ধার আমরা জীবনেও শোধ করতে পারব না। তারপর, দাদা আর বড়-বৌ কেন এখানে এসেছিলেন, সে সবই তুমি শুনেছ, সবই তুমি জান। এখন কর্ত্তবা কি ?"

রনেশ বলিল, "আপনি কি ভেবেছেন, তাই বলুন।"

হরেক্স বলিলেন, "আমি স্থির করলাম, তোমরা এথানে গাক, আমি একেলা একবার বাড়ী যাই। দেখানে যা কিছু আছে, বেচে-কিনে, শিশ্য যজমানদের কাছে চিরবিদায় নিম্নে আমি চলে আস্ব। তারপর যে কয়দিন বাঁচি, লক্ষীকে প্রেক করে কাশীতে কাটিয়ে দেব। দেশে আর যাব না;

সমাজের ধার আর ধারব না। কাঞ্চনপুরের বাঁড়ুয়ো বংশ লোপ পায়, পাবে; আমি পশুর মত কাজ করতে পারব না। তাই পারব না বলেই দাদাকে বড়বৌকে এথানে পাঠিয়ে-ছিলাম। তাঁরা ত চলে গেলেন। এথন আমাকেও তাই করতেঁ হবে। লক্ষীকে আমি কিছুতেই ফেল্তে পারব না;—কোন-মতেই নয়।"

"দিদিলক্ষী কি এতে স্বীকার হবে।"

"তাকে ত জিজ্ঞানা করতে যাব না। আমার যা কর্ত্তব্য, আমি তাই করব। দাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর আদেশ পালন করেছি; কিন্তু রমেশ, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাঁর আদেশও আমি মাথা পেতে নিতে পারিনি। আজ তিনি চলে গেছেন, বড়-বৌ চলে গেছেন। এখন আমার কি ? আমি যা মনে করেছি, তাই করব! 'যে সমাজ ব্যভিচারকে প্রশ্রম্ম দেয়,— যে সমাজ পাপকে গোপন করে রেখে ধার্ম্মিক সেজে বেড়াতে চায়, সে সমাজ আর আমি চাইনে। বল ত—তুমিই বল, লক্ষ্মীর অপরাধ কি ? কি অপরাধে তাকে দণ্ড দিতে যাব ? সে আমার দারা হবে না—আমি তা পারব না। তাতে সমাজ ছাড়তে হয়, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে হয়,—এমন কি আমার স্ত্রীও বদি আমাকে ছেড়ে যেতে চান, যাবেন;—আমি ঐ হতভাগিনীকে নিয়ে জীবন কাটাব। তাকে আমি ফেলতে পারব না।"

রনেশ হুই হাতে হরেক্ষের পায়ের ধূলো লইরা নাথায় দিয়া বলিল, "হাঁ, মান্তবের মত কথা বটে !" "তা হলে এই ঠিক রইল। গুই-একদিন পরেই আমি বাড়ী চলে যাব। তারপর সব ঠিকঠাক করে আস্তেঁ আমার মাসথানেক-দেড়েক বিলম্ব হবে। সাতপুরুষের বাস—ভেক্ষে আস্তে হবে; একটু দেরী হবেই। ততদিন তোমার উপর সব ভার। আমি টাকা রেখে যাব। এ বাড়ীতে যথন দাদা বড়-বৌ হজনই মারা গেলেন, তথন, এথানে আর থেকে কাজ নেই। আর একটা ছোট দেখে বাড়ী ঠিক কর। সেথানেই উঠে যাব। দেখ, আমি সব বেচে-কিনে চার পাঁচ হাজার টাকার বেশীই নিয়ে আস্তে পারব। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

রমেশ এ প্রস্তাবের কোন উত্তরই করিল না। সে বলিল, "যাক্ ও-সব কথা এখন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি দেখিগে ওঁরা রান্নবের কি করছেন।"

এই বলিয়া রমেশ উঠিয়া গেল। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে

সে ত কিছুই বলিতে পারে না; সেই রাত্তিতেই
ত লক্ষ্মীকে 'লইয়া সে পলায়ন করিবে; কাশীর
এক দ্র প্রান্তে সে ত বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছে; জিনিষ
পত্রও সামান্ত সেখানে রাথিয়া আসিয়াছে। এ কয়দিন ত সে
ঐ চেষ্টাতেই ফিরিয়াছে। আর হরেক্লফ্ট যে এই কথা বলিবেন,
তাহা লক্ষ্মী তাহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল। এ প্রস্তাবে লক্ষ্মী
যে কিছুতেই সন্মত হইতে পারে মা, তাহাও তাহারা হির
করিয়াছিল। তাই রমেশ কোন মতই প্রকাশ করিল না।

আহারাদি শেষ হইতে একটু রাত্রি হইয়া গেল। হরেক্ষ

তিন দিনের পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার পর এই শোক। তিনি একটা ঘরে শয়ন করিলেন। ছোট-বধ্ও ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তিনিও লক্ষীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছই একটা কথা বলিতে-বলিতেই নিদ্রীভিভূতা হইলেন।

লক্ষীর চক্ষে নিদ্রা নাই। আজ যে সে এতদিনের ক্ষেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোন্ এক অন্ধকার পথে বাহির হইবে;
— তাহার কি নিদ্রা আসে। এই সতর বংসরব্যাপী জীবনের ঘটনা আজ তাহার মানস-পটে উদিত হইতে লাগিল;
তাহার বুক ফাটিয়া ঘাইতে লাগিল। তাহার মনে তথন যে
কত কথা উঠিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

লক্ষী যথন দেখিল যে, সকলেই নিদ্রিত হইয়াছেন, তথন সে প্রদীপের কাছে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতে লাগিল। পত্রথানি ছোট; কিন্তু তাহার যে কলম চলে না। এক এক-বার চক্ষের জল মু'ছয়া ফেলে, আবার এক লাইন লেখে;— আবার বসিয়া ভাবে; আবার কাঁদে;—আবার কলম তুলিয়া লইয়া লিখিতে বসে।

শার ঘণ্টাথানেক চেষ্টার পর সেই ক্ষুদ্র পত্রথানি ধীরে পীরে বিছানার উপর রাথিয়া দিল। তাহার পর নিদ্রিতা কাকীমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। আর যে সে স্লেহ-মাথা মুথ সে দেখিতে পাইবে না—আর যে 'কাকীমা' বলিয়া আদর করিয়া কাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে পারিবে না। আর একটু পরেই সব শেষ হইবে,—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ইইয়া

যাইবে। লক্ষ্মী তথন একাকিনী হইবে। এই সংসারের সহিত তাহাকে একাকিনী যুদ্ধ করিতে হইবে। ভরসা ভগশান—
ভরসা ঐ সর্বানিয়স্তা বাবা বিশ্বনাথ।

ু লক্ষ্মী আর অধিকক্ষণ ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিতে পারিল না, কি জানি যদি তাহার কাকী-মা হঠাৎ জাগিয়া উঠেন। তাহা হইলে ত তাহার আর যাওয়া হইবে না। সে তথন ধীরে-ধীরে বারান্দায় আসিয়া নিঃশব্দে দাঁডাইল।

রমেশও বাহিরে বসিয়াই আছে : তাহারও অপার ভাবনা। জীবনের এই শেষ ভাগে এ কি বিষম, কি গুরুতর দায়িত্ব সে মাথায় লইতেছে। একবার মনে হইতেছে. কাজ নেই, লক্ষ্মীকে নিবৃত্ত করি, এ অন্ধকারে পা ফেলিয়া কাজ নাই। পরক্ষণেই মনে হইতেছে, তাহার মা-ঠাকরুণের সেই অন্তিম অনুরোধ---তাঁহার মৃত্যুশ্যার কথা—প্রতিজ্ঞার কথা। শেষে তাহার প্রতিজ্ঞারই জয় হইল। দে মনে মনে বলিল, "যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে। লক্ষীদিদিকে লইয়া আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। এতদিন পরের ভাবনা ভাবি নাই, নিজের ভাবনাও ভাবি নাই:—এখন একবার পরের ভাবনাই ভাবি। আর আমিই বা ভাৰতে যাই কেন ? আমি কে ? আমি কি ? কিছু না—কিছু না। ওরে 'আমি', তুই একটু সরে যা। তুই আমাকে এ কাজে বাধা দিবি; তুই সঙ্গে থাক্লে সব নষ্ট হবে। এদ 'তুমি'—ওগো 'তুমি'—সব কাজ কর—লক্ষীকে রক্ষা কর। লক্ষীর ভার ଶ୍ର ।"

এই সময় লক্ষ্মী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ উঠিয়া বলিল, ''এসেছ দিদি লক্ষ্মী, চল। ঐ দেখ, বাবা বিশ্বনাথ পথ দেখাবার জন্ম দাঁড়িয়ে আছেন। এই রমেশের মুখের দিকে চেয়ো না—চেয়ো না, তা হলে পড়ে যাবে,—এ পথে চল্তে পারবেল। চাও ঐ বিশ্বনাথের দিকে! চল, চল, দিদি, তিনি পথের মধ্যে দাঁডিয়ে আছেন।"

রমেশের কথা শুনিয়া লক্ষীর শরীর রোমাঞ্চ হইল। সে বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সত্যই বিশ্বনাথ পথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আর ত দেরী করা চলে না।

সে দিক হইতে মুথ ফিরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, "চল, রমেশ দাদা!"
এই বলিয়াই একটু চুপ করিল। হায় অভাগিনী, এথনও মায়া
—এথনও কাকা! লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, কাকাকে একবার
দেখে যাব না —আমার কাকা—" কণ্ঠ রুদ্ধ হুইল।

কক্ষের দার একটু থোলা ছিল। লক্ষী দার আর একটু খুলিল। হরেরুফ্ণ বোধ হয় তথন স্বপ্ন দেথিতেছিলেন; তিনি স্বপ্নবোরেই বলিয়া উঠিলেন—

"লক্ষী-মা আমার।"

লক্ষীর আর পা চলিল না। এ কি মায়া। ওগো, এ কি খেলা।
লক্ষী হই-পা সরিয়া আসিয়া ভূমিতলে মন্তক ঠেকাইয়া বলিল,
"কাকা যাই।"

তাহার পরই কোন দিকে না চাহিরা, রমেশকেও না ডাকিয়া এক বস্ত্রে বিনা সন্থলে, পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশও প্রস্তুত ছিল। সে নিকটে আসিলে লক্ষ্মী বলিলু, "চল রমেশ দা, জোরে চল—জোরে—জোরে" বলিয়া অগ্রসর হুইল।

রমেশ কিছুদ্র পিছনে পিছনে যাইয়া বলিল "দিদিলগ্নী, বড় রাস্তায় গোলে চল্বে না। গালি দিয়ে যেতে হবে। এত রাত্রিতে বড় রাস্তায় পাহারাওয়ালা, পুলিশের লোক থাকে। এই পথে এস।" বলিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে একটা সঙ্কার্ন গালির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর এগলি-ওগলি দিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া, একটা অতি ক্ষুদ্র গালির মধ্যে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিল। একটু যাইয়াই একটা বাড়ীর সক্ষুথে দাঁড়াইল; কোঁচার খুট হইতে চাবি লইয়া সেই বাড়ীর দারের তালা খুলিল।

লক্ষী তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে বাইতেছিল; রমেশ বলিল, "একটু দাড়াও দিদি লক্ষী, আলোটা জালি। সব ঠিক আছে। অন্ধকারে অজানা বাড়ীতে যেতে পারবে না।" এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই আলো জালিল এবং পথ দেখাইয়া একটা ছোট সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া উঠিল।

বাড়ীটা অতি ছোট। উপরে একটী ঘর ও একটী বারান্দা;
নীচে ছুইটা ঘর; সমুথে ছোট একটী উঠান; তাহারই পার্শে রান্নাঘর ও একদিকে পাইখানা। বাড়ীটা একেবারে নৃতন।

লক্ষ্মীকে উপরে লইয়া গিয়া, ঘরটী খুলিয়া দিল।' লক্ষ্মী ঘরের নেজেয় বসিয়া কাঁদিয়া উঠিল "বাবা গো—ও মা—কাকাগো।" প্রাতঃকালে হরেক্কঞের প্রথমে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখেন, দার খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় আসিয়া দেখেন, রমেশ নাই। মনে করিলেন, রমেশ উঠিয়া কোথাও গিয়াছে। তথন ধীরে-ধীরে পাশের ঘরের দিকে গেলেন; দেখেন সে ঘরঃ খোলা। দারের নিকট হইতে ডাকিলেন "লক্ষী।"

শব্দ শুনিয়াই ছোটবধূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। হরেরুঞ্ বলিলেন, "লক্ষী কৈ ?"

ছোট-বধ্ বলিলেন, "বোধ হয় বাইরে গেছে। তাই ত সকাল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী যে বলেছিল, রাত থাক্তে উঠে, আমাকে নিয়ে গঙ্গাস্থানে যাবে।" এই বলিয়া থাটের উপর হইতে নামিতে গিয়াই দেখেন, বিছানার উপর একথানা চিঠি পড়িয়া আছে।

ছোট বধ্ বলিলেন, "বিছানার উপর কার এ চিঠি।" এই বলিয়া চিঠিথানি তুলিয়া দেখিয়াই বলিলেন, "ওগো, এ যে তোমার নামে চিঠি, হাতের লেখা যে লক্ষীর।" বলিয়াই তিনি বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন।

"আমার নামের চিঠি! লক্ষীর হাতের লেখা!" বল কি ?" বলিয়াই হরেক্বঞ্চ ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঘরে তথনও সামান্ত অন্ধকার ছিল। তিনি চিঠিখানি লইয়া বাহিরে বারালায় আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটু পড়িয়াই বসিয়া পড়িলেন; আর পড়া হইল না; চীৎকার করিয়া বলিলেন "সর্বনাশ হয়েছে, লক্ষী চলে গিয়েছে। লক্ষী, মা, লক্ষী আমার।"

ছোট-বধূ তথন দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া চিঠিথানি লইয়া
পাজিলেন। চিঠিথানি এই——

শ্রীচরণকমলেষু,

কাকা, আমি জন্মের মত চলিলাম। বাবা মা যে দিন মারা যান, সেইদিনই যাইতাম। যাইতে পারি নাই: জানিতাম তোমরা আসিবে। তোমাদের একবার না দেখিয়া, তোমাদের মুথে মা লক্ষ্মী ডাক না শুনিয়া ঘাইতে পারি নাই। তোমাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। এখন চলিলাম। তুমি আমার জন্ম সব ছাড়িতে পার, তাহা আমি জানি। কিন্তু, তাহা হইতে পারে না: বাপ-পিতামহের নাম তুমি ডুবাইতে পারিবে না, বংশলোপ করিতে পাইবে না। তাহা আমি করিতে দিব না। তাই চলিলাম। আমার অনুসন্ধান করিও না, খুঁজিয়া পাইবে না। স্থির জানিও, তোমার ভাইঝি কুপথে যাইবে না। সে প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম রক্ষা করিবে। দেবতার মত রমেশদা তাহার সহায় থাকিবে। তোমরা বাড়ী যাও। বাবা মার মৃত্যু-সংবাদ সত্য সংবাদ। সেই সঙ্গে সমাজের দিকে চাহিয়া একটা মিথা। সংবাদও প্রচার করিও,—লক্ষীও মারা গিয়াছে। কত জন কত করে, তুমি এইটুকু মিথ্যা বলিও। তোমাদের কাছে আজ হইতে আমি মৃত, এ কথা ঠিক। কাকীমাকে আমার প্রণাম দিও। আর একটা অনুরোধ কাকা। অভাগিনী কন্তার কথা এক-একবার মনে করিও। আর আণীর্কাদ করিও, আমি যেন

শীঘ্র মরি। কাকা, তোমার কথার অবাধ্য হইলাম। কিন্তু আর কোন,উপায় বা পথ দেখিলাম না।

नको।

কে শুনিবে তাঁহাদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন! কেহ নাই—কেহ

এই অপরিচিত সহরে কোথায় তাঁহারা লক্ষ্মীর অনুসন্ধান করিবেন? তবুও ছুইতিনদিন নানা স্থানে ঘুরিলেন। সত্যবাবুর যে সরকারটী কাশীতে ছিল, সেও কয়েক দিন অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ফলই হুইল না। সরকার তাঁহাদিগকে বলিল "কোন ভয় করবেন না। রমেশ খাঁটি মানুষ। অমন মানুষ হয় না। তার দ্বারা আপনাদের মেয়ের কোন অনিষ্ট হবে না, এ কথা আমি খুব বল্তে পারি। আপনাদের ঠিকানা আমাকে দিয়ে আপনারা দেশে যান। যথনই কোন সংবাদ পাব, তথনই আপনাকে জানাব।"

হরেরুঞ্চ আর কি করিবেন। তিন চারি দিন বৃগা অন্থ-সন্ধান করিয়া, অবশেষে বাড়ী-ভাড়া মিটাইয়া দিয়া এবং সর-কারের হাতে ধরিয়া, সংবাদ দিবার জন্ম বারবার অন্ধ্রোধ করিয়া, সোণার কমল কাশীর জন-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন,।

76

রমেশ প্রথম ছই তিন দিন দিবাভাগে বাহির হইত না, কি জানি রাস্তায় যদি হরেক্ষেরে সহিত দেখা হয়। তাহার পর সে কোন প্রকারে সংবাদ পাইল যে, হরেক্ষ দেশে চলিয়া গিয়াছেন; তথন সে হাট-বাজার করিবার জন্ম দিনেও বাহির হুইতে আরম্ভ করিল।

এ কয়দিনে সে একটা কথা বৃঝিতে পারিয়াছিল। সে দেখিল, এখন একাকিনী অবস্থায় লক্ষ্মীকে রাথা সঙ্গত নহে; ইহা যে তাহার পক্ষে নির্জ্জন কারাবাস হইল। এ ভাবে বাস করিলে তাহার শরার মন ছই-ই অল্পদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাহার পর, যথন তাহার প্রসবের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই বা সে কি করিবেঁ
 কৈ তাহার সেবা করিবে, কে পথা দিবে
 পূর্ব্বে এ সকল কথা তাহার মনে উঠে নাই; এখন এই নির্জ্জন গৃহে বিসয়া সে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল।

সে বেশ বুঝিল, লক্ষ্মীর সঙ্গিনা দরকার। গৃহের সামাপ্ত কাজকর্মে আর কভটুকু সময় লাগে? অবশিষ্ট সময় ভাহার মত নিরক্ষর বৃদ্ধের সঙ্গে এমন কি কথায় সে কাটাইতে পারে? ভাহার শরীর না হয় এখন ভাল আছে; কিন্তু, বিশ্বনাথ না ককন, যদি সে ভইনিন অন্তু হয়, তথন ভাহার ভাত-জল কে দিবে ? ব্রাহ্মণ-কন্সা ত তাহার রালা কোন দ্রব্য থাইতে পারে না ; আর সে-ই বা এমন কাজ করিবে কেন ?

কিন্তু সে বিশ্বাস করিয়া ভার দিতে পারে, এমন স্ত্রীলোক ত অনেক চিন্তা করিয়াও খুঁজিয়া পাইল না। কাশীর মঠ স্থানে কত জন যে কত ভেক ধরিয়া আছে, তাহা ত তাহার অগোচর নাই। চল্লিশ বৎসরের স্থানি অভিজ্ঞতায় সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক ঠেকিয়াছে, অনেক শিথিয়াছে। যাহাকে ছয় মাস দেখিল বেশ শুদ্ধ, শান্ত, বেশ ধর্মপরায়ণ; তাহার পরই তাহার কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কত ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী, কত নরহন্তা যে, এথানে সাধু-সন্ন্যাসীর ছন্মবেশে দ্বিতীয় স্থ্যোগের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা ত সে জ্বানে। এই কাশীতে সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করা যার না,—রমেশ ঠেকিয়া শিথিয়া এ কথা মশ্মে-মশ্মে বুঝিয়াছে। এ অবস্থায় সে কি করিবে? অথচ শাছই কিছু করা দরকার।

হঠাৎ একজনের কথা তাহার মনে হইল। বিগত দশ বৎসর সে এক ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া আসিতেছে; যথন-তথন অবসর সময়ে সে এই ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে যাইত। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দেখে নাই; কিন্তু তবুও সে তাঁহার সম্বন্ধে একেবারে একটা উচ্চ ধারণা করিতে পারে নাই। হাঁ, তবে ব্রহ্মচারিণী ভাল বটে,—এইমাত্র ভাব তাহার মনে হান পাইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিণী এই দশ বৎসর কাশীতে আছেন। দুর্গাবাটীর

অদূরবর্ত্তী একটা দেবতা-পরিত্যক্ত মন্দিরে তিনি বাস করেন; সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেহ নাই। এত দিনের মধ্যে ব্যহাকেও চেলা করেন নাই, বা কোন প্রকার আডম্বরও করেন নাই। একাকিনী থাকেন; যে যাহা দিয়া যায়, তাহাই আহার করেন। एव किन किছ ना জোটে, উপবাস করেন। কোন किन ভিক্ষায় বাহির হন না। ঠাকুর-দেবতা দর্শন করিতেও কখন যান না। অতি প্রভাষে একবার গঙ্গাস্নান করিতে যান: সূর্য্যের অমুদয় কালেই ফিরিয়া আসেন। সকলেই বলে ব্রহ্মচারিণী খাঁটি মানুষ। কতজন তাঁহার শিশ্য-শিশ্যা হইতে চেষ্টা করিয়াছে: তিনি প্রত্যা-থান করিয়াছেন: কতজন তাঁহার আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে: তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। পার্যবন্তী লোকেরা वरा मर्स्या-मर्स्य এक जन वृक्त मन्नामो के मन्तित आरमन: इह চারি ঘণ্টা রশ্বচারিণীর সহিত কথাবার্তা বলিয়া আবার কোথায় চলিয়া যান। রমেশও এ সকল দেখিয়াছে। তবে তাহার কঠোর হৃদ্যে ভক্তির সঞ্চার হয় নাই। সে যাইত আসিত; বন্ধচারিণী তাহার সহিত ছই চারিটী কথাও বলিতেন.—ভাল কথাই বলিতেন।

এতদিন রমেশের কোন প্রয়োজন হয় নাই; তাই সে বক্ষচারিণীকে কোন কথা বলে নাই, কোন উপদেশও প্রার্থনা করে নাই;—ও সব তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মেয়েটার ভার লইয়া সে যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে! তাই এই ব্রন্ধচারিণীর কথা তাহার মনে হইল। সে মনে মনে বলিল, "দেখি না, ইনি কি বলেন। প্রামর্শ জিজ্ঞাসার ক্ষতি কি। মনের মত হয়, বিশ্বাস হয়, গ্রহণ করিব: না হয়, চলিয়া আসিব।"

-এই ভাবিয়। একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে লক্ষীকে বলিল, "নিদিল্মী, আমি একটা কাজের জন্ত একটু বাইরে যাব। দেরী হবে না, এই ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই আস্ব। তুমি বাইরের ছয়ারটা বন্দ করে নিয়ে যাও ত।"

রমেশ সকালে ও বিকালে বাজার করিতে যাওয়া বাতাত এ কয়দিন আর বাহিরে যায় নাই; আজ এই অসময়ে তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, "রমেশদা, তুমি বুঝি টাকা আন্তে যাচছ? দেখ, আমার একটা ভাবনা হয়েছে। তুমি এই যে থয়চ কয়ছ, তারপর ? যথন তোমার টাকা ফুরিয়ে যাবে, তথন কি হবে ?"

রমেশ বলিল, "তার অনেক দেরী আছে। এতদিনের মধ্যে যা হয় একটা হয়ে যাবে। আমিই কি আর বসে থাকব। এই কটা মাস যাক্ না। তারপর কি করব জান ? এ বাড়ীছেড়ে দেব। সদর রাস্তায় একটা ছোট বাড়ী নেব। তার বাইরের দিকের ঘরে একটা দোকান করব। সেই দোকান থেকে যা লাভ হবে, তাইতে আমাদের বেশ চলে যাবে: সেব আমি ভেবে-চিন্তে রেখেছি। কঃটা মাস কোন রকমে কাটাতে পারলেই হয়। টাকার কথা বল্ছিলে দিদি লক্ষ্মী!

না, টাকার এখন দরকার নেই। কুঠা থেকে যা এনেছি, তাতে বাড়ী-ভাড়া দিয়েও ছতিন মাস চলে যাবে।"

লক্ষী বলিল, "রমেশদা, আমার জন্ম তুমি তোমার এই এঁত কপ্তে জমান টাকা থরচ করছ; আমি ত কোন দিন এর একটা পয়সাও শোধ করতে পারব না—আমার কোনই উপায় নাই।"

"কে তোমাকে শোধ:করতে বলছে দিদি লক্ষ্মী। কার জমান টাকা? টাকা বুঝি এতকাল আমি জমিয়ে রেথেছি। তুমি এত শাস্তর পড়েছ, এত তোমার বুদ্ধি; তুমি এই কথাটা বুঝতে পার না. এতেই আশ্চর্যা হয়ে যাই। আমার ঘর নেই, সংসার নেই; আপনার বলতে কেউনেই;—আমি টাকা জমাতে যাব কেন ? কার জন্তে ? কথাটা কি জান দিদি ! ছেলে মাটীতে পড়ুবার আগে তার আহারের জন্ম মায়ের বুকের রক্ত ক্ষীর করে রাথে কে জানু পাহাড়ের পাষাণু ভেঙ্গে গৃঙ্গা বইয়ে দেছেন কে জান'? ফিনি এই সব থেলা দিন-রাত থেল্ছের, তিনি সব দেখেন, সব জানেন! তুমি এমনই করে আস্বে জেনে তিনি এই আমার হাত দিয়ে টাকা জমিয়ে রাথছিলেন। আমিই কি তা জানতাম, না বুঝতাম। এখন দেখুছি, আর অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। এ তোর টাকা দিদি। সব তোর;— তোরই জন্ম এ টাকা কুঠীতে জমা হয়ে আস্ছিল। এথন থরচ হচ্ছে। এর একটা প্রসাও তোর রমেশ দাদার নয়। ভারিত রনেশ দাদা। লেখা জানে না. পড়া জানে না:--

দে তোর ভার নেবে! তার সাধ্য কি! যাক্, ও সব কিছু ভেব নাঁ; এখন দোরটা বন্ধ করে দেও; আমি একটু ঘুরে আসি।" এই বলিয়া রমেশ দার খুলিয়া বাহিরে গেল; এবং যখন দেখিল, দার বন্ধ হইল, তখন দুর্গাবাড়ীর দিকেঁচলিল।

ব্রহ্মচারিণী যে মন্দিরে বাদ করেন, তাহার নিকটে যাইতেই রমেশ দেখিল, মন্দিরের বাহিরে অপ্রশস্ত চাতালে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিণী বদিয়া আছেন। রমেশ মনে করিল, এ সময় যাইয়া কাজ নাই, ফিরিয়া যাই; আর এক সময় আদিব। পরক্ষণেই মনে করিল, না, যথন আদিয়াছি, তথন আর ফিরিব না; দেখা করিয়াই যাই।

রমেশ ধারে-ধারে সেই চাতালের পার্থে গিয়া দাঁড়াইল;
—সে এতকাল কাহাকেও প্রণাম করে নাই,—ঠাকুর-দেবতাকেও না, মাল্লযকে ত নয়-ই। সে প্রণাম করিল না।

সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ সন্নাদী, ব্রহ্মচারিণীকে বলিতেছেন—
"দেথ না, সেবাধর্মই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম। তোমাকে যে এই দাদশ বংসর এত শিক্ষা দিলাম, তা এই সেবাধর্মে দীক্ষিত করবার
জন্ম। তাই আজ এসেছি,—দে স্থ্যোগও উপস্থিত।"

রশ্বচারিণীর দৃষ্টি এইবার রমেশের দিকে পড়িল। তিনি সহাস্থ্যবদনে বলিলেন, "রমেশ, অনেকদিন তুমি এ দিকে এসনি।" রমেশ বলিল, "অনেকদিনই আস্তে পারি নি। আজ্ একটু বিপদে পড়েই এসেছি।" ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া বলিলেন, "বিপদ! তোমার বিপদ! তুমি যে মুক্ত পুরুষ।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সহাস্তমুখে বলিলেন, "মুক্ত পুরুষকেও মাঝেনাঝে বন্ধনে পড়তে হয় মা! তুমিও মুক্ত, কিন্তু তোমার জ্ঞান্ত বন্ধন তৈরী হয়েছে; এখনই জান্তে পারবে।"

ব্রহ্মচারিণী রমেশকে বলিলেন, "কি বিপদ তোমার রমেশ ! ইনি আমার গুরুদেব।"

রমেশ বলিল, "তা আমি জানি। সে ভালই হোল, গুরু
শিয়া ছুইজনের কাছেই এক দঙ্গে কথাটা জানান হবে।" এই
বলিয়া রমেশ দেই চাতালের সিঁড়িতে বসিয়া লক্ষীর কথা
আভোপান্ত বলিল। সন্নাসী ও ব্রহ্মচারিণী তন্ময় ভাবে এই
কাহিনী শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; কথার মধ্যে বাধা দিয়া
কোন কথাই বলিলেন না।

রমেশের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ব্রন্ধচারিণীকে বলিলেন, "না, সেবাধশ্মের কথা, আর তার স্থযোগের কথা এইমাত্র তোমাকে বল্ছিলাম। এই দেখ স্থযোগ উপস্থিত। এই সেবায় তোমাকে দীক্ষিত করবার জন্মই আমি আজ এসেছি।"

ব্রন্ধচারিণী বলিলেন, "আমাকে এখন কি করতে হবে, আজা করুন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই মেয়েটীর ভার তোমাকে নিতে গবে। যাতে তার মঙ্গল হয়, তার ভার তোমার উপর রইল। আর তুমি যাকে মুক্ত পুরুষ বল্ছ, সে তোমার সহকারী হবে।

দেথ, এই মেয়েটীর একটা কল্লা-সন্তান হবে: তার লালন-পালন, শিক্ষাবিধানের ভার তোমাকে নিতে হবে। আর এই रिय निक्षीत नाम अनल, भिष्ट निक्षीरिक मर्स्र अकारत निक्षी करत তুল্বার কাজও তোমার উপর রইল। জিনিষ খাঁঠি, তোমরা ত্রটী কারিগরও ওস্তাদ। তুইজনই মুক্ত। এখন কিছুদিন এই ব্রত তোমাদের নিতে হবে; সাধন-ভজন, জপ-তপ—সর্ব্বত এর বাড়া আর ধর্ম নেই মা। তোমার যথেষ্ঠ অর্থ আছে। এই দ্বাদশ বৎসর তার একটা পয়সাও তোমাকে স্পর্শ করতে দিই নাই;—তোমাকে কঠোর করতে শিথিয়েছি। এথন যাও, সেই অর্থের সন্থ্যবহার কর। এ মন্দির ত্যাগ কর। তোমাকে আশীর্কাদ করছি, তুমি জয়যুক্ত হবে। তোমাকেও আশীর্কাদ করছি রমেশ, তোমারও জয় হোক। আমি সর্বাদা আসব, তোমাদের খোঁজ নেব। যথন যেমন করতে হবে, বলে যাব। দাদশ বৎসর এই ব্রত পালন করতে হবে—একাগ্রচিত্তে পালন করতে হবে। তারপর যা ব্যবস্থা, দ্বাদশ বংসর পরে আমি তা করব।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোখান করিলেন। ব্রন্ধচারিণী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—আজ ত আর তিনি ব্রন্ধচারিণী নহেন। রমেশের উন্নত মস্তক আজ নত হইল; সেও প্রথমে সন্ম্যাসী, তাহার পর এই দেবীকে প্রণাম করিল।

সন্নাসী দিতীয় কথাটাও না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দাদশ বংসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাশার কেশাবাটের উপর একথানি নাতিবৃহৎ ভবনের একটা স্থসজ্জিত প্রকাষে অজিনাসনে বৃদ্ধ সয়্যাসী উপবিষ্ট; পার্শ্বে ধরাসনে তুইটা ব্রন্ধ-চারিণী;—তুইটাই মাতৃমূর্ত্তি; তুইজনকেই দেখিলে জগদ্ধাত্তী বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী ব্যোধিকা ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "মা সরস্বতী, তোমার দাদশ-বৎসর্ব্যাপী সেবার ফল হইয়াছে।"

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "ফলের প্রত্যাশা ত করি নাই প্রস্তু! আপনি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রাণপণে একার্যাচিত্তে কাজ করিয়াছি।"

সন্নাদী বলিলেন, "সেই কাজের ফলেই আজ সমন্ত কানী
— আর কানীই বা বলি কেন—সমন্ত ভারতে লক্ষ্মীর নাম কীন্তিত
হইতেছে। মা লক্ষ্মী, আমি এই দ্বাদশ বৎসর তোমার জীবনগঠনে সহায়তা করিয়াছি মা! বল, আজ তুমি কি চাও ?"

লক্ষ্মী বলিলেন, "কোন দিন কিছু চাই নাই; চাহিবার ত কোন অবকাশ দেন নাই প্রভূ! তবে আর্জ একটা প্রার্থনা আছে;—আমাকে অব্যাহতি দিন—আমাকে অন্তহিত ইইতে দিন। চারিদিকের এ কোলাহল হইতে আমাকে দূরে অপস্তত কর্মন।" সন্নাদী হাদিয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা! তোমাকে আমি জানি। এই যে তোমার নাম, তোমার যশঃ, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের বিপুল কাহিনী দেশে-দেশে প্রচারিত হইয়াছে; তোমার জন-দেবা দর্শনে লোকে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে তোমার নাম শ্বরণ করিতেছে; কাশীর লক্ষী-আশ্রম তোমার নাম ঘোষণা করিতেছে; ইহাই তোমার পরীক্ষা! কেহ নির্জ্জনে পরীক্ষা দেয়, কাহাকেও বা জনসমারোহের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়। তুমি শেষোক্ত পরীক্ষার উত্তার্গ হইয়াছ। এখন তুমি কি করিতে চাও, তাহাই আমার জিজ্ঞান্ত।"

লক্ষী বলিল, "তাহা ত আমি জানি না প্রভু! সে কথা ত কোন দিন ভাবি নাই,—সে চিস্তা ত কোন দিন আমার মনে উঠি-বার অবকাশ পায় নাই।"

"তোমার কন্যার কথা কিছু ভাবিয়াছ ?"

"আমার কন্তা! না প্রভু, কন্তাত আমার নয়। আমি যে দাদশ বংসর পূর্বে তাহাকে বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত্ত হুইয়াছি। তাহার কথা ত ভাবি নাই—একদিনের জন্ত ও ভাবি নাই। দে ভার ত প্রভু আমার উপর দেন নাই। প্রথম যথন আপনি আমাকে এখান হুইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন; দেবীর উপর, আর রমেশ দাদার উপর সে ভার দিলেন, তথন এক-একবার মন কেমন হুইত, এ কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব। কিন্তু দেখিলাম, এই বন্ধন ছিল্ল করিতে হুইবে, নতুবা আপনার প্রদর্শিত পথে অগ্রার হুইতে পারিব না। তাহার পর

হইতে আর সে চিস্তা আমি মনে স্থান দিই নাই,—স্থান দিলে আপনার সেবার অধিকার লাভ করিতে পারিতাম না—নন্দ-নারা-য়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতাম না।"

' সরস্বতী বলিলেন, "দিদি লক্ষ্মী, আজ বার বংসর তোমার ধন রক্ষা করিলাম, গুরুদেবের আদেশ-মত তাহাকে লালন-পালন করিলাম। এথন তাহাকে তুমি বুঝিয়া লও। আমাদের ছুটা।"

রনেশও সেথানে দাড়াইয়া ছিল; সেও বলিল, "এ বুড়াকেও আর কেন! তের শিক্ষা দিলে দিদি! এখন

ভালয় ভালয় ছেড়ে দেগো,

আলোয় আলোয় চলে বাই :"

লক্ষা বলিল, "দিদি, কে কার ছুটার মালিক! ছুটা যে আনি অনেক দিন নিয়েছি। আমার ধন কৈ? সবই যে তোমার, আর ঐ রমেশ দাদার। আমি যে মৃত্যু-শয্যায় পড়ে ঈশানীকে বাবা বিশ্বনাথের চরণে সনর্পণ করেছিলান। তারপর তিনি যাদের দান করেছেন, ধন তাঁদের। ও ধনের কাজ আমার নেই—গুর-দেবের রূপায় আমি অমূল্য ধনের সন্ধান পেয়েছি। আর আমাকে ভুলাতে পারবে না রমেশ দা।"

বৃদ্ধ সন্নাসী বলিলেন, "তোমরা সকলেই দেখ্ছি ছুটী চাও। আমার ছুটার যে অনেক বাকী মা, আমাকে যে এঁথনও অনেক ছুটাছুটা করতে হবে। শোন মা লক্ষ্মী, ঈশানীকে মনের মত করে গড়বার জন্ম যা চেষ্টা করা কর্ত্তবা, মা সরস্বতী আর রমেশ তা

করেছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যার যা যা শেথা উচিত, তাকে তা শেথান হয়েছে ;—সে যাতে লক্ষ্মীর মেয়ে—"

লক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিল, "না প্রভু, সরস্বতীর মেয়ে—"

সন্নাসী হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তাই। সে যাতে সরম্বতীর্থ মেয়ে হতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে; সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। কিন্তু একটা কাজ যে এখনও বাকী আছে। তবে সে দিকেও আমার চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। ঈশানীকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করতে পারলেই, মা সরস্বতী, বাবা রমেশ, তোমা-দের কার্য্য শেষ হয়। তারপর ত তোমাদের তিন ানের ছুটী। দেথ. ছেলে আমি পেয়েছি। আজ পাই নাই—ছয় বংসর আগেই পেরেছি। এই ছয় বংসর আমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছি। ব্রেছ মা সরস্বতী, কে সেই ছেলে। তুনি ত জান, আমার শিষ্য ভবনের ছেলে যাতে লেখাপড়া শেখে, জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হয়ে ঈশানীর উপযক্ত হয়,তার জন্য আমি কত সময় দিয়েছি। ঈশানীর লেখাপড়া, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শিথাবার ভার তোমাদের উপর দিয়েছিলাম: আর ভুবনের ছেলের শিক্ষার ভার আমি নিয়েছিলাম। তমিত জান মা. কতদিন বিশ্বনাথকৈ দঙ্গে নিয়ে এই বাড়ীতে এসেছি: ঈশানীর সঙ্গে তার লেথাপড়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করবার অবকাশ দিয়েছি। বিশ্বনাথ এইবার কাশী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে—উত্তীর্ণ নিশ্চয়ই হবে। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সে এখন আদর্শ-স্থানীয় — কি লেখাপড়ায়, কি ধর্মভাবে, কি বিনয়-নম্রতায়, কি পরোপকারে, বিশ্বনাথ বিশ্বনাথেরই দাস।

ভূবন ছেলের বিবাহের ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। এইবার মা, আমাকে ঘটকালি করতে হবে;—তোরা জ্মামাকে দিয়ে কি না করিয়ে নিলি, বল্ দেখি।"

লক্ষ্মী একটু বিমর্বভাবে বলিল, "তা কি পারবেন প্রভু! অজ্ঞাতকুলশীল—"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি বল্ছ মা! অজ্ঞাতকুলশীল বলে ভুবন আপত্তি করবে ?"

লক্ষী কুঠিতস্বরে বলিল, "তিনি আপত্তি না করতে পারেন— তাঁর গুরু-আজা। কিন্তু সমাজ—"

সন্ন্যাসী গজিন্না উঠিলেন,—"কি বল্ছ না, সমাজ? কোন্
সমাজ
 তোমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজ
 সে সমাজ মরতে
বদেছে। দেখ্তে পাচ্ছ না মা, সে সমাজ এখন শ্বশান-শ্ব্যায়।
যে সমাজে মিথাা, প্রবঞ্চনা, বাভিচারের স্রোত অবাধে প্রবাহিত
হচ্ছে; যে সমাজে ধর্মপ্রাণ বীরের অভাব হয়ে পড়েছে; যে সমাজে
কপটতা ধর্মের আসন কলুষিত করছে,—সেই অধঃপতিত, মৃত্যুস্থ সমাজের কথা বল্ছ
 সে সমাজকে ভয় করতে হবে না—
তার অভিম শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। তুমি জান না মা, তুমি দেখ্তে
পাও নাই; আমি দেখ্তে পাচ্ছি—নব ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হচ্ছে।
সে সমাজে স্বস্থ, সবল, প্রোণবান্, ধর্মপ্রাণ, কঠোর কর্ত্ব্য-পরায়ণ
বীরের আবির্ভাব হয়েছে। তোমার সে জীর্ণ, পুভিগন্ধময় সমাজ
ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে; আর তার স্থানে এই নব-বলদৃপ্তা,
সদাচার-সম্পন্ন নৃতন ব্রাহ্মণ-সমাজের অভুথান হচ্ছে। এই

সমাজই ভবিষাতে—অদ্র ভবিষাতে পুণাভূমি ভারতে ব্রহ্মণাপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তার স্চনা হয়েছে,—তার বিজয়-হুন্দৃভি
বেজে উঠেছে; প্রাচ্য-প্রতীচো তার সাড়া পড়ে গিয়েছে। আমার
ক্ষুদ্র শক্তি আমি সেই সমাজ-গঠনে নিযুক্ত করেছি,—তোমাদের
মাড়শক্তি সেই সমাজের ভিত্তি প্রোথিত করছে। সেই সমাজের
কথা বল। হিন্দু-সমাজে নৃতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে—পুরাতন
হুর্গন্ধময় আচার-অনুষ্ঠান আর চল্বে না—চল্ছে না;—মুনিঋষিগণের সেই সনাতন আর্ঘ্য-ধম্মের প্রতিষ্ঠা অবশ্রম্ভাবী। এখন
তাহারই জয়গান কর;—পুরাতনের কথা ভূলিয়া যাও,—নবজীবনকে সানন্দে অভার্থনা কর। সেই সমাজে তোমার লায়
সাধ্বী সতীর কন্যা, তোমার ন্যায় ধর্মপ্রায়ণা, নিষ্ঠাবতী, মহিয়ুদী
মহিলার হুহিতা স্থান প্রাপ্ত হবে। ইহাই বিশ্বনাথের আদেশ!
সেই আদেশই আমরা প্রতিপালন করব—আর কোন আদেশ
আমরা শনি না।"

লক্ষী বিনীতভাবে বলিল, "একটা কথা শ্বরণ করিয়ে দিতে হবে কি ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না; তোমার মনের কথা বৃঝেছি। তুমি বল্তে চাচ্ছ যে, তোমার কোনদিন বথা-শাস্ত্র বিবাহ হয় নাই; যে পাষও তোমার উপর অত্যাচার করেছিল, তাকে তুমি চিন্তে পার নাই; স্কতরাং তোমার মেয়েকে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। কেমন, এই ভ তোমার কথা।"

লক্ষী বলিল, "বিবাহ করিতে পারে না, বা করা উচিত নয়, একথা আমি বল্ছিনে; কিন্তু যে হিন্দু-সমাজ এখন বর্ত্তমান, সে সমাজ কি অসঙ্কৃতিত চিত্তে এ বিবাহের অন্তুমোদন করতে পারবে ? এই আমার কথা।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ত সে কথার উত্তর পূর্কেই দিয়েছি। ভারতবর্ষে নৃতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হতে আরম্ভ করেছে। সে সমাজ ভায় ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত;—সে সমাজ দেশাচারকে ডরায় না, ডরাবেও না। আচ্ছা, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপরাধ কি ? কি অপরাধে সমাজ তোমাকে ঠেলে ফেল্তে পারে ? তুমি কি অসতী ?"

সরশ্বতী গজ্জিয়া উঠিলেন, "অসতী! লক্ষ্মী আমার সতী-শিরোমণি। লক্ষ্মী রমণীর আদর্শ! তার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পিতৃপরিচয়ের কোন দরকার নাই—মাতৃ-পরিচয়ে, মাতৃ-মহিমায় আমার ঈশানী ইক্রাণী অপেক্ষাও উচ্চ পদের দাবী করতে পারে।"

সন্নাসী বলিলেন, "ঠিক বলেছ দরস্বতী! মা লক্ষ্মী, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তোমার ঈশানীকে আমি যার হাতে সমর্পণ করব, সে এই অমূল্য রত্নের আদর ব্রুতে পারবে। তার কাছে ও-সব পরিচয় অতি তুচ্ছ ব'লে গণ্য হবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "তা হ'লে আমাকে এখন' কি করতে বলেন ?"

সরস্বতী সে কথার উত্তরে বলিলেন, "আর কি কর্তে বলবেন,

দাদশ-বংসর ব্রত উদ্যাপন হ'ল। এথন মেয়ে-জামাই নিয়ে স্থে সংসার,কর;—আমি বিদায় গ্রহণ করি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তা আর হয় না সরস্বতী! তোমাদের
ছজনকেই আমি ছেড়ে দেব; ঘর-সংসার করা অপেক্ষাও অনেক
উচ্চ কাজ তোমাদের করতে হবে। সে আর একদিন বল্ব;
এখন আমাকে একবার ভুবনের বাড়ীতে থেতে হবে।" এই
বলিয়াই সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

সন্নাসীর প্রিয়্ন শিষ্য শ্রীযুক্ত ভুবনচক্র মুখোপাধ্যায় কাশীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি; ধনে মানে, বিদ্যা বৃদ্ধিতে তিনি কাশীর সম্রান্ত বাঙ্গালী-সমাজের অন্ততম। পশ্চিম দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কাশীতে তিনপুরুষ বাস করিলেও দেশের সহিত তিনি সম্বন্ধ লোপ করেন নাই। দেশে তাঁহার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বন্ধন সকলেই আছেন; বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তিনি দেশে যান; এবং সেথানেই সমস্ত কার্যা করেন। তাঁহার পিতামহ কাশী-অঞ্চলে জমিদারী ক্রয়্ম করিয়াছিলেন; সেই উপলক্ষেই তাঁহারা কাশীবাসী।

ভূবন বাবু সন্ন্যাসী মহাশয়কে অতিশন্ধ ভক্তি করেন। তাঁহারই নিকট সন্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী মহাশন্ত ভূবন বাবুকে বড়ই স্নেহ করেন। সন্ন্যাসীর উপদেশ ও আদেশ ব্যতীত তিনি কোন কাজই করেন না।

ভূবন বাবুর একমাত্র পুত্র যথন বালক, তথন হইতেই সন্ন্যাসী মহাশয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাথিয়াছিলেন। তাহার পর, সে যথন ইংরাজী স্কুলে বিদ্যারম্ভ করিল, তথন সন্ন্যাসী মহাশয়ই তাহার জন্ম উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নির্কাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেও সর্বাদা বিশ্বনাথের থবর লইতেন। বিগত ছয় বংসর তিনি নিজেই বিশ্বনাথের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষাবিধানের গুণে বিশ্বনাথ একদিকে যেমন পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিত্তেও ক্বতিত্ব লাভ করিতে লাগিল; সনাতন হিন্দুধর্মের উপর তাহার তেমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথকে ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে লইরা যাইতেন এবং ঈশানীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত করিতেন। উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ যাহাতে স্থাপিত হয়, পরস্পার পরস্পারের গুণের অনুরাগী হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

ভূবন বাবু একমাত্র পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব গুরুদেবের নিকট একদিন উপস্থিত করায়, সয়াসী বলিয়াছিলেন "ভূবন, যাহাকে আমি মানুষ করিতেছি, তাহার সকল ভার আমার উপর। ভূমি ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক; যথাকালে সে ব্যবস্থা করিব; এথন তাহার শিক্ষালাভের বাধা জন্মাইও না।"

গুরুভক্ত ভূবন বাবু ও তাঁহার সহধর্মিণী এই কথায় সম্ভূষ্ট ও নিশ্চিস্ত হইলেন; গুরু যথন ভার গ্রহণ করিলেন, তথন আর কথা কি ?

পূর্ব্ধ-অধ্যায়-বর্ণিত কথোপকথনের দিনই অপরাহ্ন সময়ে সন্ন্যাসী ভুবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন, বিশ্বনাথের বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাকে সত্তরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাই।"

ভূবন বাবু বলিলেন, "সে ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাই নিশ্চিন্ত আছি। আপনি যথন বিবাহ দিবার অন্থ-মতি দিতেছেন, তথন আমরা ভাল মেয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই! আপনি দেখিয়া-শুনিয়া মত প্রকাশ করিলেই যত শীঘ্র হয় শুভ-কার্যা সম্পন্ন করিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে অনুসন্ধানও তোমাকে করিতে হইবে না, আমি তাহাও করিয়াছি। এখন তুমি ও তোমার সহধর্মিণী একবার মেয়েটী দেখ, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "দেখাশুনা বা পরিচয় যথন আপনি করিয়াছেন, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করিয়া থাকেন, তাহা ১ইলেই হইল। আপনার আদেশই যথেষ্ঠ।"

এই সময় ভ্ৰন বাবুর গৃহিণীও সেথানে উপস্থিত হইলেন এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "মা, বিশ্বনাথের বিবাহের পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাদের একবার দেখিতে যাইতে হইবে।"

ভূবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনি যথন দেখিয়াছেন, তথন আর আমরা কি দেখিব ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তব্ও দেখা কর্ত্তব্য।" ভূবন বাবুর স্থী বলিলেন, "কাহার কন্যা ?" সর্লাসী বলিলেন "আমারই আত্মীয়া।"

ভূবন বাব্র স্ত্রী বলিলেন, "আপনার আত্মীয়া। তাহা হইলে দ্বশানী নামে যে মেয়েটীর প্রশংসা বিশ্বনাথ সর্ববদা করে, তাহারই কথা বলিতেছেন। সেই ত আপনার আত্মীয়া।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, সেই মেয়েই বটে। বিশ্বনাথের সহিত তাহার বিবাহ দিব বলিয়াই আমি তাহাকে তোমার পুত্রবধ্ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছি।"

ভ্বন বাবুর স্থী বলিলেন, "বিশ্বনাথের কাছে আমি মেরেটার প্রশংসা থুব শুনেছি। সে ত শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর কন্যা। সরস্বতী দেবী যে আমার বাপের বাড়ীর গ্রামের চাটুয্যেদের পুত্র-বধু। অল্ল বয়দে বিধবা হওয়ায় কাশীতে এসে বাস করছিলেন। তাঁর মত মায়ের মেয়ে যে ভাল হবে, তার আর আশ্চর্যা কি। চাটুযোরা থুব বড় ঘর; বিষয়-সম্পত্তিও অনেক।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, এথানে তুমি একটু তুল করলে। সর-স্বতী ঈশানীর মা নয়; মেয়েটীকে লালন-পালন করবার ভার আমিই সরস্বতীর উপর দিয়েছিলাম; সকলেই জানে, এমন কি ঈশানীও জানে, সে সরস্বতীর মেয়ে।"

ভূবন বাবু বলিলেন, "আমিও ঐ রকমই গুনেছিলাম।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "না ভূবন, ঈশানী সরস্বতীর মেয়ে নয়, লক্ষীর মেয়ে।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "বলন কি প্রভু!লক্ষী দেবীর .মেয়ে! এ কথা ভ জানভাম না!লক্ষী দেবী ত মানুষ নন—সভাসভাই দেবী; তাঁর নাম যে প্রাতঃশ্বরণীয় হয়ে পড়েছে। বেথানে ছঃথ কষ্ট, যেথানে আপদ বিপদ, দেথানেই লক্ষ্মী! লক্ষ্মী এই আমাদের বাড়ীতেই কতদিন এসেছেন। লোকে বলে, তিনি শাপভ্রচা। বিশেষ তিনি যথন আপনার শিষ্যা, তথন এ রকম যে হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! প্রভু, আপনি যে কি থেলাই থেল্ছেন।"

সন্নাসী বলিলেন, "ঐ মেয়েটী পাছে লক্ষ্মীর বোগ-ধর্ম্মের অন্ত-রায় হয়, সেইজন্য মেয়েটী জন্মাবার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীকে আমার আশ্রমে নিয়ে যাই। তথন সে বড়ই অসুস্থ; আর সেই সময়ই সরস্বতীর উপর মেয়েটীর ভার দিই; নইলে ঐ মেয়ের মারায় বদ্ধ হলে, হয় ত লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী দেবী করতে পারতাম না।"

ভূবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এ যে আমাদের পরম সোভাগা।" সন্ন্যাসী বাললেন, "ভূবন, মা লক্ষ্মীকে তোমরা জান, আমিও তাকে হাতে গড়ে ভূলেছি; কিন্তু ঈশানীর পিতার কথা, তাহার পরিচয় তোমরা জান না । সে ইতিহাস শোন।"

এই বলিয়া সয়্যাসী লক্ষীর জীবনের আদ্যন্ত ঘটনা ধীরে-ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "শুনিলে, তোমার লক্ষীর জাবন-কণা। লক্ষী কাহারও বিবাহিতা পত্নী নহে। অসহায়া কুমারী তুর্ক্তির কবলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলেই এই কন্যা। সেই আক্রমণের মুহূর্ত্তের পর হইতেই লক্ষী বিধবা। বিবাহ না হউক, ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান অবস্থায় সে একজনের কাম-পত্নী হইয়াছিল; তাহার পরক্ষণ হইতেই সেই তুর্কৃত্ত লক্ষীর পক্ষে মৃত। এই অজ্ঞাত-জনক কন্যার

স্থিত, প্রকৃত ব্রহ্মতেজগর্মিতা দেবীর গর্ভজাতা কুমারীর স্থিত আমি তোমাদের বিশ্বনাথের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভবন. মনে করিয়া দেখ. তোমার পুত্রের নামকরণের কথা। আমিই তাহার বিশ্বনাথ নামকরণ করিয়াছিলাম। আজ সেই নাম সার্থক করিতে যাইতেছি। যে বিশ্বনাথ, সে ঈশানীকে গ্রহণ করিবে না কেন ? বিশ্বনাথ গ্রহণ করিবে, তাহা আমি জানি: আর তোম-রাও যে তোমাদের সেই প্রতিগন্ধময় সমাজ-শাসন না মানিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবে,তাহা আমি জানি। এই আজই লক্ষ্মীকে যথন এই কণা বলিলাম, তথন সে তোমাদের হইয়াই সমাজের কণা তুলিয়াছিল। আমি তাহার কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছি, সে কথা কতদিন.কত প্রকারে তোমাকে বলিয়াছি ভূবন। যে সমাজ মিথ্যা, কপটতা, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রদান করে, যে সমাজ পাপ গোপন করিবার জন্য কত গঠিত উপায় অবলম্বন করে,যে সমাজের কলম্ব-কালিমায় বিশ্বনাথের এই পবিত্র কাশীধাম প্রতিদিন মুসীময় হই-তেছে, যে সমাজ মান-সম্ভম রক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে ক্রণহত্যা করাই-বার বাবতা করিয়াছিল, সেই সমাজের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিবে না ;—দে সমাজ যাইতে বসিয়াছে। তার স্থানে আসিয়া পড়িরাছে আর এক ব্রাহ্মণ-সমাজ; —আসিয়া পড়িয়াছে ভবন। তোমর। সেই সমাজের অগ্রণী। তোমরা মিথা। কপট আচরণ করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে বল যে, লক্ষ্মীর কন্যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিবে, কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না। যাহারা এখনও পুতিগন্ধময় সমাজের শব বকে করিয়া, চক্ষ

মুদিয়া পড়িয়া আছে, তাহারা তোমার প্রতিকূলতা করিবে: কিন্তু এই কাশীধানে যাঁহারা মহাপণ্ডিত, যাঁহারা হৃদয়বান, যাঁহারা ভবিষ্যৎ পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাকামী, তাঁ হারা সানন্দে তোমাকে অভিবাদন করিবেন। আমি অনেকের সহিত তর্ক করিয়াছি, বাদান্তবাদ করিয়াছি। যাঁহারা প্রকৃত মানুষ, তাঁহারা আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আর যাঁহারা স্তব্ধু পুথি লইয়াই আছেন, আচারের গণ্ডীর মধ্যেই অন্ধভাবে ঘুরিতেছেন, চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছেন না. তাঁহারা বলিয়াছেন 'তাই ত. সে কি করিয়া হইতে পারে'। তাহাদের দেখাইতে হইবে, এই করিয়া হইতে পারে.—এই দেখ হইল। মনে করিও না ভবন, মনে করিও না মা: তোমরা জাতিচাত হইবে.—তোমরা একঘরে হইবে। সে দিন আর নাই মা। এক দল তোমাদিগের সহিত হয় ত কিছুদিনের জন্ম আহার বন্ধ করিবেন, হয় ত তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেছ-কেছ তোমাদের সহিত যোগদান করিতে কয়েকদিন কুন্তিত হইবেন: কিন্তু দেখিও, সত্যানিন্ত, নববলদুপ্ত, স্বস্থু, সবল ব্রাহ্মণ সমাজ তোমার সহিত যোগদান করিবে। তাহারা সংখ্যা**র** কম নহে — তাহারাই ভবিষাত ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা, তাহারাই পবিত্র আর্যা ব্রাহ্মণ-সমাজের বীর। কেমন ভূবন, কেমন মা, এ পার, এ কার্য্য অশাস্ত্রীয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশ শাস্ত্রের মিথ্যা সংস্করণ দারা শাসিত হইতেছে: আমাদের সমাজ এথন শাস্ত্রকে দুরে ফেলিয়া দিয়া, দেশাচারের কঠিন নিগড় পায়ে পরিয়াছে।

এ সমাজের কথা বলিব না: কিন্তু সনাতন আর্ঘ্য-সমাজ, আমাদের পূজনীয় মুনিঋষিগণের সমাজ এ সম্বন্ধে,ঠিক এই ঈশানীরই অন্থরূপ এकটी घটনা मन्नद्ध कि विनिन्नाहित्नन, अनित्व ? जूवन, जूमि कि মহাভারতে সত্যকাম-জবালার কথা পড় নাই। মা, শোন সেই উপাথ্যান। জবালার পুত্র—একমাত্র সন্তান সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট ব্রন্ধবিদ্যা লাভের আশায় শিয়াত্ব করিবার জন্ম গিয়া-ছিল। ঋষি তাহার নাম-ধাম, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-লেন। বালক সত্যকাম বলিল ঠাকুর আর কোন পরিচয় জানি না; এইমাত্র জানি, আমি আমার মা জবালার পুত্র।' এই কথা শুনিয়। গৌতম ঋষি বলিলেন 'বৎস,আমি ব্রাহ্মণ-সম্ভান ব্যতীত অন্য কাহা-কেও ব্রন্ধবিত্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি না। তুমি তোমার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তোমার পিতার নাম-গোত্র কি ?' সত্যকাম তথন মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। এই কথা শুনিয়া জ্বালা অম্লান-বদনে, অসন্ধ্চিত-চিত্তে, বলিলেন, 'বাছা, ঋষিপ্রবরকে বলিও, আমি যৌবনকালে বড় দরিদ্রা ছিলাম। সেই সময় অনেকের উপাসনা করিয়াছি: স্থৃতরাং কে তোমার পিতা; তাহা ত আমি বলিতে পারিব না।' সত্যকাম তথন গৌতম ঋষির সমুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'প্রস্থ, मा विलालन, जिन योवान जानाकत उपामना कतियाष्ट्रन; স্থতরাং আনার পিতা কে, তাহা তিনি বল্লিতে পারেন না।' এই কথা গুনিয়া গৌতম কি বলিয়াছিলেন, তাহা গুনিবে কি? সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সে কথাবলিব না; তোমাদেরই একজন

কবি গৌতম ঋষির সেই অমৃতমগ্নী বাণীর যে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তাহাই তোমাদিগকে বলি—

> "উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন কহিলেন,—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত! তুমি বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত!"

বুঝিলে কি ভুবন, বুঝিলে কি মা, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে পূ জবালা স্বেচ্ছায় অনেকের পরিচর্য্যা করিয়াছিল; সে স্পষ্ট বলিয়াছিল—

> "বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিমু তোরে, জন্মেছিস্ ভর্তৃহানা জবালার ক্রোড়ে— গোত্র তব নাহি জানি।"

অসম্কুচিত-চিত্তে নিজের স্বেচ্ছাক্বত পাপের কথা প্রকাশ করিবার মহত্ব জবালার ছিল; তাই গৌতম ঋষি সেই সতানিষ্ঠাবতী মায়ের প্রকে অনায়াসে দিজোত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন,— তাহাকে ব্রহ্মবিতা দান করিলেন। এখন ভুবন, আমার লক্ষ্মীর কথা ভাব দেখি। সে কাহাকেও আত্মদান করে নাই। অসহায়া কুমারীকে গভীর অন্ধকার রজনীতে হুর্ক্'তেরা বলপ্রকাশে লইয়া গেল; তাহার ধর্মনাই করিল। তথন সে অজ্ঞান— তথন তাহার বাধা দিবার শক্তি ছিল না। সেই অত্যাচারের

ফলে তাহার গর্ভদঞ্চার হইল। তাহার আত্মীয়-স্বজন ক্রণহত্যা कतिराज विला। एम जोश कतिल ना,--एम काम्रमानावारका বিশ্বাস করিতেছিল, সে অসতী নহে। এ কি তাহার মিথ্যা ধারণা ভুবন তারপর এই পাপের কার্য্য অতিক্রম করি-বার জন্ম লক্ষ্মী চির নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিল,---সকলের আশ্রয় ত্যাগ করিল—ভিথারিণী হইবার সঙ্কল্ল করিল। তাহার পর যাহা হইয়াছে, সে সবই তুমি জান; সকলই তুমি ভনিয়াছ। এখন তুমিই বল ভুবন, তুমিই বল মা, আমার ঈশানীকে কি তুমি ব্রাহ্মণী-কন্সা বলিয়া গ্রহণ করিতে একটুও দিধা করিতে পার ? সতাকামকে গৌতম ঋষি দ্বিজোত্তম বলিয়াছিলেন;—কেন ? তাহার মাতা সত্যবাদিনী—সত্যকাম সত্যকুল-জাত। আমি বলিতেছি.. দুঢ়তার সহিত বলিতেছি. সে তলনায় আমার ঈশানী সহস্র গুণে দিজোত্তম। লক্ষ্মীর কন্তাকে এ নামে অভিহিত করিতে কেইই সম্কচিত ইইতে পারে না। এ সব কথা না ভাবিয়া আমি আমার প্রম স্নেহাম্পদ বিশ্বনাথকে ঈশানীর সঙ্গে উদাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতাম না। ইহাই প্রকৃত হিন্দুস্ক—ইহাই সনাতন হিলুধর্মের মহত্ব। এই মহত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। দেই জন্মই আমার এই প্রয়াস। এখন বল মা, এই প্রস্তাবের অন্তর্মোদন করিতে পারিবে ? ভুলিয়া যাও, আমি তোমাদের গুরু; - ভুলিয়া যাও, আমি তোমাদের এ আদেশ করিতেছি। মন্তব্যত্তের গৌরবনয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সনা-

তন আর্য্য-ধর্ম্মের মহিমার দিকে চাহিয়া বল তোমরা, এ কার্য্য করিতে পারিবে কি না ?"

ভূবন ও তাঁহার সহধর্মিণী সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ কার্য্যা কলিলেন, "হাঁ। পারিব, নভূবা আপনার শিষ্য হইবার আমরা অযোগ্য।"

এই সময় রমেশ সেখানে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া ভুবন বাবু বলিলেন "এই যে রমেশ! এস, এস।"

রমেশ সহাস্য মুথে বলিল, "আমি থালি হাতে আদিনি, কুটুম্ব-ব্রাড়ীতে কি অমনি আসে, তত্ত্ব এনেছি।"

ভুবন বাবু বলিলেন, "কৈ তোমার তত্ত্ব রমেশ !"

রয়মশ বলিল, "নীচে আছে। রমেশ কি আর এখন হেঁটে চলে, গাড়ী করে এসেছে। হুকুম হয় ত তত্ত্ব নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই রমেশ নীচে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই পুনরায় উপস্থিত হইল—সঙ্গে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও ঈশানী।

রমেশ বলিল, "এই নিন আপনাদের তত্ত্ব। আজ বার বছর ধরে বুড়ো এই তত্ত্ব গুছিয়ে আসছে; আজ কুটুম্ববাড়ী পৌছে দিয়ে রমেশের ছুটা। গুরে বেটারা, কৈ রে, শাঁথ বাজা।"

ভূবন বাবুর সহধর্মিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঈৃশানীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "এস, এদ মা, আমার ঘরের কলাণী এস! আমার অরপূর্ণা এস মা।" রমেশ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে শাঁথ বাজা রে, শাঁথ বাজা।"

ভূবন বাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "রমেশ, তোমার এই আনল্ধবনি শাঁথের ধ্বনি অপেকাও পবিত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, আমার সকল আশা। পূর্ণ হয়েছে। ঈশানী, এঁদের প্রণাম কর।" দেই দিনই সকলের সমূথে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ভুবন বাবু তথনই ঈশানীকে আশীর্কাদ করিলেন। বিশ্বনাথকে আশীর্কাদ করিবার সময় কথা উঠিল, কে আশীর্কাদ করিবে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তুমিই বিশ্বনাথকে আশীর্কাদ কর।"

লক্ষী বলিল, "আমি! আমি কে? আমি ত কেউ নই প্রভ্! আমি মেয়েকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম; তার পর থেকে ত ঈশানীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। আমি নিতান্ত অপরিচিতার মত কথন কোন দিন ওকে দেখ্তে গিয়েছি মাত্র। আজকার পূর্ব্ব পর্যান্ত ঈশানীই জান্তে পারে নাই যে, আমি তার গর্ভধারিণী। যে তাকে মানুষ করেছে, যে তার মায়ের কাজ করেছে, সেই আশীর্কাদ করবে; আমি স্থ্র্ দাঁড়িয়ে দেখ্ব।"

সরস্বতী বলিলেন, "ব্যাপার হোল ভাল। মেয়ের বাপ পাওয়া গেল না, মা-ও দেথ্ছি ঝেড়ে ফেল্তে চান। তা বেশ কথা। আমাদের কাউকেই আশীর্কাদ করে কাজ নেই; আমি বলি কি, রমেশ দাদা বিশ্বনাথকে আইশীর্কাদ করবে; রমেশ দাদাই এ বিবাহের কন্তাকত্তা।"

রমেশ বলিল, "ঠাকুর মশাই, শুন্লেন এদের কথা। আমি রমেশ জানা পৃথিবীর কারো আত্মীয় নই: কারও সংসারের কোন ধার ধারি নে। এই লক্ষ্মী সরস্বতী তুইটাতে মিলে আমাকে এই বারটা বছর ভূতের ব্যাগার থাটিয়ে নিল। তার পর এখন বলে কি না, আশীর্কাদ কর। তার পর বলে বসবে, এদের ঘর-সংসার বেঁধে দেও। না, দিদিমণিরা, রমেশ জানা আর ফাঁদে পা দিচ্ছেন না। এই বারটা বছর, বুঝলেন ভুবন বাবু, এই বারটা বছর ঐ কুদে মেয়েটা আমার দব ওলটপালট করে দিয়েছে। দিদি লক্ষ্মী ত চলেই গেলেন; ধরা পড়লেন ঐ সর-স্বতী ঠাকরুণ, আর ধরা পড়লেন এই রমেশ জানা। ওঁর ধর্ম্মকর্ম্ম উড়ে গেল, জপ-তপ চলে গেল—মুধু ঈশানী, আর ঈশানী। আর আমার কথা কি বল্ব; আমি এই কাশীতে পঞ্চাশ বছর বক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি; যা খুসী তাই করেছি; কোন ভাবনা-চিস্তে ছিল না। কাশীধর বল্লেন, রও রমেশ জানা, তোমার মজা দেথাচ্ছ। দেখুন না ঠাকুর মশাই, কোথাকার বাঙ্গাল দেশের এক মেয়ে এসে পড়বি না পড়বি এই রমেশ জানার কাঁথের উপর। কেন রে বাপু, কাশীতে কি আর মানুষ ছিল না। তার পর দেখুন, এই বারটা বছর রমেশ জানা আর আগেকার দে রমেশ ছিল না। এমন বাঁধনেও বাঁধতে হয় ঠাকুর মশাই। এ সব ত আপনারই কাজ। আমি ম্পাঠ বল্ছি দিদি লক্ষী।

সরস্বতী তোমাদের মায়ায় আমি আর ভুল্ছিনে। আমি তোমাদের আশীর্কাদের মধ্যে নেই।

ঈশানী এতক্ষণ সরস্বতীর পার্শ্বে বিদিয়া ছিল; এই সময় সে হঠাৎ উঠিয়া আদিয়া রমেশের কোলের কাছে বদিল।

রমেশ অমনি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওরে সর্বনাশী, অমন করে তুই আমায় জড়িয়ে ধরিদ্নে। দেখুন দেখি ঠাকুর মশাই, আমি চাচ্ছি ওকে ঝেড়ে ফেল্তে, আর ও কিনা আমারই কোলের স্পাছে এসে বদ্বে—আমাকে শত বাঁধনে জড়াবে। ওরে রাক্ষুদী, তুই কি রমেশকে পালাতে দিবি নে। দেখছেন ঠাকুরমশাই, মেয়েটার হাসি! ওই হাসিতেই ত আমার সব ভুলিয়ে দেয়। আজ বার বছর আমাকে ভুলিয়ে রেথেছে। হাস, হাস, মা আমার, খুব হাস! আমি ঐ হাসি দেখতে দেখতেই যেন মরি। যাক্, বেশ বুঝলাম, রমেশ এখন তার সব ঐ মেয়েটার কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কোন কথা বল্ব না। দাও না গো, কি দিয়ে বাবা বিশ্বনাথকে আশীর্কাদ কর্তে হবে, দাও। দিদি লক্ষ্মী, সরস্বতী, তোমরা পথ পেয়েছ; তোমরা তোমাদের পথে যাও। আমার পথ এই ঈশানী-বিশ্বনাথ।

সন্ন্যাসী তথন একটা বেলের পাতা রমেশের হাতে দিয়া বলি-লেন, "রমেশ, বাবা বিশ্বনাথ বেলের পাতাতেই সম্ভই। তুমি তাই দিয়েই আশীর্কাদ কর।"

রমেশ তথন সেই বেলের পাতা দিয়া বিশ্বনাথকে আশীর্কাদ

করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয় বিশ্বনাথজিকি জয়। জয় ঈশানী-বিশ্বনাথকি জয়।"

সকলে গৃহে ফিরিয়া আদিবার জন্ম গাত্রোখান করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমরা এখন হইতেই বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও। আমি আশ্রমে ঘাই, বিবাহের দিন যথাসময়ে উপস্থিত হব।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া লক্ষী বলিল, "আপনি কি এখন এক-বার আমাদের সঙ্গে থেতে পার্বেন না ?" লক্ষীর সংর মিনতি-পূর্ণ।

সন্ত্যানী লক্ষীর মুথের দিকে চাহিয়া দেথিলেন; তাহার মুথ বড়ই বিয়য়, চিন্তাক্লিষ্ট। তিনি বলিলেন, "কেন মা! তামার কোন প্রয়োজন আছে ? তোমার মুথথানি বড়ই মলিন দেখাছে ।"

লক্ষা বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আন্থন।" সন্মাসী এই কাতর অন্তরোধে বাধ্য হইয়া তাহাদের অন্তর্গমন করিলেন!

বাসায় পৌছিবার পর লক্ষী বলিল, "প্রভু, আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলাম। কিন্তু উপায় নাই। আপনি এই দ্বাদশ বৎসর আমাকে যাহা শিথাইয়াছেন, আজ এক মুহূর্তে সে সব ভ্লিয়া যাইতে বসিলাম প্রভু!" এই বলিয়া লক্ষ্মী নীরব হইল।

সন্নাসী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তোমার কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

লক্ষী বলিল, "প্রভু, এই দ্বাদশ বৎসর আমি সমস্তই ভূলিয়া ছিলাম। ঈশানীকে মধ্যে-মধ্যে দেখিতে আসিয়াছি; কিন্তু আপ-নার রূপায়, আপনার শিক্ষার গুণে, আপনি যে সকল কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্বে ও মহত্তে আমার গর্ভজাতা সন্তানও আমাকে আরুষ্ঠ করিতে পারে নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি মায়া-মোহ জয় করিয়াছি: দশের সেবা ব্যতীত আমার জীবনে আর কোন কাজ নাই। কিন্তু প্রভু, আজ আমার সকল গর্ব চূর্ণ হইয়াছে! ভুবন বাবুর বাড়ীতে বিদিয়া যথন আমি ঈশানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীত দেখাইয়া কথা বলিলাম, তাহার পর সুহুর্তেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। আমি তথন ঈশানীর দিকে চাহিলাম। প্রভু, এমন ভাবে ত মেয়ের দিকে আমি কোন দিন চাহি নাই। সেই মুহুর্তেই আমার মনে হইল, আমি ঈশানীর জননী;—আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সে যে আমারই বুক চেরা ধন। আমার বুকের ভিতর তথন কেমন করিয়া উঠিল। যে মাতৃত্ব হইতে আমণর সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া আমি এতকাল কাটাইরাছি, তাহা নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ঈশানীকে আমি বুকে চাপিয়া ধরি,—তারস্বরে বলি —ওরে তুই আমার সন্তান! তুই আমার! যে স্নেহ-মমতাকে আপনি বিশ্বময় সম্প্রসারিত করিবার জন্ম এত শিক্ষা দিলেন, তাহা যে আমার থাকে না। এ কি করিলেন প্রভূ!"

সঃ।াসী গম্ভীরভাবে লক্ষীর কথা গুনিতেছিলেন। লক্ষ্মী বথন

নীরব হইল, তথন' বলিলেন, "মা লক্ষা, আজ আমার পরাজয়। আমি মানব-চিত্তের রহস্থ এতকাল বুঝিতে পারি নাই;—মাতৃ-ত্বের মইত্ব হাদয়পম করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম, কেন তোমরা বিশ্বজননী!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা লক্ষী, তোমার জন্তে আমি যে পথ নির্দেশ করিয়াছি, সেই শ্রেষ্ঠ পথ; —তোমাকে সেই পথেই যাইতে হইবে। কিন্তু বড তাডাতাডি তোমাকে অগ্রসর করিয়াছিলাম। ঈশানীর মধ্য দিয়াই তোমাকে জগতে সম্প্রসারিত করা কর্ত্তব্য ছিল। বেশ, তাহাই হইবে। তুমি এথানেই থাক লক্ষ্মী। ঈশানী আজ হইতে তোমার কন্তা। তাহার পর যাহা করিতে হয়. পরে হইবে। মা জগদম্বা, তোমার থেলার আর একটা দিক আজ দেখিলাম—শিখিলাম।" ভাহার পর সরস্বতী ও রমেশকে বলিলেন, "দেখ সরস্বতী, ঈশানীর বিবা-হের যথাযোগ্য আয়োজন কর। তোমার যাহা কিছু অর্থ আছে. এই বিবাহে সমস্ত ব্যয় করিয়া তোমাকে একেবারে কপর্দক-শৃত্ত হইতে হইবে। রমেশ, তোমার উপর সমস্ত আয়োজনের ভার দিলাম। ঈশানীর বিবাহ হইয়া গেলে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব; তোমরা সে চিন্তা করিও না।" এই বলিয়া দল্লাদী চলিয়া যাইতে উভত হইলেন। তথন লক্ষ্মী বলিল, "প্রভূ আর একটা কথা।"

সন্ন্যানী হাসিয়া বলিলেন, "কি কথানা! তোমার কাক। হরেরুঞের সন্ধান লইবার কথাত। তাহাকে আনিবার জন্তই আাম আজ বঙ্গদেশে যাত্রা করিব। তাহারা যদি বাঁচিয়া পাকে, তাহাদিগকে এই উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া আসিব। এই ত তোমার কথা মা।"

नक्षी मन्नानीत हत्रान अनाम कतिन।

শুভদিনে বিশ্বনাথের সহিত ঈশানীর বিবাহ হইল। কন্তা সম্প্রদান করিলেন লক্ষীর কাকা শ্রীযুক্ত হরেক্ক বন্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভ্বনবাব একসাত্র পুত্রের বিবাহে সমারোহের ক্রটী করেন নাই। আত্মীয় বন্ধ-বান্ধব সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণেরপ্তু দ্বারম্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না। ভ্বন বাবু তাহাতে ভীত বা ছঃখিত হইলেন না, কারণ এ ব্যাপারে মতভেদ বর্ত্তমান সময়ে হইবেই, তাহা তিনি জানিতেন। এদিকে সরস্বতী দেবীও আয়োজনের ক্রটী করেন নাই; তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই তিনি এই ব্যাপারে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। কাশী সহরময় একটা হলমুল পড়িয়া গেল।

বিবাহের আন্ত্রাঞ্চিক কার্য্যকলাপ শেষ হইয়া গেল। এখন এই দুখ্যের অভিনেতৃবর্গের বিদায়ের পালা।

সন্নাসী একদিন সকলকে সমবেত করিয়া বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের ক্রপায় ঈশানীর বিবাহ স্থান্সন হইয়া গেল। এখন তোমাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। তোমরা কে করিতে চাও, অন্নান-বদনে আমার নিকট খুলিয়া বল।"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "আপনি যাহার সম্বন্ধে যে পথ নির্দেশ করিবেন, আমরা তাহাই অবলম্বন করিব।"

সন্ন্যাণী বলিলেন, "মা সরস্বতী, তুমি আমার আশ্রমে চল। লক্ষীকে দিয়া আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম. সেই দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবার ভার আপাততঃ তোমাকে একাকিনীই বহন করিতে হইবে। রমেশ. তোমাকেও আমার আশ্রমে যাইতে হইবে। তোমার সকল কার্য্য শেষ হইয়াছে :—এখন তোমার কয়েকদিন বিশ্রাম—একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আর মা লক্ষ্মী, তোমাকে এখন সংসারধর্ম করিতে হইবে। তোমাকে এই দাদশ বংসর যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা নিক্ষল হইবে না; কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন ঈশানীকে লইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তাহার পর যথাসনয়ে তোমাকে আমি ডাকিয়া চইব। তোমার সম্বন্ধে আমি যে একটু ভ্রম করিয়াছিলাম, এই তাহার সংশোধন করিলাম। আশীর্কাদ করি, অচিরেই লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একই ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব। ঈশানী, তোমাকে আর কি বলিব ? তুমি বিশ্বনাথের সহধর্মিণী - তুমি ঈশানী ! মনে রাখিও - লক্ষা তোমার জননী—দেবাধর্মের মূর্ত্তিমতী দেবীস্বরূপিণী সরস্বতী তোমার প্রাক্তিটী; — সর্কশেষ মনে রাপি ৪, 🚃 তুমি বিশ্বনাথের

ঈশানী।